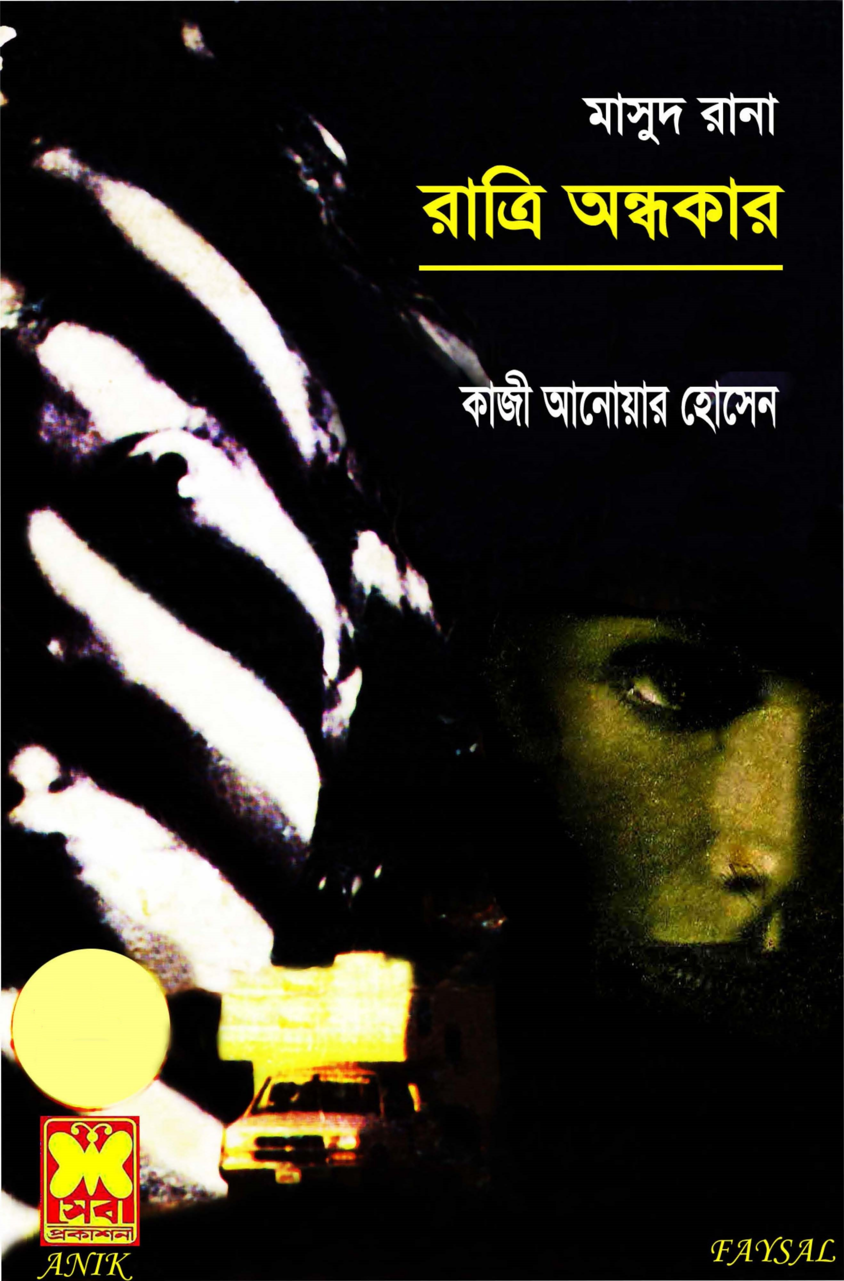
মাসুদ রানা

রাত্রি অন্ধকার

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ANIK

FAYSAL

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

রাত্রি অন্ধকার

বিয়ে খেতে এল রানা কায়রো। জানা গেল সাত হাজার ফেদাইনের একটি ডিভিশন আটকা পড়েছে প্যালেস্টাইনের নেবুলাস অঞ্চলে, তারিক উপত্যকায়। মৃত্যুর প্রহর গুণছে সাত হাজার আরব। দু'একদিনের মধ্যেই আক্রমণ চালাবে ইসরাইলের জেনারেল ওটেন।

জাল

ওয়াশিংটন থেকে সোহানাকে নিয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেল জাল মাসুদ রানা এক বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে। আর জাল পরিচয়ে আসল মাসুদ রানা পার হলো ক্যানাডার বর্ডার— অন্ধকার রাতে। ছুটল এক ডকুমেন্টের পিছনে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

রাত্রি অন্ধকার

জাল

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7602-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RATRI ANDHAKAR
JAL
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

ত্রিশ টাকা

রাত্রি অন্ধকার

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

এক

তিনজনের আন্দাজ লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গোসলটা সেরে নিল রানা। খিদে এবং ঘুম, এ ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। খেতে খেতে দেখল 'ক্যাসাব্লাঙ্কা ট্রিবিউন'। অভ্যাসমত হেডিংটাই শুধু পড়ল, 'পুলিস কর্তৃক মাফিয়ার আস্তানা দখল।' হাসল মনে মনে। খাওয়া শেষ করে অনুভূতিটাকে একত্রিত করল শুধু ঘুমে। ঘুম দিতে হবে, তিনদিন তিনরাত একটানা।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল, তিনদিন নয়, তিন ঘণ্টা পরে। ভাঙাল ইউসুফ। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মরক্কো অপারেটর। একটি টেলিগ্রাম। একটা কার্ড। টেলিগ্রামটা করেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিরন্তন ভঙ্গিতে, শুধুমাত্র একটি কথায়, 'কনগ্র্যাচুলেশন্স স্টপ আর. কে।' এটা এসেছে ইউসুফের ঠিকানায়। কনগ্র্যাচুলেশন্স! রানা জানে ঢাকা ফিরলে বুড়ো ডেকে পাঠিয়ে প্রথম কথা যা বলবে তা হচ্ছে, 'গুড। কিন্তু ড. সাঈদ মারা গেল কেন? কি, ছুটি শেষ না করেই ঢাকা ফিরলে যে?'

কার্ডটা ঢাকা থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এখানে এসেছে। একটা ইনভিটেশন কার্ড রি-ডাইরেক্টেড হয়েছে হেড অফিস থেকে। অবিশ্বাস্য। খুলল কার্ডটা। বিয়ের দাওয়াত। আরবীতে লেখা। পুরোটা পড়ল না রানা। পড়ল শুধু এক কোণে কাত করে ইংরেজিতে লেখা কথাটা, 'বস্, আমাদের বিয়েটা তোমাকে ছাড়া মাটি হয়ে যাবে।' স্বাক্ষর করেছে আতাসী ও মার্শিয়া।

আতাসীর বিয়ে!

স্থান কায়রো। তারিখটা আজকের! হাতে সময় চারঘণ্টা।

ঘুমের অনুভূতিগুলো তাড়াহুড়ো করে কেটে পড়ল। চারঘণ্টা। মিশর, কায়রো, আতাসী, মার্শিয়া। ফায়জা…

ফোনটা টেনে নিল রানা।

'বস্?' নির্বাক ইউসুফ এতক্ষণে কথা বলল।

রানা চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'কায়রো যেতে হবে।

'কায়রো!' ইউসুফ অবাক হলো, 'অ্যাসাইনমেন্ট?'

'আবার অ্যাসাইনমেন্ট! তোমার শখ আছে দেখছি, রানা ডায়াল করতে করতে বলল, 'এখান থেকে পালাতে চাই। কায়রোর ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি না,

বুঝলে? ওই বুড়োটার হাত থেকে পালাতে চাই।...হ্যালো, গোল্ডেন ট্রাভেল? আমি মাসুদ রানা বলছি...হ্যাঁ, ঢাকা থেকে এখানে এসেছি কয়েকদিন আগে। আমি কায়রো যেতে চাই, এক্ষুণি, যে-কোন প্লেন।... ঠিক আছে। আমি ফোনের কাছে অপেক্ষা করছি। ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বিয়ে খেতে যাব।'

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মিড-ইস্টার্নের জেট পৌঁছুল কায়রো। রানা ট্যাক্সি নিয়ে কার্ড দেখে ঠিকানা বলল, হোটেল নাইল হিলটন! হ্যাঁ, আতাসী কথা দিয়েছিল মার্শিয়াকে নাইল হিলটনে ডিনার খাওয়াবে। কথা রেখেছে আতাসী। নাইল হিলটনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা গ্রীলরূমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁধে ঝোলানো এয়ার-ওয়েজ ব্যাগ, হাতে সুটকেস। ঘরের ভেতরটা দেখল, সব অপরিচিত মুখ। রানার এই চেহারা কারও পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। রানা একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'লেফটেন্যান্ট আতাসী?'

জিজ্ঞেস করেই চোখটা আটকে গেল একটি মেয়ের উপর। ঝলমলে পোশাক, ছোটখাট একটা মেয়ে। ফায়জা।

ফায়জা হাতের গ্লাসটা নিয়ে ব্যস্তভাবে একদিকে যাচ্ছিল। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। চোখে অবিশ্বাস। বিস্ময়। তারপরেই রানা শুনল একটা চিৎকার, 'আতাসী, দেখ কে এসেছে!' হাতের গ্লাসটা একদিকে ছুঁড়ে মারল মেয়েটা। দৌড়ে এল। থমকে দাঁড়াল রানার দু'হাত দূরে। একমুহূর্ত রানাকে দেখল। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা হাসি। উচ্চারণ করল, 'রানা!'

ভিড় থেকে এগিয়ে এল বরবেশী আতাসী, হাতে ধরা নববধূ মার্শিয়ার হাত।

আতাসী বলল, 'বস্, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'কলমা পড়া হয়নি?'

'ওটা হয়ে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি সারতে হলো,' আতাসী অপরাধীর মত বলল, 'বস্, আপনার জন্যে বোধহয় একটা রিসেপশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'কোথায়?'

আতাসী, মার্শিয়া ও ফায়জা পরস্পরের দিকে তাকাল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। ফায়জা রানার হাত ধরল। বলল, 'চলো, নিয়ে যাচ্ছি।'

'আতাসী?'

'আসছি। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আধ-ঘণ্টার মধ্যেই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আতাসী রিসেপশনে পৌঁছে যাবে।'

গাড়িতে উঠে ফায়জা রানার নাকের পাশে ছোট্ট একটা চুমু দিল সলজ্জ ভঙ্গিতে। এবং গাড়ির সেল্‌ফ-স্টার্টার চেপে ধরল। রানা সিগারেট ধরাল। দেখল গাড়ি উত্তর কায়রোর দিকে এগোচ্ছে। দেখল, ফায়জার প্রোফাইল। ওখান থেকে একটু আগের বিস্ময়, খুশি, লজ্জা ইত্যাদি উধাও হয়ে গেছে। গম্ভীর ভাব মুখের, পরস্পর সংবদ্ধ ঠোঁট দুটোর ভাষাও সিরিয়াস। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ফায়জা, এত কষ্ট করে বিয়ে খেতে এলাম অথচ খালি মুখে যে বিদায় করল

ওরা?

তাকাল ফায়জা। আলগা হলো ঠোঁটের দৃঢ়তা। একটু হাসল। আবার চোখ রাখল রাস্তায়। বলল, 'নাইল হিলটনে টার্কির-রোস্ট তোমার ভাগ্যে নেই তো কি করবে?

গাড়ি থামাল ছাব্বিশে জুলাই রোডের একটা দোকানের সামনে। রানা তাকিয়ে দেখল, কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে আফ্রো-এশিয়ান লেখক সঙ্ঘের অফিসটা। কিছু বলার আগেই ফায়জা হাতটা ধরল। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার জিনিসপত্রগুলো গাড়িতেই থাকুক। কাঁচটা তুলে দাও।'

গাড়িতে চাবি লাগাল ফায়জা। দোকানের আলো বাইরে আসে না। কাঁচগুলো টেপ দিয়ে ক্রস করা। যুদ্ধকালীন অবস্থা মিশরের। মাথার স্কার্ফটা ভাল করে বেঁধে রানার হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল ফায়জা। মুখ খুলতে গিয়ে রানার মনে হলো, কথা বলা এখানে অর্থহীন।

একটা কালো স্টেশন ওয়াগনের সামনে দাঁড়াল ফায়জা। পিছন দিকের দরজাটা খুলে গেল। ফায়জা হাত ধরেই উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল ওয়াগনটা। ড্রাইভারের পরনে সামরিক বাহিনীর পোশাক।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানা এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

'এয়ার বেজ।'

'এয়ার বেজ?' রানার কাছে কথাটা দুর্বোধ্য মনে হলো, 'কেন?'

গাড়ি ক্যাঁচ শব্দ করে থামল একটা নির্জন রাস্তায়। দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। গাড়িতে উঠল আরও দু'জন। রানা অবাক হয়ে দেখল, আতাসী ও মার্শিয়া। দু'জনের পরনেই বিয়ের সাজ। ওরাও অবাক হলো রানাকে দেখে। রানা বুঝল, এরা কেউ জানে না কোথায় যাবে, যাচ্ছে।

'বস্,' আতাসী বলল, 'নাইল হিলটন আমার পকেট একেবারে সাহারা বানিয়ে দিয়েছে, তবু মিসেস আতাসী বলছে, আমি নাকি হাড়-কেপ্পন।'

'আতাসী!' রানা ওর কথায় কান না দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার জোকারী দেখতে এদ্দুর আসিনি।' রানা তাকাল ফায়জার দিকে, দেখল মার্শিয়ার গম্ভীর লিপস্টিকচর্চিত মুখ এবং আতাসীর থমকে যাওয়া অভিব্যক্তি। ওর ঠোঁটেও লিপস্টিকের ছোপ।

কেউ কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। গাড়ি অন্ধকারে ছুটে চলেছে। একটা হু-হু হাওয়ার শব্দ একঘেয়ে ভাবে বাজতে লাগল।

'আমরা এয়ার বেজে যাচ্ছি কেন?' রানাই জিজ্ঞেস করল।

'আমরা কিছুই জানি না,' বলল আতাসী, 'আমরা সিগন্যাল পেয়েছি, আপনাকে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। অবশ্যি আপনি না এলে তিনজনই উপস্থিত হতাম।'

'কেন?'

'জেনারেল আরাবী জানেন,' আতাসী বলল। রানা আড়চোখে দেখল মার্শিয়ার হাতটা আতাসীর হাত চেপে ধরল।

একজন রাইফেলধারী গার্ডের পিছন পিছন ওরা চারজন যে ঘরটায় ঢুকল সেটা আর্মি

অপারেশন-রুম। ঘরের মৃদু আলোয় দেখল একটা টেবিলের ওপাশে জেনারেল সালেহদীন আরাবী বসে আছেন। এপাশে বসে থাকা লোকটা পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। রানা দেখল, লোকটা আর কেউ নয়, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট মিশ্রী খান! অর্থাৎ, কোন পাহাড় উড়িয়ে দিতে অথবা টানেল বন্ধ করতে যেতে হবে। এবং তাতে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সমর্থন আছে। কথা ক'টা মুহূর্তে ভাবল রানা। দেখল হতবাক মিশ্রী খানকে। আগের মতই আছে পাঞ্জাবী মিশ্রী খান। তবে গোঁফ জোড়া আরও বড় হয়েছে, শরীর আরও রোগা ও লম্বা হয়ে গেছে যেন। গোঁফের ফাঁকে দাঁত ক'টা বেরিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওস্তাদোঁ কা ওস্তাদ আ গিয়া।'

'হ্যাঁ, রানা, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট। গতকালই কথা ছিল যাওয়া হবে। কিন্তু আমি একটা সুযোগ নেবার জন্যেই পুরো শিডিউল চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছি,' জেনারেল আরাবী বললেন। 'অবশ্যি পরামর্শটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের। উনি বলেছিলেন, তুমি আতাসীর বিয়েতে উপস্থিত থাকবেই! আর এখন তোমার ছুটি। একমাসের মধ্যে দেশে তোমার কোন কাজ নেই।'

'হ্যাঁ, ছুটি!' রানা মনে মনে বুড়োর মুণ্ডপাত করে বলল, 'ছুটিতে আমি একটু ঘুমাতে চেয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসেছি, এখন আমি ঘুম ছাড়া কিছুই চাই না।'

'তোমার ঘুমাবার ব্যবস্থা আমি করছি,' জেনারেল আরাবী বললেন, 'ইসরাইল থেকে ফিরে এসেই ঘুমাতে পারবে।'

'ইসরাইল।'

'ইসরাইলই আমাদের একমাত্র শত্রু!'

'আজ রাতেই?'

'এখনই!'

রানা স্তব্ধ হয়ে তাকাল জেনারেলের ভারী মুখটার দিকে। আতাসী বাঁ হাতটা বাড়িয়ে তুলে নিল কোল থেকে মার্শিয়ার হাত। পরস্পরের দিকে তাকাল। একটু হাসল দু'জনই।

'স্যার,' আতাসী হঠাৎ বলল, 'আমাদের আজ···'

'প্রথম রাত।' কথাটা শেষ করলেন জেনারেল। একটু থেমে বললেন, 'প্লেন আর প্যারাস্যুটই তোমাদের কপালে আছে প্রথম রাতে।'

'দু'জনই যাব?'

'সেজন্যে দু'জনকেই ডেকেছি। প্রথম রাতে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছে আমার নেই।'

রানা তাকাল পাশে বসা ফায়জার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ফায়জা?'

'হ্যাঁ। বেন কানান অপারেশনের পুরো টীমই যাচ্ছে। হ্যাঁ, টীমটা আরও শক্তিশালী হবে। ক্যাপ্টেন মিশ্রী খানও যাচ্ছেন। আরও দু'জন মাউন্টেইনীয়ারও যাচ্ছে—মোট সাতজন।' জেনারেল আরাবী চুপ করে রইলেন পুরো এক মিনিট।

তাঁর দৃষ্টি সবার মুখের উপর দিয়ে সার্চলাইটের মত ঘুরে গিয়ে থামল রানার চিন্তিত মুখে। বললেন, 'রানা, জানি, তোমাকে আমি অর্ডার করতে পারি না। কিন্তু এমন একটা কাজ আমরা করতে চাই যা তোমাকে ছাড়া আমি ভাবতে পারছি না। তুমি আমাদের বন্ধু।'

রানা উত্তর দিল না। চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'কাজটা কি, স্যার?'

দম ছেড়ে বাঁচলেন যেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'ধন্যবাদ, রানা।' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জেনারেল বলতে শুরু করলেন, 'আল-ফাতাহ্‌র লোক-বল আছে। জীবন দেবার জন্যে আগ্রহী ফেদাইন আছে। ওরা এ জীবনদানকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে। প্যালেস্টাইনের মুক্তি আমাদের একমাত্র স্বপ্ন। যেখানে তোমরা যাচ্ছ সেখানে আগে চারটি মিশন ব্যর্থ হয়েছে, মিশন-নেতার কারও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমি শেষ চেষ্টা করতে চাই।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। টেবিল থেকে তুলে নিলেন তিনহাত লম্বা বেতের ছড়িটা। চেয়ারটা ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালেন পিছনের ইউ.আর.-এর বিরাট ম্যাপের সামনে। ছড়ির মাথাটা স্পর্শ করল জেরুজালেমের উত্তর দিকের একটা অংশে। তাকালেন রানার দিকে। বললেন, 'নেবুলাস পার্বত্য অঞ্চল। এখানে আল-ফাতাহ্‌রা মাস দুই আগে প্রচণ্ড আক্রমণ হেনেছিল ইহুদীদের ওপর। কিন্তু এখন চুপচাপ। আমাদের পাঠানো সাপ্লাই— খাবার, অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছতে পারছে না এখানকার ফেদাইনদের হাতে। প্লেন থেকে যত কিছু সাপ্লাই ফেলা হয়েছে সব ক'টাই পড়েছে ইহুদীদের আওতায়। ওরা আমাদের রেডিও কোড পানির মত ডি-কোড করে ফেলেছে। কিভাবে পারল, কি ঘটছে নেবুলাসের পাদদেশে, এইটাই আমার প্রশ্ন। শুধু এ-কথাটার উত্তর আমি চাই। আশা করি, ইউরেকা সেভেন তার উত্তর এনে দিতে পারবে।'

'ইউরেকা সেভেন?'

'এই অপারেশনের কোড নেম,' বললেন জেনারেল।

'আর দু'জন কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

জেনারেল ফোনের রিসিভার তুলে ক্রেডলে টোকা দিয়ে বললেন, 'দু'জনকে পাঠিয়ে দাও।' নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। বাইরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল দু'জন তরুণ আরব। দু'জনকে একনজর দেখে রানা তাকাল জেনারেলের দিকে।

'বয়স কম, জেরুজালেমের ছেলে। জীবন উৎসর্গ করেছে দেশের মুক্তির কামনায়। এ হচ্ছে সার্জেন্ট রিয়াদ।' একজন দু'পা এগিয়ে এসে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, জেনারেল বলে চললেন, 'রিয়াদ। একে গেরিলা যুদ্ধের জুয়েল বলা হয়। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, আরবের ছেলে হয়েও ভাল ডুবুরি এবং আজকের প্লেন ও-ই চালাবে। উটের মত খাটতে পারে, দু'মন ওজন একটানে কাঁধে তুলে নিতে পারে বাঁ হাতে।'

'ও কাজটার জন্যে আমাদের আতাসী সর্বশ্রেষ্ঠ!' রানা বলল।

'লেফটেন্যান্ট আতাসীকে কিছুটা ভারমুক্ত রাখা উচিত, ওস্তাদ।' মিশ্রী খান আর চুপ করে থাকতে পারল না, নতুন পরিচয়ের বেড়া ডিঙিয়ে বলল, 'যথেষ্ট বোঝা বইতে হবে ভাতিজাকে।' ইঙ্গিত করল মার্শিয়াকে।

মার্শিয়ার বিষণ্ন চোখে-মুখে একটু সলাজ হাসি ফুটে উঠল।

'নাগিব!' জেনারেল কমান্ড করলেন। রিয়াদের পাশে এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় জন।

'জেনারেল নাগিব!' মিশ্রী খানের কণ্ঠে নকল বিস্ময়।

জেনারেল নাগিবের নেতৃত্বে ফিফটি থ্রী-র ২৩ জুন ফারুককে সিংহাসন-চ্যুত করা হয়। সেদিন ওর জন্ম।

'এ সতেরো বছরের বালক যাবে অ্যাসাইনমেন্টে?' মিশ্রী খানের কণ্ঠে আবার বিস্ময় ফুটল। সত্যিকারের বিস্ময়।

'সতেরো বছর বয়স আল-ফাতাহ্‌র ফেদাইনের জন্যে যথেষ্ট,' বললেন জেনারেল।

'মৃত্যুর জন্যেও?' প্রশ্নটা করল রানা।

জেনারেল তাকালেন সার্জেন্ট নাগিবের কিশোর মুখের দিকে। নির্ভয় কিশোর। চোখ ফিরল রানার দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর রানা, মৃত্যুর জন্যেও।' কণ্ঠে স্পষ্ট দৃঢ়তা। বললেন, 'সার্জেন্ট একজন পাকা রেডিও অপারেটর।'

'কিন্তু, স্যার,' আতাসী বলল, 'মেয়েদের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে বাদ দিলে ভাল হত না?'

'এ অ্যাসাইনমেন্টে শুধু শক্তি দিয়ে জেতা সম্ভব নয়। আমি অনেক চিন্তা করে টীম তৈরি করেছি, লেফটেন্যান্ট আতাসী,' জেনারেল বললেন, 'তাছাড়া বেন-কানান টীম লাকি টীম।'

'আমাদের নেতা?' জিজ্ঞেস করল ফায়জা।

'অফ কোর্স, মেজর রানা।'

'তবে, স্যার, একটা কথা বলে নিতে চাই।' রানা উঠে দাঁড়িয়ে নবাগত দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'এরা ফেদাইন, আবেগ আছে, দেশপ্রেম আছে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধারা স্বাভাবিকভাবেই একটু স্বাধীন এবং উগ্র হয়ে থাকে।' রানা হাসল, 'এসপিওনাজ টীমের সঙ্গে যেতে হলে নেতার আদেশ তর্কাতীতভাবে মানতে হবে। এখানে প্রশ্নটা উঠছে, কারণ আমি বিদেশী, এবং অপরিচিত।'

'সার্জেন্ট রিয়াদ, মেজরের প্রশ্নের জবাব দাও' জেনারেল বললেন।

রিয়াদ তাকাল রানার দিকে। এর বয়সও কম, বাইশের বেশি হবে না। বিশাল দেহ, জোড়া ভুরু, রুক্ষ চেহারা। উত্তর দিল রিয়াদ, 'সবাই মানলে আমিও মানব।'

'সবাই মানলে?' রানার ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, আর্মি অপারেশনে নেতাকে অমান্য করার শাস্তি কি তুমি জানো?'

'সবার যা শাস্তি আমারও তাই হবে।'

'শুধু তোমারই যদি সে শাস্তি হয়?'

'তবে,' চোখ তুলে তাকাল রিয়াদ। বলল, 'আমি দুঃখিত হব নেতার একচোখা বিচারে।'

রানা চেয়ারে বসে পড়ল। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট। একটা সিগারেট বের করে ধরাল। তাকাল জেনারেল আরাবীর দিকে,

বলল, 'রিপ্লেস হিম।

'মানে?' জেনারেল রানার দিকে চমকে তাকালেন।

'রিপ্লেস হিম,' রানা আবার বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ বিপজ্জনক লোক। টাইম-বোমা সঙ্গে নিয়ে আমি মিশন লীড করতে আগ্রহী নই।'

'কিন্তু রানা, সময় কম···'

'রিপ্লেস হিম, অর রিপ্লেস মি।' রানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

জেনারেল এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। জ্বলে উঠল দুটো চোখ। তাকালেন রিয়াদের দিকে।

কিছু বলার আগেই রিয়াদ এগিয়ে এল দু'পা, দাঁড়াল রানার পাশে।

'স্যার।'

'বলো।'

'আমি দুঃখিত!' রিয়াদ বলল, 'আমি বেশি কথা বলে ফেলেছি। এ ভুল আর দ্বিতীয়বার হবে না। আমি এ মিশনে যেতে আগ্রহী, স্যার।'

রানা তাকাল মিশ্রী খান এবং আতাসীর দিকে। ওরা মাথা নাড়ল। মার্শিয়া ও ফায়জার চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। রানা হাসল রিয়াদের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'জেনারেল আরাবীর সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হতে পারব, ইউরেকা সেভেন উইল বি লাকি টীম। সার্জেন্ট নাগিব, তুমি কি বলো?'

নাগিব পায়ে পা ঠুকল। বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

জেনারেল হাসলেন। সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতে তিন ঘণ্টা সময়। সবাই প্রস্তুতি নাও। মিসেস আতাসী আর ফায়জার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামও করতে পারেন। আমি এই ফাঁকে রানা, আতাসী আর ক্যাপ্টেন খানের সঙ্গে দু'একটা কথা সেরে নিতে চাই।'

মিশ্রী খান আতাসীর কাঁধে সহানুভূতির হাত রাখল। জেনারেলের উদ্দেশে বলল, 'স্যার, ভাতিজাকে আটকাতে চান?'

জেনারেল হাসলেন, 'পাঁচ মিনিটের জন্যে।'

মার্শিয়া লজ্জা পেল। এবং ফায়জার সঙ্গে বেরিয়ে গেল রিয়াদ আর নাগিবের পিছনে পিছনে। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই জেনারেল উঠে গেলেন পেছনের দরজার দিকে। দরজা খুলে বললেন, 'আসুন, জেনারেল।'

ঘরে প্রবেশ করল লম্বা মত একটা লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধ-ময়লা পোশাক। বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু চুলে পাক ধরে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বোঝা যায় ভদ্রলোক ক্লান্ত, অনেক ধকল গেছে এঁর উপর দিয়ে।

জেনারেল আরাবী বললেন, 'ইনি হচ্ছে জেনারেল সাবরী। জর্দানীজ আর্মিতে ছিলেন, এখন ফেদাইন হিসেবে আল-ফাতায় যোগ দিয়েছেন। উনি কিছুক্ষণ আগে প্যালেস্টাইনের সীমানা পেরিয়ে সিরিয়া হয়ে এখানে এসেছেন একজন ডাক্তার হিসেবে। ইনি নেবুলাস অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনা করছেন। এঁর পরিচয় আমরা ক'জনই শুধু জানলাম।'

জেনারেল সাবরী তাকালেন। চোখ আটকে গেল আতাসীর উপর, আতাসীর বিয়ের পোশাকে। জেনালের আরাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁরা যাবেন?'

'হ্যাঁ, এঁরাই যাবেন,' জেনারেল আরারী বললেন, 'লেফটেন্যান্ট আতাসীকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনেছি। মিশ্রী খান করাচীতে···'

'মৎস্য শিকারের প্ল্যান করছিলাম, স্যার,' সবিনয়ে বলল মিশ্রী খান।

জেনারেল একটু হাসলেন। বললেন, 'আর ইনি হচ্ছেন মাসুদ রানা। হিরো অভ বেন কানান।'

'মাসুদ রানা?' জেনারেল সাবরীর চোখ মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো রানার উপর। বললেন, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি, মেজর রানা।'

রানা কিছু বলার আগেই জেনারেল আরাবী তাড়াহুড়ো করে বললেন, 'জেনারেল সাবরী তোমাদের নিয়ে যাবেন নেবুলাসে। কিন্তু···এক প্লেনে নয়।'

শেষ কথাটার উপর জেনারেল জোর দেয়াতে রানার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'জেনারেল সাবরীর প্লেন ফিরে আসবে, কিন্তু তোমাদেরটা আসবে না।' জেনারেল আরাবী বললেন, 'যে প্লেন তোমাদের নিয়ে যাবে সে প্লেনটার মায়া আমরা ত্যাগ করব পরিকল্পনা মত।'

'আমাদের মায়া?' আতাসী বলল।

জেনারেল শুনেও শুনলেন না কথাটা। বলে চললেন, 'নেবুলাসে ল্যান্ড করা সম্ভব নয়, বিশেষত কেউ জানে না ঠিক কোথায় ল্যান্ড করবে। সে জন্যেই তোমরা প্যারাস্যুটে করে জাম্প দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেন ক্র্যাশ করবে পাহাড়ে,' জেনারেল কথাটা শেষ করেই বললেন, 'তোমরা মিশন-লীডারদের উদ্ধার করবে, এবং দেখবে কোথায় যায় আমাদের সাপ্লাই। অবশ্যি এটার মায়াও আমরা ত্যাগ করব। যুদ্ধে এ-রকম অনেক কিছুই হারাতে হয়। কিন্তু হারানো সম্ভব নয় সাত হাজার আল-ফাতাহ্, ফেদাইনকে। হ্যাঁ, সাত হাজার লোক নেবুলাসের এই অংশে, একটা উপত্যকায় আটকা পড়ে গেছে। সাত হাজার সৈন্য আমরা হারাতে পারি না। সাত হাজার লোক না খেয়ে অস্ত্রহীন হয়ে আটকা পড়ে আছে, সাত হাজার লোক! ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারে মৃতপ্রায়। ওদেরকে বাঁচাতেই হবে।'

'আমরা বাঁচাব!' আতাসীর কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আমরা সাত জন?'

'হ্যাঁ।' জেনারেলের গলাটা এবার একটু কেঁপে গেল।

'কিভাবে সম্ভব?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মিশ্রী খান।

'আমি জানি না।'

জেনারেল আরাবী চেয়ারে বসলেন। রানা দেখল জেনারেলকে ভাল করে। এক বছরে অনেক বদলে গেছেন। ভগ্ন, বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। 'ইটস্ আ ফাইট ফর সারভাইভাল।' বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই, অথচ গল্ফ গ্রাউন্ড ছেড়ে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল যুদ্ধে নেমেছেন আবার। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করার। জেনারেলের মুখ নিচু, কপালের দু'পাশে রগ চেপে রেখেছেন হাতে।

ঘরে নীরবতা।

হঠাৎ সোজা হলেন জেনারেল আরাবী, তুলে নিলেন ছড়িটা। উঠে সোজা ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এদিকে সুয়েজ, এদিকে জর্ডন রিভার, আর পুরো সীমান্ত ঘিরে ইসরাইল রচনা করেছে শক্তিশালী ব্যূহ। ওরা শিক্ষিত যোদ্ধা। যোদ্ধা জাতির বংশধর। অস্ত্র-শস্ত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক সেনাবাহিনীর অন্যতম। সাতষট্টি সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন চেষ্টা করেছে প্রতিঘাত হানতে—হারিয়েছে লোকবল, প্রাণ দিয়েছে শত শত সৈনিক, কিন্তু এক ইঞ্চি জমি উদ্ধার করতে পারেনি।' জেনারেল বলে চললেন, 'এখন মিশর আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্টগুলো একজোট হয়েছে। আল-ফাতাহ্ চেয়েছিল ওদের ব্যূহ দুর্বল করতে, ইহুদীদের সিনাই অঞ্চলের কিছুটা শক্তিকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখতে । সোজা কথা, আমরা গ্রহণ করেছিলাম এলেনবী টেকনিক।'

'এলেনবী টেকনিক?' প্রশ্ন করল আতাসী।

'জেনারেল এলেনবী এই প্যালেস্টাইনেই প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে একটা চাল চেলেছিলেন।' জেনারেল জর্ডন নদী থেকে ভূমধ্যসাগর বরাবর একটা কাল্পনিক দাগ দিলেন হাতের ছড়ি দিয়ে। বলে চললেন, 'এইভাবে জেনারেলের ছিল লাইন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, পশ্চিম থেকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু তিনি তুর্কীদের ধারণা দিলেন আক্রমণ হবে পূর্বদিক থেকে।' জেনারেল আরাবী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'পূর্ব দিকে গড়ে তুললেন বিরাট ক্যাম্প। সব ফাঁকা ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে সারাদিন ধরে মিলিটারী গাড়ির কাফেলা আরও পুবে যেতে দেখত তুর্কী স্পাই-প্লেন। কিন্তু ওরা জানত না, রাতের অন্ধকারে গাড়িগুলো পশ্চিমে ফিরে আসে এবং সকালে আবার পুবদিকে চলতে থাকে। এমনকি এলেনবী পনেরো হাজার ঘোড়া তৈরি করেছিলেন ক্যানভাস দিয়ে।'

'পনেরো হাজার ক্যানভাসের ঘোড়া?' মিশ্রী খান চোখ আলুর মত করল।

'হ্যাঁ, একই টেকনিক আমরাও গ্রহণ করেছিলাম। আল-ফাতাহ্ এক এক করে ঢুকে পড়েছিল ইসরাইলে, মিলিত হয়েছিল লোকাল ফেদাইনের সঙ্গে। তারপর নেবুলাস আর জর্ডন রিভার অভিযানের মিথ্যে দলিল নিয়ে আমাদের লোক ওদের হাতে পড়ে। পর পর চারজন।'

'চারজনকে ওরা ধরল কিভাবে?'

'আমরাই ওদের আগমনের খবর পাঠিয়েছি এখান থেকে।'

'আপনি…' রানার কাছে কথাটাকে দুর্বোধ্য মনে হলো।

'হ্যাঁ, আমরা জানিয়েছি,' জেনারেল বললেন, 'এবার তোমরা ওদের সন্দেহটাকে আরও গাঢ় করে তুলবে। এরই মধ্যে ওদের পুরো দুই ডিভিশন সৈন্য হাজির হয়েছে ফারিয়া নদীর তীরে। এই এদিকের সমতলে। উত্তর দিকের গিরিখাদ দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ব্রিগেড, আরেক ব্রিগেড দক্ষিণ দিক থেকে। মাঝখানে ফাঁদ পেতে বসে আছে ফেদাইনরা।' ম্যাপে আবার ছড়ি ছুঁইয়ে জেনারেল বললেন, 'ঠিক এই পয়েন্টে। জায়গার নাম হচ্ছে আল তারিক। এখানেই আমাদের সাত

হাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে তিন-মুখী আক্রমণের সামনে।'

'বিপজ্জনক।' রানা উচ্চারণ করল জেনারেল সাবরীর দিকে তাকিয়ে।

'আমরা জানি,' সাবরী বললেন, 'এতদিন এই বিপদের মুখে থেকেও আশা করেছিলাম আক্রমণ চালাব জেরুজালেমের উপর। কিন্তু জর্ডন-আল-ফাতাহ্‌র সাম্প্রতিক বিরোধ সব কিছু উল্টেপাল্টে দিল।

'এখন ওদের প্রতিরোধ করতে হবে, আরও কিছুদিন আটকিয়ে রাখতে হবে জেনারেল ওটেনবার্গের অধীনের দু'ডিভিশন সৈন্য।' জেনারেল আরাবী আরেকটি ম্যাপ বের করলেন, 'ফারিয়া নদীর তীরের সৈন্যদের অবস্থান।' রানা দেখল ঝুঁকে পড়ে। 'এই যে অলিভ গাছের জঙ্গলে অবস্থান, ইসরাইলী বাহিনীর এপারে কর্নেল বেগের অধীনে আল-ফাতাহ্‌র প্রথম পোস্ট, উত্তরে...'

রানা একমনে ম্যাপটা দেখল। একটা হ্রদ। তার একটা বাহু পূর্ব দিক থেকে এসেছে, দ্বিতীয় বাহু দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে কিছুদূর, তারপর চলে গেছে পশ্চিমে। পশ্চিমে বাঁক নেয়ার মুখে লেখা গর্জ (Gorge) অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুটা একটা গর্জ—খাড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত জলস্রোত। পশ্চিমে বাঁক নেবার মুখে গর্জের শেষ। রানা দেখল উত্তরের গিরিপথ। ওখানে লেখা এইটথ রেজিমেন্ট, পূর্ব গিরিপথেও একই কথা লেখা। নদীর উত্তর পাড়ে আরব বাহিনীর পোস্টিং। উত্তরে একটি পোস্ট, দক্ষিণ আর পুবে অপর দু'টি। নদীর দক্ষিণ দিকে, জঙ্গলে ইহুদী আর্মির দুই ডিভিশনের অবস্থান।

রানা আঙুল রাখল আরবদের দক্ষিণ পোস্ট এবং নদীর অপর পাড়ের মাঝে ফারিয়া নদীর উপর। বলল, 'এটা?'

'ব্রিজ। ফারিয়া ব্রিজ।'

রানার হাত চলে গেল উত্তরে। গর্জের একটা অংশে হাত রাখল, 'এটা?'

'ড্যাম।' জেনারেল আরাবী মৃদু হাসলেন জেনারেল সাবরীর দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'হি হিটস অলওয়েজ অন দ্য পয়েন্ট! আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করতে চাই।' জেনারেল সবাইকে বসতে বললেন।

দুই

সার্জেন্ট রিয়াদ দক্ষ পাইলট। ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে এসে হঠাৎ প্লেন নিচুতে নেমে এল। ও এখন ইসরাইলে প্রবেশ করছে। রাডারের আওতায় পড়তে চায় না। রানা মনে মনে প্রশংসা করল।

'জেনারেল আরাবী ঠিকই বলেছিল, ভাতিজা,' মিশ্রী খান পিছন থেকে বলল, 'তুমি ভাল চালাচ্ছ, হে। তা ভাতিজা, ছিলে সার্জেন্ট, মালবাহী সার্জেন্ট, এটা কিভাবে রপ্ত করলে?'

'আমি এয়ারফোর্সেই ছিলাম। ওখানে পাইলটদের সঙ্গে থেকে কায়দাটা শিখে

নিই। তারপর একদিন বিনা অনুমতিতে একটা বম্বার নিয়ে আকাশে উঠেছিলাম। দিল বের করে চাকরি থেকে,' সার্জেন্ট বলল, 'কোর্ট মার্শাল-এর হাত থেকে কোনমতে রেহাই পেয়ে এসে যোগ দিলাম আল-ফাতাহ্‌র সঙ্গে। বাকি ট্রেনিং এখানেই পেয়েছি।

রানা ম্যাপ দেখছে মনোযোগ দিয়ে। পাশে গা ঘেঁষে ফায়জা বসেছে। গালটা রানার কাঁধে রেখে চেয়ে দেখছে রানার মুখটা। চোখে চোখ পড়লে গালে টোল ফেলে চোখ ভরে হাসছে।

ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে রানা সোজা হয়ে বসল। পা'টা মেলে দিল। ওপাশে ওদের মতই মেঝেতে বসেছে আতাসী ও মার্শিয়া। আস্তে আস্তে কথা বলছে, হাসছে, চান্স পেলেই চুমু খাচ্ছে। ওদের সবার পরনে ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের পোশাক। কিন্তু ব্যাজ খুলে ফেলা হয়েছে।

রানা ফায়জার কাঁধে হাতটা তুলে দিল। আরও কাছে সরে এল ও। গা এলিয়ে দিল, নাকটা ঘষল রানার গলার কাছে। বলল, 'রানা, তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গেছিলে?'

এই প্রথম এ ধরনের কথা বলল মেয়েটি। রানা ওর মুখটা দেখল। বলল, 'না, ভুলিনি। কিন্তু মনে করার সময়ও পাইনি, ফায়জা।'

'কিন্তু আমি তোমাকে একমুহূর্তও ভুলি না।'

ভুলে যাওয়া উচিত। তোমারও তো এখন অনেক কাজ, তাই না?'

'তুমিই তো এই কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে।' ফায়জার আঙুল রানার ঠোঁট স্পর্শ করল। ভ্রূ কপালের কাটা দাগটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, বলল, 'তুমি চলে গেলে আমি ফেদাইন হিসেবে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি। এরই মধ্যে দু'মাস ইসরাইলের ভিতর গিয়েও কাজ করেছি। জানো, রানা, আমি না, একা বাথশেবাহাইফা রেললাইনে একটা মাল গাড়ি ডিরেইল্ড করে দিয়েছি কিছুদিন আগে।'

'ইউ লিটল ডেভিল!' রানা ওর নাকটা ধরে নেড়ে দিল।

ফায়জা খুশিতে দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। কানে কানে বলল, 'ওদের দেখো।'

'ওরা' মানে আতাসী ও মার্শিয়া। রানা দেখল পরস্পরের ঠোঁট যেন আটকে গেছে। বুঝল, ওদেরকে দেখিয়ে ফায়জা কি বলতে চায়। রানা ঠোঁট নামাল ফায়জার গোলাপী নরম ঠোঁটে।

'ভাতিজারা, পেছনে তাকিয়ো না। প্লেন চালাও। রাডারে চোখ রাখো। কম্পাস, অলটি-মিটার ভাল করে দেখো, পেছনে তাকিয়ো না।' মিশ্রী খানের হৈ চৈ শুনে রানা ঠোঁট আলগা করে সোজা হয়ে বসল। সোজা হলো আতাসী মার্শিয়া। মিশ্রী খান রিয়াদ ও নাগিবকে সাবধান করছে। চোখ বুজে পিছন ফিরল মিশ্রী খান। বলল, 'চালিয়ে যান, ওস্তাদ। জীবনে আর চান্স পাবেন না।' এক চোখ খুলল মিশ্রী খান। তারপর দু'চোখ। দাঁত বের করে হাসল।

রানা ঘড়ি দেখে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল।

সার্জেন্ট রিয়াদ ঘোষণা করল, 'বিশ মিনিটের মধ্যে জাম্প করতে হবে।'

'ক্যাপ্টেন খান, তৈরি হও, তুমি প্রথম জাম্প করবে।'

'ওস্তাদ!' আর্তনাদ করে উঠল মিশ্রী খান। লাফ দিয়ে রানার পায়ের কাছে পড়ল. 'ওস্তাদ, আর তোমাদের বাধা দেব না। এই তওবা করছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নামব!'

'আমি কিছু জানি না। ঠিক আছে, প্রথম আতাসী, তারপর তুমি।'

মিশ্রী খান আতাসীর বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা শান্ত হলো। যেন ভরসা পেল।

রানা নেভিগেটরের সীট থেকে নাগিবকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসল। দূরে, অন্ধকারে আলোর নির্দেশ।

আতাসী দরজা খুলে ফেলল। উপরের তারে প্যারাস্যুটের ক্লিপ লাগাল। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, সাবধান!'

হাঃ হাঃ করে হাসল আতাসী। বলল, 'আতাসী, দেখো, তোমাকেও সাবধান করার লোক হয়েছে!'

মিশ্রী খান বলল ফিসফিস করে, 'আমাকে অভয় দেবার কেউ এখানে নেই, তুমিই ভরসা, ভাতিজা।'

লাল আলো জ্বলে উঠল

আতাসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিঠের ব্যাগটা দেখে নিল। দেখল প্যারাস্যুট ঠিকমত আছে কিনা। দেখল কারবাইন, কোমরের স্টিক গ্রেনেড, শার্টের নিচে কোমরের ছুরিটা।

'অটোমেটিক পাইলট,' রানা বলল, 'ক্লোজ দ্য ফুয়েল সুইচেস।'

'বন্ধ করে দেব···কিন্তু···?' প্রতিবাদের দৃষ্টিতে রিয়াদ তাকাল রানার দিকে।

'শাট অফ দ্য ব্লাডি ট্যাঙ্ক!' চিৎকার করে উঠল রানা, 'গেট আপ, অ্যান্ড জাম্প!' রানা হাত বাড়িয়ে সবুজ আলোর বাটনে চাপ দিল। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল আলোর সঙ্কেত। ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ফারিয়া গর্জের পূর্বদিকে একটা সমতলে। রানা ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, শেষ ব্যক্তি রিয়াদ জাম্প করল। রানা মুহূর্তে ক্লিপ লাগাল তারে। বাইরে ঠেলে দিল নিজেকে। কানের পাশ দিয়ে বাতাস সরে যাচ্ছে। ···খুলে গেল প্যারাস্যুট। তাকাল নিচে। দেখল আরও ছ'টা প্যারাস্যুট। উপরে তাকাল, প্লেন এগিয়ে যাচ্ছে। পাইলটহীন। তারপর আর দেখতে পেল না। কিন্তু শব্দ হলো। কোথাও কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়ল লক্কর-মার্কা মস্‌কুইটো প্লেনটা। ফুয়েল শেষ, আগুন জ্বলল না।

আতাসী মাটি স্পর্শ করেই প্যারাস্যুট থেকে মুক্ত হলো। হাতে তুলে ধরল কারবাইন। জীবন্ত কমপিউটারের মত বাতাসে শুনতে চাইল পদশব্দ। মানুষের গন্ধ। এবং অন্ধকার থেকে ছুটে আসা গুলির অপেক্ষা না করে ক্ষিপ্র গতিতে ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরল একবার। চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। কোন ছায়া কেঁপে উঠল না। আতাসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। এগোল পূর্বদিকে। দেখল. এক

প্যারাস্যুটধারী গাছে আটকে গেছে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে রশি, দু'পা বেঁকে আছে সংযুক্ত অবস্থায়। ঝুলছে। আতাসী দৌড়ে কাছে গেল। ছুরি দিয়ে রশি কেটে দিল। ধপাস করে ক্যাপ্টেন মিশ্রী খান পড়ল তিরিশ ইঞ্চি নিচে, মাটিতে। পড়ে আর উঠল না, বসে রইল চোখ বন্ধ করে।

আতাসী মিশ্রী খানের কাঁধে হাত রাখল, 'বেঁচে আছেন, চাচা, চোখ খুলুন।'

উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান। গাল ভরে হাসল, 'ভাতিজা, গাছগুলো বড় বেরসিক। আর একটু হলে ফাঁসীতেই লটকে দিচ্ছিল।' অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে এল আরও একটা ছায়ামূর্তি—মার্শিয়া। আতাসী মিশ্রী খানকে ছেড়ে মার্শিয়ার কাছে গেল। শূন্যে তুলে একটা পাক দিল। এবং কোল থেকে নামাল না। মার্শিয়া নামার জন্যে ছটফট করল, কিন্তু বেদুইনের বলিষ্ঠ হাতের বন্ধন আলগা হলো না। মহাস্ফূর্তিতে হাসতে লাগল।

'ভাতিজা,' মিশ্রী খান জিজ্ঞেস করল, 'ভাতিঝি কি ট্রেইন্ড প্যারাট্রুপার?'

'হ্যাঁ। এর আগেও দু'দু'বার অ্যাসাইনমেন্টে এসেছে।'

'যাক, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ভাতিঝি আমার!' মিশ্রী খান সিরিয়াস কণ্ঠে বলল, 'তোমার কোল থেকে দৈনিক গড়ে কতবার প্যারাস্যুট ছাড়া জাম্প করতে হয়?'

প্রথম মাথায় গেল না কথাটা বেদুইনের। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে আবার একপাক ঘুরে নাচল। শূন্যে ছুঁড়ে ক্যাচ ধরল মার্শিয়াকে। বলল, 'হানিমুনটা জমছে বেশ, না, ডার্লিং?'

'আতাসী!' আবার শূন্যে ছুঁড়লে প্রতিবাদ করল মার্শিয়া।

'পড়ে হাত-পা ভাঙবে নতুন বউটার,' মিশ্রী খান ভয়ে ভয়ে বলল এবার।

'তেমন বউ আতাসী বিয়েই করে না।' চুমু খেয়ে লুফে নিল মার্শিয়াকে। বলল, 'তোমার স্বামী ভারবাহী জানোয়ার, অতএব আজকের রাতটা তাকে সেভাবেই ব্যবহার করো, অন্য কিছু যখন সম্ভব নয়।'

মার্শিয়া জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আতাসীর গলার দু'পাশ দিয়ে দু'পা নামিয়ে দিয়ে মাথার চুল আঁকড়ে ধরল। শেষবারের মত মিনতি জানাল, 'আতাসী, মেজর দেখলে রাগ করবে!'

'না, ডার্লিং, জেলাস হয়ে উঠবে,' আতাসী হাসল, মার্শিয়ার স্ল্যাকস্ আবরিত নধর উরুতে গাল ঘষল। বলল, 'প্রথম রাতের উষ্ণ সান্নিধ্য, ডার্লিং,' বলেই এগোল পূর্বদিকে।

'বুনো!' মার্শিয়া চুলগুলো মুঠো করে নেড়ে দিল।

অন্ধকারে কে যেন নড়ে উঠল সামনে। মার্শিয়া কারবাইনটা তুলে ধরল কাঁধ থেকেই। আতাসীর শিকারী চোখ অন্ধকারে গাছের ছায়া খুঁজল।

মৃদু হাসি শোনা গেল। এগিয়ে এল ফায়জা। হাতের কারবাইনটা পিঠে ফেলল। বলল, 'হুঁ, অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটা বেশ পেয়েছ, মার্শিয়া।'

লাফিয়ে নামল মার্শিয়া কাঁধ থেকে। বলল, 'চলো, এবার তোমার ঘোড়াটা খোঁজা যাক।'

'আমার ঘোড়া?'

'মেজর। মেজর মাসুদ রানা।' মার্শিয়া বলল হেসে।

পাঁচ মিনিট পর একত্রিত হলো সবাই।

ইউরেকা সেভেন।

রানা মনে মনে একটা হিসাব করে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। কিন্তু দু'মিনিট যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সবার কান খাড়া। দেখল, ওপাশের একসার গাছের আড়াল থেকে এদিকেই ছুটে আসছে একটা দল। আতাসীর কারবাইনের ব্যারেল উঠে গেল সোজা হয়ে। উঠল রিয়াদের, উঠতে গেল রানার পাশ ঘেঁষে থাকা ফায়জার কারবাইন। হাত উঠল রানার, নামিয়ে দিল ফায়জার ব্যারেল। নেমে গেল আতাসীর কারবাইন। রিয়াদ ইতস্তত করল, কিন্তু নামাল না।

সাধারণ পোশাক পরা লোকগুলো হাত নাড়ছে। গেরিলা, হাঁফ ছেড়ে রিয়াদ কারবাইন নামাল। রানা দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাত উঁচু করল।

গাছের আড়াল থেকে আরও কয়েকজন বের হয়ে এল। সবার মাথায় কালো হুড আছে, কিন্তু পোশাক নানা ধরনের। একজনের সঙ্গে আরেক জনের মিল নেই কোন। সবার মধ্যেই একটা স্ফূর্তির ভাব।

'স্টপ!' ওদের পেছন থেকে কারও কম্যান্ড শোনা গেল। সবাই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুছে ফেলেছে। বের হয়ে এল দলনেতা। সামরিক পোশাক পরনে, জর্ডানী আর্মির লোক বলে মনে হয়। সবার থেকে অন্য রকম। পোশাক ফিট-ফাট, দাড়ি শেভ করা। গম্ভীর মুখাবয়ব। উচ্চতায় কম, কিন্তু শক্তিশালী গঠন শরীরের। পকেটে অনেকগুলো ব্যাজ। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় কোমরের বেল্টে নকশা করা গোটা পাঁচেক ছুরি। রানার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বলল। 'গুড ইভনিং। আই অ্যাম ক্যাপ্টেন হাকাম।'

রানা ক্যাপ্টেন হাকাম এবং তার সঙ্গীদের দেখল। এগিয়ে গেল আরও দু'পা। বলল, 'আমি মাসুদ রানা।'

'ওয়েল কাম টু প্যালেস্টাইন, মেজর রানা। আরব প্যালেস্টাইন।' লোকটা হাসল, কিন্তু শেকহ্যান্ড করার জন্যে হাত বাড়াল না, 'আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আপনার আলো আমাদের বেশ সাহায্য করেছে।'

'ধন্যবাদ,' বলেই ফিরে তাকাল পাহাড়ের দিকে। দুঃখিত কণ্ঠে বলল, 'একটা মস্‌কুইটো প্লেন নষ্ট হলো আল-ফাতাহ্‌র।'

'আরও অনেক কিছুই এমনি হারাতে হবে।' দার্শনিক হয়ে পড়ল রানা।

'আসুন,' ইশারা করল হাকাম, 'হেডকোয়ার্টার কাছেই।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করল হাকাম। রানা ইশারা করল সবাইকে। এবং নিজে অনুসরণ করল। রানার কনুই ধরল ফায়জা। অন্য পাশে এসে দাঁড়াল আতাসী ও মার্শিয়া।

'আতাসী!' মার্শিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন ভয়ঙ্কর কিছু যে রানাও চমকে তাকাল।

দেখল, মার্শিয়া ইঙ্গিত করছে হাকামের পায়ের ছাপে। রানাও দেখল, ধুলোয় নকশা এঁকে যাচ্ছে হাকামের হিল। ফায়জা চেপে ধরল কারবাইন। ফিসফিস করে বলল, 'এ বুট ইসরাইলের আর্মি ব্যবহার করে।'

থমকে গেল পুরো দলটা। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হাকাম। এগিয়ে এল। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হলো?'

উত্তর দিল না রানা।

হাকামের চোখ কথা বলে উঠল। ওরা অনুভব করল সবার পিঠেই স্পর্শ করেছে রাইফেলের নাক। সবার রক্তে শিরশিরে এক শীতের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। রিয়াদ নড়ে উঠতে গেলে গুঁতো খেলো। রানা তাকাল মিশ্রী খানের দিকে। ভ্রূটা একটু কাঁপল মিশ্রী খানের। বেদুইনের ছোট চোখ দুটো রানার কাছ থেকে সমর্থন চাইল। মৃদু ইশারা করেই রানা দেখল হাত তুলছে আতাসী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। '...না!

বেদুইন ধরে ফেলেছে পিছনের দুই রাইফেলের ব্যারেল। প্রচণ্ড শক্তিতে দিল এক ঝাঁকুনি। একজন ছিটকে পড়ল সামনে। রাইফেলের ব্যারেল ধরে ঘুরিয়ে মারল দ্বিতীয় জনের মাথায়। গার্ডটি পড়ে গেল, যেন পুরো একটা ব্রিজ ভেঙে পড়েছে মাথায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটল সব।

'ডোন্ট শূট!' হাকাম চিৎকার করে বলে উঠল গার্ডদের উদ্দেশে। থতমত খেয়ে ওরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসীর উপর। আতাসী দু'জনকে ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। উঠে দাঁড়াল। এবং বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের উপর। হাকাম বন্য চিৎকারে বলল, 'নাউ, আই উইল শূট ইউ!'

'করো গুলি,' রানা বলল, 'আরব ক্যাম্পে গিয়ে আরবদের হাতে গুলি খাওয়ার চেয়ে এখানে গুলি খাওয়াই ভাল।' চমকে গেল হাকাম।

রানা মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তাকাল হাকামের দিকে, বিভ্রান্ত চেহারা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। রানা হুকুম করল, 'আতাসী, উঠে এসো।'

ক্ষিপ্তভাবে উঠে দাঁড়াল বেদুইন। নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল রানার সামনে, চিৎকার করে বলল, 'বস্, ঠিকই বলেছেন, কুত্তার মত মরার চেয়ে এখানে লড়ে মরাই হাজার গুণে ভাল।' বাঁ চোখটা টিপল আতাসী, সব বুঝে ফেলেছে সে।

'বি কেয়ারফুল,' রানা আস্তে করে বলল। আতাসীর চারদিকে ছ'জন রাইফেল টার্গেট করে দাঁড়িয়ে আছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

হাকাম এগিয়ে এল। হাতে পিস্তল না, একটা ছুরি। ছুরিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষল।

'ক্যাপ্টেন, এল্লাল মারা গেছে। হাসরতের জ্ঞান ফিরতে দেরি লাগবে,' সৈনিকদের একজন বলল।

'তোমাকে খুন করব, আরব কুত্তা।' হাকাম আতাসীর উদ্দেশে বলল।

'বস্, এ দেখছি আমাদের মত কথা বলে। আরব হয়ে আরবদের ওপর মুখ খারাপ করছে!' আতাসীর চোখে নকল বিস্ময়।

'চুপ!' চিৎকার করে ওঠে হাকাম 'তোমাকে আমি একদিন খুন করবই। এবং

নিজের হাতে।'

আতাসীর হাতের একটা থাবা পড়ল হাকামের চোয়ালে। সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল হাকাম। রাগে চোখ বুজে এল। দেখল আতাসীকে। ছুরিটা রেখে দিল খাপে। তাকাল রানার দিকে, 'আপনি নেতা। কিন্তু বড় নীরব নেতা।'

'ধরা পড়ে গেছি শত্রুর হাতে, এখন নেতৃত্বের কি দাম?' রানা বলল বিষণ্ন কণ্ঠে, 'কিন্তু আপনি এত মার খেয়েও চুপ থাকছেন কেন? আপনাকে কি জানানো হয়নি যে আমরা পলাতক আরব?'

কথা বলল না হাকাম। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ফলো মি।'

'কোথায়?'

রেগে-মেগে ঘুরে দাঁড়াল হাকাম। বলল, 'ক্যাম্পে। আমরা আরব নই। কিন্তু আপনি একজন মেজর। আপনার বোঝা উচিত, এসব ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধান হতে হয় আইডেনটিটি সম্পর্কে শিওর না হওয়া পর্যন্ত।'

'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' রানা বলল, 'কিন্তু এখন যখন আমাদের পরিচয় পেয়েছেন তখন রাইফেল নিয়ে একটু দূরে দূরে থাকতে বলবেন আপনাদের লোকদেরকে।'

'কিন্তু তার আগে আপনারা আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো সারেন্ডার করুন।'

'না।' রানা কারবাইনটা পিঠে ঝুলিয়ে রাখল। ওয়ালথার পি. পি. কে.-র অবস্থান অনুভব করল শার্টের ভিতর।

'আমি কেড়েও নিতে পারি, মেজর।'

'কিন্তু তার জন্যে তোমাকে একজন মেজর হত্যার অপরাধে কোর্ট মার্শালে দাঁড়াতে হবে,' বলল আতাসী।

আতাসীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কোন কথা না বলে এগিয়ে চলল হাকাম। সবাই অনুসরণ করল ওকে। পেছন পেছন দু'জন গার্ডের কাঁধে দুটো দেহ। একজন মৃত, অন্যজন অজ্ঞান।

মার্শিয়া আতাসীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি একটা কি! ওরা যদি গুলি করত?'

'তুমি বিধবা হতে বাসর রাতেই!' আতাসী টান মেরে কাঁধে তুলে নিল মার্শিয়াকে।

বিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা পৌঁছল ক্যাম্পে। হাকামের পিছন পিছন চলল কম্যান্ডিং অফিসারের ঘরে।

এক স্কুল বাড়িকে এরা আউট-পোস্ট বানিয়েছে।

ঘরটা সাদাসিধে। একটা ফোল্ডিং টেবিল ঘিরে কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার। কিন্তু রানা ঘরটা দেখল না। দেখল চেয়ারে বসা কর্মরত অফিসারকে।

'মেজর রানা, এই যে আমাদের কম্যান্ডিং অফিসার,' হাকাম বলল।

রানার চোখ আটকে গেল অফিসারের ব্যাজে। ইসরাইলী আর্মির কর্নেল।

রানা হাসল গাল ভরে।

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। নিভে যাওয়া চুরুটটায় আগুন ধরিয়ে বলল, 'আমার নাম জেকব ওয়াইল্ডার।' দেখল রানার ব্যাজহীন ইউনিফর্ম, 'আমাদেরকে দেখে একটু অবাক হয়েছেন কি?'

রানা হাসির সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন আহ্, বাঁচা গেল। বলল, 'আমরা বিস্মিত এবং আনন্দিত, কর্নেল ওয়াইল্ডার।'

অবাক হয়ে তাকাল কর্নেল।

'এত খুশি বোধ হয় জীবনে হইনি,' আবার বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। হাকামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করল, 'কিন্তু তুমি কে?' ফিরল কর্নেলের দিকে, 'এ লোকটা কে, কর্নেল ওয়াইল্ড?'

এগিয়ে এল হাকাম। বলল, 'স্যার, এরা আমাদের একজন লোককে খুন করেছে।'

'কী!' কর্নেল চমকে উঠল। একটু আগের সহজ ভাবটা উধাও হলো।

রানা অস্বীকার করল কর্নেলের অভিব্যক্তি। আবার তাকাল হাকামের দ্বিধান্বিত মুখে। প্রশ্ন করল, 'হু আর ইউ?'

রানার কঠোর কণ্ঠে একেবারে বিভ্রান্ত দেখাল হাকামের মুখটা। বলল, 'আরব আনসার।'

'আনসার?'

'ওরা তাই দাবি করে,' বলল কর্নেল, 'ওরা আমাদের আশ্রয়দাতা আরব। কিছু আরব বহিরাগত ইহুদীদের আশ্রয় দিত...'

'তাই ডিপ্লোমেটিক নাম,' রানা হাসল, 'আসলে এরা টাকা-খাওয়া বিশ্বাসঘাতক, অন্তত আরবদের চোখে।'

'সাবধান, মেজর রানা!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে হঠাৎ বলল হাকাম। ওর হাত একটা ছুরির বাঁটে চলে গেছে।

হাতের ইশারা করল কর্নেল। এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'বলল, 'আপনি একটা বিশেষ মিশনের নেতা। কিন্তু মানুষের মান-সম্মান সম্পর্কে সচেতন নন।'

'বিশেষ মিশন!' আকাশ থেকে পড়ল যেন রানা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্পেশাল মিশন তো বটেই, তবে একটু অন্য ধরনের।'

'বিশেষ মিশন না?' কর্নেল বলল, 'আপনি কি করে অনুমান করলেন, আপনাকে ওয়েল-কাম করার জন্যে অপেক্ষা করছি?'

'আপনাদেরকে আমরা এক্সপেক্ট করিনি। করেছিলাম আরবদের। আল-ফাতাহ্র।'

'হোয়াট!' কর্নেল রানার চোখে ভয়ঙ্করভাবে তাকাল।

'হ্যাঁ!' রানার গলা একটুও কাঁপল না, 'আমরা জানতাম, আরবরা আমাদের খুঁজবে। সেজন্যেই খুন হয়ে গেল হাকামের লোকটা। আমরা আরব ভেবে ভয় পেয়েছিলাম। ওরা আরব বলে পরিচয় দিয়েছিল প্রথমে।'

রানার দিকে তাকিয়ে রইল কর্নেল। এক মিনিট কোন কথা বলল না। বসল

চেয়ারে। তারপর নীরবতা ভেঙে বলল, 'সব কথা একটু গুছিয়ে বলুন।'

'একটা বগা খাও, ভ্রাতজা।' মিশ্রী খান আতাসীর দিকে এগিয়ে ধরল প্যাকেটটা।

একটা সিগারেট নিল আতাসী। প্যাকেটটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তোমার মুলুকের সিগারেট?'

'হ্যাঁ।' ফস করে দেশলাই জ্বালল, 'স্পেশাল ব্র্যান্ড।'

'বেশ দামী মনে হচ্ছে?'

'আর বোলো না, ভাতিজা।' আগুন দিল আতাসীর সিগারেটে, 'এই খাওয়া নিয়ে বউ-এর সঙ্গে ডিভোর্স হবার জোগাড়।'

'এই এক্সপেন্সিভ বদ অভ্যাসটা ওকে করাচ্ছ কেন, চাচা?' ফায়জা বলল, 'ওরা কেবল মাত্র বিয়ে করেছে।'

'এক্সপেন্সিভ!' মৃদু হাসল মিশ্রী খান, 'এর একটা খেলে ওর বউ ওকে তিনদিন চুমু খেতে দেবে না। ওরা একটু বেশি খাচ্ছিল আজ। আমি এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। এটা চুমু নিবারক এক্সপ্লোসিভ।'

লজ্জা পেল মার্শিয়া। আতাসী সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখটা মার্শিয়ার দিকে এগিয়ে দিল।

ঠিক তখনই কোথাও থেকে ভেসে এল রবাবের একটা সুর।

'রবাব বাজায় কে?' ফায়জা কান খাড়া করল।

মার্শিয়া সরিয়ে দিল আতাসীর মুখ। আতাসী কান খাড়া করে বলল, 'রেডিও।'

'রেডিও? তবে ওদের সেটটা বেশ পুরানো। আর ভাঙা,' মিশ্রী খান বলল, 'সেটটা বদল করা উচিত।'

'কথা না বলে আমাদের শোনা উচিত,' বলল রিয়াদ। কণ্ঠস্বর বেশ উগ্র।

'কিয়া ভাতিজা, রবাবের বাজনা শুনতে শুনতে মায়ের দুঃখটা মনে করার চেষ্টা করো। বেচারী বড় দুঃখ পাবেন।'

'মানে?'

'ভাতিজা, কাঁচা বয়স। ও বয়সে ওরকম মেজাজ আমারও ছিল। কিন্তু আতাসীর মত লোকদের সামনে ওটাকে মনে মনেই রাখতাম।'

ভয় পেল রিয়াদ। না মিশ্রী খানের কথায় না, শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে। অন্ধকার সার দেয়া জানালায় চোখ আটকে গেল। জানালার অন্ধকারগুলো আধা অন্ধকার। কেমন যেন লাগে।

'ছ'টা অন্ধকার জানালা,' রিয়াদ বলল, 'ওদিক থেকে আসছে সুরটা।'

'ছ'টা কালো জানালা। ছ'জন কালো লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ছ'টা মেশিনগান,' আতাসী আস্তে আস্তে স্বগত কণ্ঠে বলল।

নীরবতা নেমে এল। সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আশ্চর্য!' রানার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল কর্নেল, 'এরকম অদ্ভুত ঘটনা খুব একটা শুনিনি, মেজর রানা।'

'আপনি একটাও শোনেননি, কর্নেল!' রানা বলল, 'এটা হলফ করে বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, পারেন, বলতে পারেন।' কথার তালে তালে সিগারেটটা ঠুকল টেবিলে, 'আপনি একজন মেজর হয়ে পরিচালনা করেছেন পুরো একটা চোরাই কারবারের রিং। এই হেরোইন-ক্রেতা ছিল কারা?'

'অনেকে। আমরা নিজের হাতে বেচতাম না, আমাদের এজেন্টরা ওসব ঝামেলা করত,' রানা বলল, 'শেষের দিকে এসব বাইরের এজেন্টরাই আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে।'

'আপনার সবকিছু গল্পের মত মনে হচ্ছে।'

'অথচ আমার ধারণা ছিল ইসরাইলী দুটো এসপিওনাজ সিস্টেমই তাদের বিজয়ের কারণ। মিশরীয় সেনা-বাহিনীর মধ্যে আমার নাম ইদানীং লিজেন্ডের মত হয়ে উঠেছিল। আমি ধারণা করেছিলাম, সে খবর এবং আমার নামটা পৌঁছে গেছে আপনাদের কাছে...'

'সেই সাহসে গ্রেফতার হয়েই গার্ডদের হত্যা করে, লুকিয়ে এসপিওনাজ মিশন রওনা হবার কথা শুনে, তাদের বদলে তাদেরই জন্যে রাখা প্লেন দখল করে পালিয়ে আসেন?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'মিশন এল ঠিকই, কিন্তু লোক বদল হয়ে।'

জরিপ করল রানাকে কর্নেল তীক্ষ্ণ চোখে, জিজ্ঞেস করল. 'আপনার ব্যাজ?'

'আমিই ভয়ে খুলে ফেলেছিলাম।'

'প্লেন ল্যান্ড না করিয়ে ক্র্যাশ করালেন কেন?'

'প্লেনে তেল ছিল মাত্র তিনভাগের একভাগ। ক্র্যাশ করার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তেল শেষ হওয়াতে...'

'হাকামের লোককে হত্যা করলেন কেন?'

'হাকাম নিজেকে আরব বলে পরিচয় দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, প্লেনে যাদের আসার কথা ছিল তাদের জন্যে হাকাম অপেক্ষা করছে। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, এখানকার আরবরা জেনে গেছে প্লেন চুরির কথা, আমার পালানোর কথা। আমরা আসলে পালাতে চেয়েছিলাম, ল্যান্ড করার ইচ্ছে ছিল বাহরাইনে। আমরা কারও হাতেই বন্দী হতে চাইনি।' শেষের দিকে রানার কণ্ঠস্বর বেশ করুণ হয়ে উঠল, 'আরবদের হাতে তো নয়ই।'

চুপ করে বসে পুরো একমিনিট চুরুট টানল কর্নেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মেজর, আপনি বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।'

রানা বাইরে এসে আরবীতে সবার উদ্দেশে বলল, 'তোমরা কেউ আরবী ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানো না। অথবা বোবা। কর্নেল ব্যাটা জার্মান-ইহুদী। আরবী জানে না। ওর একটা প্রশ্নও বোঝার চেষ্টা করবে না।'

'কি বললেন, ওস্তাদ?' মিশ্রী খান আরবী না বুঝে প্রশ্ন করল।

'বললাম, তুমি আরবী ছাড়া অন্য ভাষা বোঝো না,' রানা এবার ইংরেজিতে

বলে একটু হাসল।

'স্যার?'

রানা তাকাল সার্জেন্ট রিয়াদের দিকে। রিয়াদ বলল, 'আমরা কিন্তু আসলেও কিছু জানি না। সব কিছুই তো আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে এবং হচ্ছে।'

রানা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রিয়াদের চোখে। তারপর বলল, 'দ্যাটস গুড। তুমি ইচ্ছে করলেও একটা কথা বলতে পারবে না, সার্জেন্ট রিয়াদ।'

সরে এল রানা। বেরিয়ে এসেছে কর্নেল ওয়াইল্ডার ও হাকাম। ওরা কাছে আসতেই রানা বলল, 'আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছু খেতে দিন। আর কিছু না হলেও অন্তত এক বোতল করে বিয়ার দিন।'

কর্নেল হাসল। কানটা একটু খাড়া করল। 'হ্যাঁ, খাবারের সময় আরবীয় সঙ্গীত নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন আপনারা।'

রবাব বাদকের পরনে আলখেল্লা, মাথায় হুড। দাড়ি অযত্নে রাখা। চোখে কালো চশমা। তার পাশে বসা একটি মেয়ে। তার পরনেও আরবী পোশাক। রেশমের মত লালচে চুল ছেড়ে দেয়া। সেমিটিক চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো ভাসাভাসা ও বিশাল। সবার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পায়ের শব্দে বাদক বাজনা থামিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে ধরল মেয়েটির হাত।

হাকাম এগিয়ে গেল ওদের কাছে। বলল, 'মনসুর, আমাদের কয়েকজন বন্ধু আজকে তোমার গান শুনবে।'

মেয়েটির হাত ধরে উঠে দাঁড়াল বাদক।

হাকাম বলল, 'সামিরা, এ হচ্ছে মেজর রানা।'

দু'পা এগিয়ে এল সামিরা। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল, চোখে যে ভাষা ফুটে উঠল তা হচ্ছে ঘৃণা, আক্রোশ, ক্রোধ।

হাকাম বলল, 'সামিরা, ওরা আমাদের বন্ধু।'

'বন্ধু?' সামিরার হাত উঠে এল মুহূর্তে। পড়ল রানার গালে, 'আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আরবদের। তুমি আবার বিশ্বাসঘাতক আরব।'

'সামিরা!' হাকাম সরিয়ে নিল সামিরাকে।

রানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামিরা আবার আগের বেঞ্চে বসে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। চোখের বন্য চাউনি মুছে গেল না।

'ক্ষমা করবেন, মেজর। এখানে নতুন আরব কাজ করতে এলেই সামিরা খেপে যায়, এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল।'

'খেপে যায়!' রানা অবাক হলো, 'কেন?'

'ও কিং ফারুকের বংশধর। নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ ওদের সিংহাসনচ্যুত করেছে, এটা ওর ধারণা।'

'মাথা খারাপ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, তবে একটু ওয়াইল্ড,' কর্নেল বলল। 'ও প্যারিসে বুজার্ট একাডেমী থেকে আর্টে ডিগ্রী নিয়েছে। চাচার কাছে মানুষ। বাবা-মাকে নাকি জেনারেল নাসেরের

সৈন্যেরা হত্যা করেছিল কায়রোর রাজপথে। ও তখন ছোট। ওর ভাই ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

'মনসুর ওর ভাই?'

'হ্যাঁ,' কর্নেল বলল, 'জন্মান্ধ। কথাও বলে না। বোনই ওর চোখ, ওর জীবন। ভাইয়ের জন্যে বোনের এরকম ত্যাগের আর কোন নমুনা আছে বলে মনে হয় না।'

সবাই নীরবে খেতে বসল। মনসুর ও সামিরা আগের জায়গাতেই বসে রইল। সার্ভ করা হলো এক ধরনের ধূসর রঙের স্টু। রানা ফর্ক রেখে শুধু চামচ ধরল। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝল, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম স্টু। লাল ওয়াইন ঢেলে নিল লেবেলহীন জার থেকে। সিপ করল। ফায়জাও হাত গুটিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। রানা একটা গ্লাসে সামান্য মদ নিয়ে পানি মিশিয়ে এগিয়ে দিল ওর দিকে। ইতস্তত করে ফায়জা হাতে নিল। চুমুক দিয়ে হাসল। মিশ্রী খান ফলগুলো ধ্বংস করতে লেগে গেছে। মার্শিয়া সাহায্য করছে আতাসীকে। আতাসী দু'প্লেট শেষ করে তৃতীয়টার জন্যে অপেক্ষা করছে আপেল খেতে খেতে। খাচ্ছে না দু'জন, রিয়াদ আর নাগিব। ওরা একভাবে দেখছে সামিরাকে। রানা মৃদু হেসে তাকাল কর্নেলের দিকে, ওদের দিকে ইঙ্গিত করল, কর্নেলও হাসল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওদের দোষ নেই, মেজর। আমার চোখে এমন সুন্দরী মেয়ে আর পড়েছে কিনা সন্দেহ।' কথাটা রিয়াদের কানে যেতেই ফিরে তাকাল কর্নেল ওয়াইল্ডার ও রানার দিকে। কর্নেল বলল, 'লাভ নেই, সার্জেন্ট রিয়াদ। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। না, কোন পুরুষের সঙ্গে না, কোন ব্যক্তির সঙ্গে না, একটা আদর্শের সঙ্গে।' কর্নেল গ্লাসে সিপ করল। 'আদর্শটা হচ্ছে ডেথ অভ ফেদাইনস্।'

মনসুর রবাব তুলে নিয়েছে আবার। করুণ একটা গুনগুনানি ভরে তুলল ঘর। আতাসী খাওয়া থামিয়ে তাকাল রানার দিকে।

কর্নেলের হাতে এক সৈনিক এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। বাঁ হাতে চোখের সামনে ধরল কাগজটা। বলল, 'মেজর রানা, আপনাদের প্লেনটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ট্যাঙ্কে তেল পাওয়া যায়নি।'

'আমার কথাতেই আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু সেটা সামরিক নিয়ম নয়,' কর্নেল বলল, 'আচ্ছা, মেজর রানা, জেনারেল সাবরীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

'জেনারেল সাবরী কে?'

'সাবরীর নাম শোনেননি, মেজর!' হাসল কর্নেল, 'আপনি স্মাগলিং ছাড়া আর্মির কোন খবরই রাখেননি দেখছি। জেনারেল সাবরী তরুণ আরবের প্রতীক। জেনারেল এখানে ফারিয়া নদীর ওপারে পাহাড়ের ফাঁকে আটকা পড়েছে পুরো এক ডিভিশন ফেদাইন এবং সিরিয়ান আর্মির কিছু লোক নিয়ে। দু'মাস ধরে ওরা বসে আছে। আশ্রয় নেই, অস্ত্রের সাপ্লাইও বন্ধ। এবার ওরা আত্মসমর্পণ করবে হয়তো।'

'পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'সম্ভব নয়,' কর্নেল বলল। 'উত্তরে পাহাড়, পশ্চিমে পাহাড়। একমাত্র উপায় ফারিয়া ব্রিজ অতিক্রম করে পূর্বদিকের সমতলে নেমে পড়া। কিন্তু জঙ্গলে রয়েছে

জেনারেল ওটেনবার্গের দু'টি ডিভিশন।

'গিরিপথ নেই?'

'আছে, দুটো,' কর্নেল বলল। 'কিন্তু ওদিকে ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এইট্‌থ্ রেজিমেন্ট। ওয়ান অভ দ্য বেস্ট কমব্যাট ট্রুপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

'তবে আর কি! শালারা ওখানে শৈল-নিবাস বানিয়ে বিশ্রাম নিলেই পারে,' মিশ্রী খান বলল, 'সারেন্ডার করছে না কেন?'

'পাগল,' একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কর্নেল, 'ওরা, এই ফেদাইনরা আসলে বদ্ধ পাগল। পাগল না হলে সাত হাজার লোক প্রাণ দিতে চাইবে কেন অকারণে?'

'আমরা সবাই পাগল। উত্তর গিরিপথ দিয়ে এইট্‌থ্ রেজিমেন্ট এগুবার চেষ্টা করছে,' অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললেন জেনারেল সাবরী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে আক্রমণ প্রতিরোধকারী ট্রুপের মেজর আদেল। জেনারেলের চোখ উত্তরের গিরিপথে। বললেন, 'তুমিও পাগল, আদেল, নইলে এক সপ্তাহ আগেই তোমরা এ পজিশন ত্যাগ করে পিছনে হটতে।'

'কিন্তু, স্যার, আপনি জানেন, এভাবে এখানে ফিরে আসার মানে কি?' অন্ধকারে মেজর আদেলের কণ্ঠ কেঁপে গেল, 'একজন জেনারেলের পক্ষে এভাবে শত্রু বেষ্টিত অঞ্চলে শত্রু-দেশের মাটিতে প্যারাস্যুটে নামাটা...'

থেমে গেল মেজর আদেল। কয়েক হাত দূরে একজন ফায়ার করল অন্ধকারের উদ্দেশে। তাকিয়ে দেখলেন জেনারেল। কৈশোরোত্তর যুবক। উঁকি দিচ্ছে পাথরের ফাঁক দিয়ে দূরে। মেজর বলল, 'কেউ আসছিল?'

'সেরকম মনে হয়েছিল, স্যার।'

'কত গুলি আছে তোমার কাছে?'

'সাতটা।'

'এরপর গুলি করার আগে আরও শিওর হয়ে নেবে,' মেজর ফিরে দাঁড়াল জেনারেলের দিকে, 'আমরা এভাবে ওদের আরও একদিন বা দু'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব। জর্ডান যদি জর্ডান নদীর দিকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়...'

'লাভ নেই, আদেল। জর্ডান আমাদের অবিশ্বাস করে। কিং হুসেন মনে করে রাজতন্ত্র আমাদের হাতেই খতম হবে। তাই ভয় করে। ওরা সমস্ত জর্ডান ইসরাইলের হাতে তুলে দেবে শুধু সিংহাসনটার বিনিময়ে,' জেনারেল বললেন, 'তাই ফিরে এলাম। এভাবেই আমাদের লড়াই করতে হবে। তাছাড়া, তুমি পাগল বলেই সাত হাজার সৈন্যের চেয়ে একজন জেনারেলকে মূল্যবান মনে করছ।'

একটা মর্টার এসে পড়ল পাথরের গায়ে। ব্লাস্ট করল। চিৎকার করে উঠল একজন ফেদাইন। মেজর এগিয়ে গেল। দেখতে চেষ্টা করল দূরের গিরিপথ। দেখল এগিয়ে আসছে একদল সৈন্য। ওরা সাবধান হচ্ছে না। ওরা জেনে গেছে, এদের সব শেষ। আবার ফায়ার হলো মর্টার। মেজর আদেল ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন মেশিনগানারের পাশে। চেপে ধরল মেশিনগানের ট্রিগার। চিৎকার করে বলল, 'ফায়ার...'

এরা একসঙ্গে ছুঁড়ে মারল কতগুলো হ্যান্ড-গ্রেনেড।

পাঁচ মিনিট পর মেজর হাত তুলে ফায়ারিং থামাল। ও পক্ষ নীরব।

জেনারেলও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাতে ওরা আবার হানা দেবে?' চোখ গিরিপথের মুখে।

'না,' মেজর আদেল বলল, 'ওরা দুঃসাহসী যোদ্ধা। কিন্তু...'

'পাগল না,' হাসলেন জেনারেল সাবরী, 'তাই কি?'

'হ্যাঁ, পাগল না।'

একজন ফেদাইন দৌড়ে এসে দাঁড়াল মেজর আদেলের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সাতজন মৃত, পনেরো জন আহত...'

'ওদের নিয়ে যাও,' মেজর ফিরে দাঁড়াল, 'স্যার, আমাদের হস্‌পিটাল আজ সকালে বম্ব দিয়ে ওরা উড়িয়ে দিয়েছে।'

স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জেনারেল সাবরী বললেন, 'ওদেরকে তবে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও, অন্তত যারা হেঁটে যেতে পারবে।'

'যারা উঠে দাঁড়াতে পারে তারা মেশিনগান নিয়েই দাঁড়াবে। ওরা ওয়ার-ফিল্ড ছেড়ে যাবে না,' মেজর বলল, 'ওরা মৃত্যু পণ করেই এখানে এসেছে।'

'ডাক্তার নেই, অ্যামিউনিশন শেষ, খাবার নেই, আশ্রয় নেই, তবু ওরা যুদ্ধ ত্যাগ করবে না!' জেনারেল সাবরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বেশি পাগল, মেজর? আমি, না ওরা?'

উত্তর দিতে পারল না মেজর। জেনারেল সাবরী এগিয়ে গেলেন অন্ধকারের দিকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন। দেখলেন মেজর আদেলের বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। হাত তুললেন জেনারেল, 'আমি কর্নেল বেগের পোস্টে যাচ্ছি নদীর দিকের অবস্থাটা দেখতে।'

তিন

একটা সিগারেট ধরাল রানা। একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে কনুইতে ভর দিয়ে। বলল, 'সাত হাজার সৈন্য এভাবেই মরবে? এই আলতারিকই ওদের সমাধি?'

কর্নেল ওয়াইল্ডার চুরুটটা নামাল মুখ থেকে। একটু ভেবে বলল, 'শেষ চেষ্টা ওরা করবে। মরণ-ছোবল ওরা দেবেই। কিন্তু মৃত্যুই ওদের ভাগ্যের একমাত্র লিখন।'

'কিন্তু সাত হাজার সৈন্য তো পালিয়ে যেতে পারে?'

'হ্যাঁ, ফেদাইনদের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই,' কর্নেল স্বগত কণ্ঠে বলে চলল, 'আমি অনেক যুদ্ধ করেছি। কোরিয়ার ওয়ারে আমেরিকান জি. আই. হিসেবে গিয়েছিলাম। ইতিহাস পড়েছি, অনেক দেখেছি। কিন্তু, মেজর রানা, স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক যুদ্ধ সম্ভব। কিন্তু ওরা পাগল। আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি

না ওদের পুরো ডিভিশনটা কোন্‌দিক দিয়ে এগোবে···পাগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন নিয়ম নেই। কিছু কিছু পালাবেই···'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'ছড়িয়ে পড়বে পুরো ইসরাইলে, আগে যেভাবে ছিল। ইসরাইল ওদেরই দেশ। এদেশের কোথায় কি আছে সব ওদের নখ-দর্পণে।'

ঘড়ি দেখল আতাসী। বলল, 'মেজর রানা, আমরা ঘুমোতে যেতে পারি?'

কর্নেল তাকাল আতাসী ও মার্শিয়ার দিকে। রানা বলল, 'ওদের বিয়ে হয়েছে গতকালই। অথচ প্রাণের ভয়···'

'আপনাদের বাসর রাতটা আরও একদিন পিছিয়ে দিন, লেফটেন্যান্ট আতাসী,' কর্নেল বলল, 'আজকে আপনাদের কাছ থেকে একটা খবর আমার চাই: কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করবে ওরা। এখান থেকে দশ কিলোমিটার হবে আল-ফাতাহর গোপন পোস্ট। ওদেরই রিসিভ করার কথা আপনাদের। অতএব আপনারাই যে খাঁটি আরব মিশন এটা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবেন। আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু খবর সংগ্রহ করে আউট পোস্টে যোগাযোগের নাম করে পালিয়ে আসবেন এখানে। খুবই সহজ কাজ।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ি?' ভয়ে ভয়ে বলল মিশ্রী খান।

'ওরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে বিশ্বাসঘাতকদের, কর্নেল ওয়াইল্ডারের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। 'না গেলে কতকগুলো হেরোইন স্মাগলারকে আমারও কোন কাজে লাগবে না। হাকাম আপনাদের হাতে পেলে খুশিই হবে।'

নীরবতা নামল ঘরে। আতাসী ও মিশ্রী খান তাকাল রানার দিকে। রানা একমনে সিগারেট টানছে, এক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে। বলল, 'আমি রাজি, কর্নেল ওয়াইল্ডার।'

'গুড,' আবার হাসি দেখা গেল কর্নেলের মুখে। ডাকল, 'মনসুর···'

'মানে?' রানা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'গাইড,' কর্নেল রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'আপনি একা রাতের বেলায় খুঁজে বের করতে পারবেন না ওদের ক্যাম্প। তাছাড়া ফেদাইনদের গোপন ছুরি খাবারও ভয় আছে। কিন্তু মনসুর আর সামিরা ওদিকের প্রতিটা পাথর চেনে। আর ওরাও চেনে এদের।'

'ছুরি মারে না?'

'না। এরা দু'জন আশ্চর্য ম্যাজিক জানে। আর হ্যাঁ, অনায়াসেই ওরা যেভাবে ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যায়। কেউ ওদের বাধা দেয় না,' কর্নেল বলল, 'এ দেশটা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সবাই এরা বিশ্বাস করে, ওদের কিছু হলে ঈশ্বরের অভিশাপ লাগবে।'

'কিন্তু ওরা কি করে জানবে, আমরা কোথায় যাব?'

'ওরা জানে,' বলল কর্নেল, 'আপনি আপনার লোকদেরকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করুন।'

রানা সবাইকে নিয়ে বাইরে এল। দশ মিনিট পর মনসুর আর সামিরা বেরিয়ে এল কর্নেল আর হাকামের সঙ্গে। সামিরার পিঠে মনসুরের হাত। কর্নেল বেশ আরাম করে চুরুটে টান দিচ্ছে।

একটা লরি এসে দাঁড়াল। লরি ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল জনা-ছয়েক সৈন্য। তিনজন ইউরোপীয়, তিনজন এ-দেশী।

রানা নির্দেশ দিল সবাইকে উঠতে। ফায়জাকে তুলে দিল কোমর ধরে। শেষে নিজেও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল আগের ছ'জন সৈন্য। রানা তাকাল কর্নেলের দিকে, 'ওরা কেন?'

'সাত কিলোমিটার পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'এদিকে তো আরব আক্রমণের সম্ভাবনা নেই?'

'না, কিন্তু গেরিলারা লরি আক্রমণ করতে পারে,' কর্নেল বলল, 'এরা লরি ফিরিয়ে আনবে।'

রানা কিছু বলতে পারল না।

কর্নেল বলল, 'কাল দুপুর নাগাদ আপনারা ফিরে আসবেন, আশা করছি।'

'যদি আরবরা বাঁচিয়ে রাখে,' রানা বলল।

রওনা হলো গাড়ি।

গমন-পথে তাকিয়ে রইল কর্নেল ওয়াইল্ডার। একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'অদ্ভুত লোক এই মাসুদ রানা। আমার তিরিশ বছরের আর্মি-লাইফে এমন ধূর্ত লোক আর দেখিনি।'

পাশে দাঁড়ানো হাকাম হাত রাখল ছুরির বাঁটে। বলল, 'ধূর্ত লোকটা চাই না। আমি চাই ওই ষাঁড়ের মত লোকটার পেটে সাতইঞ্চি স্টেইনলেস্ স্টিলেটোটা ঢুকিয়ে দিতে।'

'সে-সুযোগ তুমি পরেও পাবে,' কর্নেল গম্ভীর হলো, 'ওরা চোখের আড়ালে চলে গেছে। এবার তুমিও রওনা হও।'

হাকাম নড করে মুখের ভিতর আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ সিটি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা গেল। বালি উড়িয়ে একটা জীপ এসে থামল সামনে। লাফিয়ে উঠে বসল হাকাম ড্রাইভারের পাশে। মুহূর্তে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল লরির পিছু পিছু।

ভিসুভিয়াসের মত ধোঁয়া বেরোচ্ছে আতাসীর মুখ থেকে। সিগারেট টানছে আতাসী। কাউকে বগা অফার করেনি মিশ্রী খান। মন মেজাজ ভাল না। চুপচাপ ঢুলছে।

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে মার্শিয়া। কাঁধে রাখা চোখ-বোজা মুখটা দেখল আতাসী। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। পায়ের কাছে ফেলল সিগারেট। আরও একটু কাছে টেনে নিল মার্শিয়াকে।

ঢুলছে ফায়জা। একহাতে ধরা কারবাইন। অন্য হাতটা রাখা রানার উরুতে। ঢুলছে নাগিব, রিয়াদ। প্রায় ঘুমোচ্ছে সামিরা ও মনসুর।

ঢুলছে না রানা। লরির ক্যানভাসে মাথা হেলান দিয়ে দেখছে। রানা দেখল দু'জন গার্ডকে। ওরা ক্যানভাসের ফুটো দিয়ে বাইরের দিকে দেখছে। ওরাই সবচেয়ে জাগ্রত।

স্বাভাবিক। রাতের গার্ড ওরা। কিন্তু রানার স্মরণে এল গত কয়েকটা রাত। মিত্রা সেন, চিত্রা সেন, ড. সাঈদ, রিকার্ডো, কোসা-নোস্ট্রা। তারপর আজ। ছুটিটা কাটছে মন্দ না। বুড়োর পেটে এতোও ছিল। মনে পড়ল সোহানাকে।

পাহাড়ী পথ ধরে খুব সাবধানে এগোচ্ছে লরি। আরও সাবধান হয়ে গেল। গার্ডরা নীল-ডাউন হয়ে রাইফেল সাব-মেশিনগান অ্যাকশন পজিশনে আনল।

আরব-শক্তির আওতায় প্রবেশ করল গাড়ি।

আতাসী তাকাল রানার দিকে। রানা নির্বিকার।

হঠাৎ লরি থামল ঝাঁকুনি খেয়ে। নাগিবের কারবাইন পড়ে গেল ছিটকে। চোখ মেলল সামিরা। অন্ধ ভাইয়ের হাত ধরল।

হাকামের লোকগুলো লাফিয়ে নামল। ছুঁচাল দাড়িওয়ালা লোকটা, ট্রুপ লীডার, ইশারা করল রানাকে। রানা ইশারা করল আতাসী ও মিশ্রী খানকে। এবং নেমে পড়ল লাফিয়ে। নামাল ফায়জাকে। আতাসী নামল। মার্শিয়াকে নামাল। হাত বাড়িয়ে দিল মিশ্রী খান। আতাসী মিশ্রী খানকে টান মেরে ফেলল মাটিতে। ককিয়ে উঠল সে, 'ভাতিজা!'

সবশেষে এগিয়ে এল মনসুর ও সামিরা। আতাসী মনসুরকে শূন্যে তুলে সযত্নে নামাল। রিয়াদ এগিয়ে গেল, হাত বাড়াল সামিরার দিকে। নামতে গিয়ে থমকে গেল সামিরা। বাঁ হাতে সরিয়ে দিল রিয়াদের হাত। নিজেই নামল। নেমে হাত ধরল মনসুরের। তাকাল রানার দিকে। শীতল দৃষ্টি। মাথাটা একটু নেড়ে পা বাড়াল সামনে। হাকামের লোকগুলোর দিকে ফিরতেই রানা দেখল ওরা লরিতে উঠে পড়েছে।

ওরা সামিরাকে অনুসরণ করল।

লরিটা বাঁক নিয়েই রাস্তা ছেড়ে গাছের সারির ভেতর ঢুকে থেমে গেল। লরি থেকে লাফিয়ে নামল ছুঁচাল দাড়িওয়ালা গার্ড ও আরেকজন। গাড়ি আবার রাস্তায় উঠে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। গার্ড দু'জন গাছের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল উল্টো দিকে। আগের পথে।

আরও সামান্য দূরে গাছের ছায়ায় থামল হাকামের জীপ। জীপ থেকে লাফিয়ে নামল হাকাম।

চিৎকার করে উঠল মার্শিয়া।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে আতাসী ঢাল বেয়ে। তিরিশ গজ নিচে আটকে গেল। কিন্তু নড়ল না। বুক চেপে ধরে উপুড় হয়ে যাচ্ছে। ছিটকে পড়ে গেছে হাতের কারবাইন। মার্শিয়া দৌড়ে নামল। ফায়জা ওকে অনুসরণ করল। ছুটে গেল রানা, অন্যান্যরা।

সামিরা দাঁড়াল। পাহাড়ের উপরে। তারপর নামতে লাগল নিচে, মনসুর দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে আতাসীর বলিষ্ঠ মুখ। ছড়ে গেছে কপালের পাশটা। মার্শিয়া যত্নে কোলে তুলে নিল মাথাটা। ডাকল, 'আতাসী!'

চোখ মেলে তাকাল আতাসী, 'ডার্লিং···পা'টা হঠাৎ ফসকে গেল।' রানা হাঁটু ভেঙে বসল পাশে। উঠে বসতে চেষ্টা করল আতাসী। রানা বাধা দিয়ে শুইয়ে দিল। আতাসী করুণ কণ্ঠে বলল, 'বস্, আমি বোধ হয় যেতে পারলাম না।'

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে,' রানা সান্ত্বনা দিল।

ফায়জার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কিন্তু মার্শিয়া বিবর্ণ। রানা উঠে গিয়ে কারবাইনটা নিয়ে এল। আতাসীর হাতে দিতেই হাসল আতাসী, 'এটা হাতে না থাকলে কেমন যেন খালি খালি লাগে সবকিছু।'

'এর একটু রেস্টের দরকার,' রানা বলল সামিরার উদ্দেশে।

নির্বিকার মুখে সামিরা তাকাল পূর্ব দিগন্তে। বলল, 'কিন্তু রাত থাকতে থাকতে আমাদের পৌঁছুতে হবে।' কোথায়, বলল না।

'বস্, আপনারা এগিয়ে যান। আমি আপনাদের দৌড়ে ধরে ফেলব,' বলল আতাসী।

মার্শিয়া বলল, 'আমি থাকছি ওর সঙ্গে।'

'না!' আতাসী প্রতিবাদ করল, 'কাউকে থাকতে হবে না।'

'বেশি কথা বোলো না,' মার্শিয়া বলল।

রানা তাকাল মার্শিয়ার দিকে। ডাকল, 'মার্শিয়া।'

'মেজর, প্লীজ!' মার্শিয়ার চোখে পানি দেখা গেল এবার।

রানা তাকাল মিশ্রীর দিকে। হাত ধরল মার্শিয়ার। বলল, 'সেন্টিমেন্টাল হয়ো না, মার্শিয়া। তুমি থেকে কিছুই করতে পারবে না। ক্যাপ্টেন মিশ্রী থাকবে ওর সঙ্গে।'

'কিন্তু আমার চেয়ে ক্যাপ্টেন অনেক কাজের লোক,' মার্শিয়া বলল। 'আমাকেই থাকতে দিন।'

'মিশ্রীই থাকছে,' সংক্ষেপে কথাটা উচ্চারণ করে মিশ্রীকে ইশারা করল রানা। মিশ্রী খান গিয়ে বসল আতাসীর পাশে।

'মেজর, আমি···'

'মার্শিয়া!' আতাসীর কঠোর কণ্ঠে থমকে গেল সবাই, 'মেজরের কথার ওপর একটাও কথা বোলো না, মার্শিয়া।'

এক সেকেন্ড থমকে অবাক হয়ে আতাসীকে দেখে মার্শিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

রানা ফায়জাকে ইঙ্গিত করল। ফায়জা ধরল মার্শিয়াকে। রানা উপরের দিকে এগিয়ে চলল। সামিরাও এগোল। রিয়াদ ও নাগিব আতাসীকে দেখল, দেখল রানাকে। বিস্ময়ের ঘোর ওদের চোখে।

উপরে দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'বি কুইক!'

ওরা অদৃশ্য হতেই উঠে বসল আতাসী। এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল।

'আর কায়দা করতে হবে না, ভাতিজা,' বলল মিশ্রী খান, 'কি করতে হবে, জলদি করো।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ছ'ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা বেদুইন। বলল, 'তুমি বুঝেছিলে, চাচা?'

'না বুঝলে কি মেজর খোঁড়া লোকের সঙ্গে একা রেখে যেতে পারে এই মিশ্রী খানকে!' দাঁত বের করে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে গিয়ে করল না।

আর কথা হলো না ওদের। ওরা বাঁ দিকে ঘুরে অলিভ গাছের গভীরে ঢুকে পড়ল। বসে পড়ল একটা গাছের আড়ালে। আতাসী কারবাইনটা ঘুরিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল ব্যারেল। জামার নিচে বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল একটা ছুরি। গুঁজে নিল কোমরে।

শব্দটা এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পাতার শব্দ।

দেখল হাকামের লোক দু'জনকে।

নিঃশব্দ পাহাড়ী জঙ্গলে শুধু পাতার মর্মর। এদিকেই আসছে। মিশ্রী খান গড়িয়ে পড়ল, গড়িয়ে পড়ল আতাসী। মরার মত পড়ে রইল। কিন্তু হাতে ধরা ব্যারেল।

ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে। মিশ্রী খান চোখ বন্ধ করল। মনে হলো, তার এক কান দিয়ে হাজার হাজার গুলি ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কান দিয়ে।

তারও একমিনিট পর অনুভব করল, ওরা কথা বলছে কানের কাছে। নড়ল না। একবার মনে হলো, সত্যি সত্যি মরে গেলাম নাকি!

না, গালের কাছে লাগছে গরম নিঃশ্বাস। একচোখ খুলল মিশ্রী খান। সর্বনাশ! বারো ইঞ্চি দূরে ছুঁচাল দাড়িওয়ালা লোকটা। হাতটা উঠে গেল এক ঝটকায়। চেপে ধরল লোকটার কাঁধ।

তার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ছিটকে পড়ছে তিনহাত দূরে। আতাসী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। ভয়ঙ্কর গতি ও বেদুইনের হাতের চকচকে ছুরিটা মিশ্রী খানের রক্ত শীতল করে দিল। চিৎকার হলো তখনই। আতাসীর ছুরি বিদ্ধ করেছে লোকটার হৃৎপিণ্ড।

ছুরিটা বের করল না আতাসী। মিশ্রী খানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল দাড়িওয়ালাকে। চিৎকার করার আগেই ওর আঙুল বসে গেল গার্ডের গলায়। গক্ করে শব্দ হলো একটা। তারপর সব নিস্তব্ধ!

মিশ্রী খান উঠে দাঁড়াল। পিটপিট করে দেখল আতাসীকে। ইশারা করল আতাসী। নিজেই একজনকে টেনে একটা ঝোপে নিয়ে ফেলল। বের করে নিল ছুরিটা। দ্বিতীয় লাশটাকে নিল মিশ্রী।

আতাসী দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'বিশ্বাসঘাতক!'

মিশ্রী বুঝল আতাসীর এই ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ততার কারণ। আরব হয়ে আরবের বিরুদ্ধে লড়ছে এরা।

ফিরে চলল ওরা দু'জন।

রানাদের দেখতে পেয়েই আতাসী মিশ্রী খানের পিঠে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল সামনে। আরেক হাত উঠে গেল পাঁজরায়। ওদেরকে প্রথম দেখল মার্শিয়া। ছুটে এল কাছে। মিশ্রী খান হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মার্শিয়ার উপর ছেড়ে দিল আতাসীর ভার। মার্শিয়ার ভেজা গাল। চোখে কান্নার সঙ্গে খুশি। মুখটা কাছে এগিয়ে নিল আতাসী। কামড় বসিয়ে দিল মার্শিয়ার গালে। উহ্ করে মার্শিয়া তাকাল আতাসীর মুখের দিকে। হাসছে আতাসী। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমার কিচ্ছু হয়নি, মিসেস আতাসী।'

এগিয়ে এল রানা।

রানার দিকে তাকাল মার্শিয়া। একটু হাসি কেঁপে গেল রানার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'প্রসিড অন।'

আতাসী ককিয়ে উঠে আরও জড়িয়ে ধরল মার্শিয়াকে। পাশে ব্যথিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নাগিবের দিকে কারবাইনটা এগিয়ে দিল, 'হাঁ করে আমাদেরকে না দেখে, এটা ধরো, খোকাবাবু।'

সামিরা দু'-একবার আতাসীকে ফিরে ফিরে দেখল, কিছু বলল না।

মনসুর রবাব তুলে নিল হাতে। সেই মিষ্টি সুর বেজে উঠল আবার। এবার রবাবের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে গান ধরল সামিরা। সুন্দর গানের গলা। সুরটা কেঁপে কেঁপে গেল অন্ধকারে।

রানা একটু পিছিয়ে পড়ল। মিশ্রী খান পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এক ঢিলে দুই পাখি, ওস্তাদ।' চোখের ইশারায় চুম্বনরত আতাসীকে দেখাল মিশ্রী খান, 'ভাতিজা আমার সেয়ানা, কি বলো, জেনারেল নাগিব?'

উত্তর দিল না নাগিব। রানা জিজ্ঞেস করল, 'দুই পাখি?'

'দুই পাখি।' মিশ্রী খান একটা বগা ধরাল। বলল, 'ভাতিজা আমার বাসর রাতটা চমৎকার কাটাচ্ছে।'

মনসুরের রবাব গুনগুন করে বেজে চলছে। মাঝে মাঝে মিলছে সামিরার কণ্ঠ। সকাল হয়ে আসছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ছায়ার মত এগিয়ে আসছে কয়েকজন রাইফেল ও টমিগানধারী। থেমে গেল গান, রবাব।

সামিরা মনসুরকে নিয়ে এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। অলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী আরব-গার্ড কথা বলছে সামিরার সঙ্গে। রাইফেল নামানো। আবার বেজে উঠল মনসুরের রবাব।

সামিরা রানাকে ইশারা করল।

রানা এবং অন্যান্যরা এগোল। আরব-গার্ডদের একজন পথ দেখিয়ে ভেতরে এগিয়ে চলল। মনসুরের রবাবে সকাল বেলার সুর বেজে উঠল যেন।

রানা ঘড়ি দেখল। ভোর সাড়ে চারটা।

ঘরটা কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরের সঙ্গে বদল করা যায়। কিন্তু এটা টেম্পোরারী তাঁবু। কম্যান্ড্যান্ট উঠে দাঁড়াল। রানা অবাক হলো, মেজর পুরো পোশাকে রয়েছে

এবং চোখে ঘুমের লেশ নেই

'মেজর হামেদ।' হাত বাড়িয়ে দিল অফিসার, 'আপনাকে অনেক আগেই আশা করেছিলাম।'

'আমাকে!' বিস্ময় ফুটল রানার কণ্ঠে, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চান।

হাত সরিয়ে নিল মেজর হামেদ, 'আপনি জানেন না কিছু? আপনি না জানলেও আমি জানি। আপনি মেজর মাসুদ রানা।'

'ও নাম জীবনে এই প্রথম শুনলাম!' রানা বলল। আড়চোখে তাকাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের দিকে। তাকাল সোজা মেজরের চোখে। মেজর হামেদ হাতের ইশারা করল গার্ডের উদ্দেশে। গার্ড বেরিয়ে যেতেই রানা হাত বাড়িয়ে দিল সহাস্যে। 'মেজর মাসুদ রানা। আপনার সাথে একা কথা বলাটাই ভাল মনে করি।'

'আপনি সবাইকে অবিশ্বাস করেন?'

'আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না, মেজর হামেদ

'আল-ফাতাহর ভেতর বিশ্বাসঘাতক নেই।'

'ওটা আপনার বিশ্বাস,' রানা বলল, 'আমাদের বিশ্বাসের ভেতর মৌলিক তফাৎ আছে, মেজর হামেদ। আপনি যোদ্ধা তাই একটা ভাত টিপে যা দেখেছেন, স্পাই মাসুদ রানা ঠিক তার উল্টোটা দেখে।' চেয়ারে বসল রানা। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিস। আগুন ধরাল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটা টান দিয়ে বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডারের জন্যে কিছু খবর চাই।'

মিশ্রী খান একটা বগা বের করে এগিয়ে ধরল আতাসীর দিকে। আতাসী হাত বাড়াতে গিয়ে মার্শিয়ার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে গেল।

'চাচা, রাত এখনও কয়েক মিনিট বাকি আছে,' আতাসীর কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর ফুটে উঠল, 'হাজার হলেও আজ মিস্টার-মিসেস্ আতাসীর প্রথম রাত।'

উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান, 'মানে, এখন এখানে প্রেম করবে? নাহ্, একটু আরাম করে বসে গল্প করব তারও উপায় নেই!'

ওপাশে বসেছে মনসুর ও সামিরা হাতে হাত ধরে। আরেক পাশে রিয়াদ ও নাগিব চিত হয়ে শুয়েছে। দুজনেরই চোখ নিবদ্ধ সামিরার উপর।

জানালার কাছে একা বসা ফায়জা। ওদিকেই এগোল মিশ্রী খান।

'চাচা, বসুন।' মৃদু হাসল ফায়জা, ক্লান্তি ভরা হাসি।

মিশ্রী খান বগায় আগুন ধরিয়ে আরাম করে টান দিল। এবং গা মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে বসে দেখল ফায়জাকে। জানালায় মাথা রেখে একভাবেই বসা। আতাসীদের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাল না। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আরেকটা অবাক কাণ্ড চোখে পড়ল—সামিরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসেছে নাগিব ও রিয়াদ। দাঁড়াতে গেলে রিয়াদকে বাধা দিল নাগিব। কিন্তু দু'মিনিট বসে থেকে আর বাধা মানল না রিয়াদ। বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

'জেনারেল নাগিব, তোমার আমার একই দশা। আমার বয়স নেই, আর

তোমার বয়সই হয়নি।' মিশ্রী খান উঠে কাঁধ থেকে খুলে রাখা ব্যাগটা হাতিয়ে বের করল ছোট একটা বই। ময়লা, শতচ্ছিন্ন। রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম। আলোর দিকে ঘুরিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল।

'চাচা!' তিন মিনিট না যেতেই ফায়জার ডাকে উঠে বসল মিশ্রী খান। দেখল ফায়জা জানালা দিয়ে বাইরে কি যেন দেখছে। বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে ওকে। 'চাচা, দেখো।'

উঁকি দিল মিশ্রী খান।

রানা ও সামিরা। এদিকেই আসছে। থমকে দাঁড়াল একটা তাঁবুর পাশে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা বলছে। রানার হাত সামিরার কাঁধে।

মিশ্রী খান বুঝল এটাই আপত্তির কারণ ফায়জার। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটি। মুখে কে যেন ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে। হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না মিশ্রী খান। বাইরে আবার তাকাল। ওরা বিদায় নিল। দু'জন দু'দিকে আবছা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। এই মেয়েটিকে মেজর চেনে অথচ কিছুক্ষণ আগে কি ভয়ঙ্কর আক্রোশে চড় মারতে গিয়েছিল। সব অভিনয়!

ঘরে এসে ঢুকল সামিরা। মনসুরের পাশে গিয়ে বসল।

এক মিনিট পরে এল মেজর রানা। সবার দিকে দেখল। ফায়জা শুয়ে পড়ল। রানা এদিকে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'সার্জেন্ট রিয়াদ?' জিজ্ঞেস করল নাগিবকে।

নাগিব কিছু বলার জন্যে উঠে বসার আগেই দরজায় দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে রিয়াদ।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'এটা আরব ক্যাম্প। এখানেও চলাফেরার রেসট্রিক্শন থাকবে?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, সার্জেন্ট রিয়াদ!'

'আমি...' একটু থমকে থেকে তাকাল সামিরার দিকে। সামিরার কানে একটিও কথা গেছে বলে মনে হলো না। 'আমি একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম,' বলল রিয়াদ।

'কৌতূহল?'

'আমাদের সিকিউরিটি সম্পর্কে।'

'আমাদের?'

'আরবদের।' স্পষ্ট উচ্চারণ করল রিয়াদ গোঁয়ারের মত।

'আরবদের?' রানা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রিয়াদের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আরবদের কথা, ভাববার অধিকার যখন পাবে তখন ভেবো। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, কোথায় গিয়েছিলে?'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রিয়াদ রানার দিকে।

'মেজরের প্রশ্নের উত্তর দাও।' রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আতাসী।

'আমি সামিরাকে ফলো করেছিলাম,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় উত্তর দিল, 'সামিরা মেজরের সঙ্গে কথা বলছিল, গোপনে।'

চমকে গেল রানা। উঠে বসেছে ফায়জা, তার চোখ রানার উপর স্থির। আর সবাই একবার করে রানাকে দেখে তাকাল সামিরার দিকে। সামিরা ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

রানাও সবাইকে দেখল। সবাই কিছু জানতে চায়।

'ইয়েস,' রানা বলল সামিরার দিকে তাকিয়ে। 'এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। মেয়েদের সম্পর্কে আমার দুর্বলতার কথা সবাই জানে।' সবাই দেখল চোখ মেলে তাকিয়েছে সামিরা। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে একটা হাসি। রানাও হাসল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, 'নাউ, গো টু বেড।'

দুজন কারবাইনধারী গার্ড এসে ঘরে ঢুকল।

একজন এগিয়ে এল রানার কাছে। বলল, 'মেজর হামেদ ডেকেছেন। এবং অন্য সবাইকে ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন।'

রানা গার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সবাই স্তব্ধ। দরজায় দাঁড়াল কারবাইনধারী আরব।

'আপনাদের ভেতর থেকে কেউ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন?' মেজর হামেদের প্রথম প্রশ্ন।

'কেন, কি হয়েছে?' রানা চমকে জিজ্ঞেস করল।

ঘরটা রেডিও-রুম। মেজর হামেদ হাত তুলে দেখাল ঘরের কোণের দিক। রানা দেখল ট্র্যান্সমিটারের উপর একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পিঠ লাল। মাঝখানে গাঁথা একটা ছুরি। 'ও আপনার মেসেজটা পাঠাচ্ছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। বলল, 'আপনার ক্যাম্পে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।'

'আপনার দলে?' মেজর হামেদ বলল, 'আপনি তো কাউকে বিশ্বাস করেন না?'

'করি না। তার কারণ এভাবে অবিশ্বাস করলে কাউকে কাউকে অন্তত বিশ্বাস করা যায়।' রানা এগিয়ে গেল মৃতের কাছে।

'আপনার দলের একজন ঘর থেকে বেরিয়েছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, মেজর রানা।'

'সামিরা?'

'না,' মেজর হামেদ বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ!'

রানাকে চিন্তিত দেখা গেল। বলল, 'ওকে প্রশ্ন করার ভারটা আমাকে দিন, মেজর হামেদ।' রানা বাইরের দিকে পা বাড়াল।

'কিন্তু ওকে দলের মধ্যে রেখে কাজে এগোবেন কি করে?'

'দল ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ট্রেইটর নিয়ে···

'আমি এসেছি এখানকার ট্রেইটরদের তালিকা তৈরি করতে। আমার দলের ট্রেইটরের কথা এখন ভাবতে পারছি না।'

বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। বেশ আলোকিত লাগছে চারদিক। রানার চোখ হঠাৎ আটকে গেল ধুলায়। কয়েক পা এগিয়ে গেল। ফিরে দাঁড়াল। বলল,

'হত্যাকারীকে আপনার সামনে হাজির করতে না-ও যদি পারি তবে তার মৃত্যুর সংবাদ দিতে পারব।'

'কয়দিনে?'

'চব্বিশ ঘণ্টায়।' রানা চিন্তিত মুখে দেখল ধুলোয় সেই হিলের ছাপ। যে ছাপ দেখিয়েছিল মার্শিয়া। হাকামের জুতোর ছাপ। ছাপটা ধরে এগোল কিছুদূর···একটা ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেছে ছাপ।

হাকাম এসেছিল!

রানাকে ফিরতে দেখে মিশ্রী খান জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, ওস্তাদ?'

'খুন।'

'কে?'

'অপারেটর। আমার মেসেজ পাঠাচ্ছিল কায়রো।'

রানা এগিয়ে গেল ফায়জার দিকে। ফায়জা ঘুমের ভান করল। মিশ্রী খান এসে বসল রিয়াদের পাশে।

'ভাতিজা, আমি তোমাদের দলে।' শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান।

'কে খুন করেছে?' প্রশ্ন করল আতাসী।

'সকালে ঘুম থেকে উঠে জবাব দেব,' উত্তর দিল রানা।

'সকাল তো হয়েই গেল।'

'না, যখন ঘুম ভাঙবে তখনই সকাল।' শুয়ে পড়ল রানা।

দু'মিনিট পর রিয়াদ বলল, 'চাচা, ঘুমিয়েছ?'

'না, ভাতিজা। তোমার চাচী ঘুমানোর অভ্যাসটা অনেক আগেই ছাড়িয়েছিল। এখন সে কথা মনে হলে আর ঘুম আসে না।'

গলা নামিয়ে এবার প্রশ্ন করল নাগিব, 'চাচা, মেজর জানে, কে খুন করেছে?'

'জানে। খুনের আগেই ও জানতে পারে।'

'কি করে?'

'টেলিপ্যাথি!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিশ্রী খান।

'টেলিপ্যাথি?' উঠে বসতে যায় নাগিব।

'ঘুমাও, ভাতিজা।' পাশ ফিরে শুলো মিশ্রী খান, 'ওটা বুঝাতে অনেক কথা বলতে হবে। সকালে আবার জিজ্ঞেস করলে বলব।'

দশ মিনিটের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল ফায়জা ছাড়া।

আধঘণ্টা পর ক্লান্ত হয়ে এল ফায়জার চোখ।

চার

বেলা এগারোটায় ওদের সকাল হলো।

খাবার দেয়া হলো শুধু একটা করে আপেল, রুটি আর চা। এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল মেজর হামেদ। রানার পাশে বসল। এবং তখনই রানার খেয়াল হলো, ফায়জা পাশে বসেনি। দেখল, একমনে মাথা নিচু করে রুটি চিবুতে চেষ্টা করছে। রানা একটু অবাক হয়ে মেজরের কথায় কান দিতে গিয়ে ভাবল, ও···ও কি আমাকে অনারব বলে সন্দেহ করছে?

'ওস্তাদ!' কানে কানে মিশ্রী খান বলল, 'এখানে মেয়েদেরও ক্যাম্প আছে।'

ওদের খাবার সার্ভ করছে মেয়েরাই। রানা তাকাল একটি মেয়ের দিকে। সুন্দরী মেয়েটি হেসে বলল, 'খেতে অসুবিধে হচ্ছে? এছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

রানা হাসল। দেখল, ফায়জা খাওয়া থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে রানা খুঁজে পেল ফায়জার এই রাগের কারণ। স্বস্তি বোধ করল। ছেলেমানুষ, আস্ত পাগল!

'আপনার পুরো পরিকল্পনাটাই এক ধরনের পাগলামি মনে হচ্ছে, মেজর রানা,' বলল মেজর হামেদ, 'কিভাবে বের করবেন চারজন বন্দী, এজেন্ট? কিভাবে সম্ভব, ভাবতে গিয়ে এ খাবারটুকুও খেতে পারিনি।'

'খেতে পারেননি, যেহেতু খাবার নেই, তাই,' রানা বলল। 'খাবার নেই, অস্ত্র নেই, যানবাহন নেই, গোলাবারুদ নেই, মেডিক্যাল সাপ্লাই বন্ধ, ট্যাঙ্ক নেই, প্লেন নেই এবং আশা নেই···কিন্তু ঢুকে পড়েছেন শত্রু-ব্যূহে নানাদিক থেকে এসে। যুদ্ধ করছেন। এটা কি ধরনের পাগলামি?'

আতাসী নিজের ভাগ, মার্শিয়া-ফায়জার পরিত্যক্ত অংশ শেষ করে একমগ পানি তুলে বলল, 'দুনিয়ার সব পাগলদের উদ্দেশে।' ঢকঢক করে পান করল পুরো এক মগ পানি।

'যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে মেজর আদেল। হয়তো পশ্চিম ও উত্তর গিরিপথের এইট্থ্ রেজিমেন্টকে আরও দু'দিন ফাঁকি দিতে পারবে। তারপর কি হবে, কর্নেল বেগ?' জেনারেল সাবরী বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'আমরা সবাই পাগল, না?'

কর্নেল বেগ তিনদিন শেভ করেনি। চোখ কোটরাগত। উত্তর দিল, 'হয়তো তাই।'

বিনকিউলার চোখে তুললেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'অনুমান করতে পারো, কতগুলো ট্যাঙ্ক আছে এই গাছের আড়ালে?'

'দশ হতে পারে, দু'শোও হতে পারে,' উত্তর দিল কর্নেল বেগ, 'গতকাল রাতের বেলায় আমাদের কয়েকজন নদী পার হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ফিরে আসেনি।'

এখান থেকে ঢাল নেমে গেছে ধীরে ধীরে। মিশেছে নদীর সঙ্গে। এখানে নদীটা সরু হয়ে গেছে। নদীর ওপারে নিচু ভূমি। অলিভের বন। আবার উঠে গেছে পাহাড়, গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে দু'একটা ঝিলিক। কালো মসৃণ প্যাটন ট্যাঙ্ক।

'ওরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে,' বললেন জেনারেল। বিনকিউলারের দৃষ্টি বন থেকে বেরিয়ে আসা পথটা ধরে চলে এল ব্রিজের উপর, 'ওরা আজ বা কাল রাতের মধ্যে ব্রিজ অতিক্রম করবে।'

'উত্তরে গিরিপথ, পশ্চিমে গিরিপথ, এদিকে ব্রিজ। তিন দিকের কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে ওরা?'

'এদিক থেকেই,' জেনারেল বললেন, 'ব্রিজটা কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না?' শেষ কথাটা আপন আক্রোশেই বললেন জেনারেল সাবরী।

'সিরিয়ান প্লেন সাতবার রেইড করেও কিছু করতে পারেনি। পাহাড়ী অঞ্চল, খুব সাবধানে প্লেন নিচে নামাতে হয়। ওদের অসংখ্য অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট গান একসঙ্গে গর্জে ওঠে। ন'টা প্লেন আমাদের সামনেই নষ্ট হয়েছে। কিছু হয়নি ব্রিজের।'

'পুরো ব্রিজটা স্টীলের তৈরি। এর কিছু করতে গেলে প্রচুর শক্তি দরকার,' জেনারেল বললেন, 'তোমার যা এক্সপ্লোসিভ এখনও আছে, সেগুলো সব এক করলেও এ ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া যাবে না।'

'না, যাবে না। গত পরশু চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের দেড়শো সৈন্য ওদের মেশিনগানের মুখে উড়ে গেছে!'

'ধরো, যদি আজ আক্রমণ করে?'

'সবাই মরব,' কর্নেল বেগ বলল, 'আমরা এছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, জেনারেল। ইচ্ছে হলেই যে বাঁচতে পারব তার উপায় নেই।'

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। দেখলেন কর্নেল বেগকে। বললেন, 'প্রথম ধাক্কাতেই দু'হাজার আরব প্রাণ দেবে।'

উত্তর দিল না কর্নেল।

জেনারেল বললেন, 'আমি এখন যাব মেজর সৈয়দ মুস্তাফার ক্যাম্পে, যাব বাঁধের দিকে।'

ফিরতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'যদি আক্রমণ হয়, সারেন্ডার করবে না। আমি অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিতে পারি, কিন্তু সারেন্ডার করবে না।'

'সংবরণ?'

'হ্যাঁ। যদি আমরা জিততে পারি।'

'কি করে?'

'মাসুদ রানার নাম শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'আমি শুনেছি, লোকটা ভাগ্যবান। হাজার অন্ধকারের ভেতরও এই ছেলেটা আশার আলো দেখতে পায়।' জেনারেল বললেন, 'আজ রাতে হয়তো ব্রিজটা উড়িয়ে দেবে।'

'পারবে?'

উত্তর দিলেন না জেনারেল। কারণ, কি উত্তর দিতে হবে নিজেই জানেন না।

*

কোথায় গেল মেজর রানা, কেউ উত্তর দিতে পারল না। ফায়জা একা বসে বসে পায়ে গরম পানির পট্টি দিচ্ছিল। চোখ তুলে দেখল সামিরা ঘরে নেই। অন্ধ মনসুর হাতের রবাব বুকে ধরে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে গাধা এসে গেছে। সবাই প্রস্তুত হচ্ছে।

রানা তখন মেজর হামেদের ঘরে একটা ম্যাপের উপর উপুড় হয়ে দেখছে। মেজর হামেদের হাতের ছড়ি ম্যাপের উত্তরাংশে গিয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একমত। এটাই একমাত্র কাছাকাছি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ হতে পারে। কিন্তু এত উঁচুতে কেন আপনি পছন্দ করছেন?'

'আমি জানি, দূরের ঘাস সবুজ দেখায়,' রানা বলল। 'কিন্তু আমি কাছাকাছি একটা জায়গা চাই। হ্যাঁ, উঁচুতেই, এখানেই। আর আপনি আমার মেসেজটা জেনারেল আরাবীর কাছে পাঠিয়ে দিন। একঘণ্টার ভেতর।'

'আপনি কোনও জাদু দেখাবেন বলে মনে হচ্ছে?' মেজর হামেদ বলল, 'শুনেছি আপনি পারেনও।'

'জাদু!' রানার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল। মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'জাদু দেখাব? সাত হাজার লোকের জীবন নিয়ে জাদু?' রানা একটু হাসল। দমে গেল মেজর হামেদ।

'আমি দুঃখিত,' মেজরের কণ্ঠে অপরাধী ভাব ফুটল। বলল, 'আপনার সাকসেস আমি মনে-প্রাণে কামনা করছি। আপনার জন্যে আজ নামাজে বসব।'

'কয়েক রাকাত বেশি পড়বেন তবে।' রানা দাঁড়াল না, 'আমি চললাম। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

ন'টা গাধা এগিয়ে চলেছে।

প্রথম গাধায় সামিরা। ও ধরে রেখেছে মনসুরের গাধার রশি। ওদের পিছনেই রানা। তারপর মিশ্রী খান ও ফায়জা। মিশ্রী খান বকবক করে চলেছে, আউড়ে যাচ্ছে রুবাইয়াতের প্রেম-পর্বের চরণ, ফায়জা আকাশ দেখছে, দূরের পাহাড়গুলোর রঙ দেখছে। রিয়াদ ও নাগিবের দু'-একটা কথা পেছন থেকে ভেসে আসছে। ওদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মেজর রানার মাথা। রিয়াদ রানাকে বদ্ধ পাগল বলেই ঘোষণা করেছে। নাগিব ভয়ে কম্পমান। পাগল! ফায়জা মনে মনে উচ্চারণ করল, সেয়ানা!

পুরো দলের থেকে বেশ কিছু পেছনে আতাসী আর মার্শিয়া এক গাধাতে অদ্ভুত কায়দায় বসেছে। গাধা বেচারা বাসর-জাগা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে একেবারে বেঁকে গেছে। কোনমতে এগুচ্ছে। ওরা অতসব দেখছে না।

ওরা এগোচ্ছে যেখান দিয়ে সেখানে এক সময় জন-বসতি ছিল, ভাঙা বাড়ি-ঘর, স্কুল তার প্রমাণ। বাড়িগুলো পাথরের তৈরি। এ অঞ্চলে এভাবেই বাড়ি তৈরি করে।

সামিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা দেখেই অনুমান করল, এখানেই হাকামের লোকেরা লরি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওদের গতরাতে। এটাই আন-অফিশিয়াল নো-ম্যানস্ ল্যান্ড।

আতাসী লাফ দিয়ে নামল মার্শিয়ার উষ্ণতা ঝেড়ে। লাফ দিয়ে উঠল পেছনের খালি গাধাটায়। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল রানার পাশে। এবার লীড নিল ওরা দু'জন।

এগিয়ে চলল ওরা একটু ভিন্ন পথে।

মনসুর রবাবে টোকা দিল। নির্জনতায় সুরটা কেঁপে যেতে লাগল। ওরা ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল নিচে। এক সারি অলিভের গাছ পেরিয়ে আবার ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। অলিভের গাছগুলো থাকে থাকে সাজানো। পর পর কয়েকটা বেল্ট রচনা করেছে।

বাঁ দিকে দেখছে আতাসী। ডাকল, 'মেজর!'

রানা ফিরে ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করল। একটা গভীর সবুজ মাঠ। এত সবুজ মাঠ এখানে? এখানে ঢালটা প্রায় খাড়া।

রানার গাধাটা ঘুরল, 'এখানে দাঁড়াও।'

নেমে পড়ল রানা। গাধা এ ঢাল বেয়ে নামতে পারবে না। পায়ে হেঁটে নেমে গেল রানা। পরের গাছের সারির হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ইশারা করল, সবাই নামল গাধার পিঠ ছেড়ে। অনুসরণ করল আতাসীকে। মনসুরও সাবধানে নামল সামিরার হাত ধরে।

রানা অলিভের বেল্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল। বনের শেষপ্রান্তের অংশটা মোটামুটি সমতল। রানা বসে পড়ে চোখে বিনকিউলার লাগাল।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া পুরো অঞ্চলটা। গাছ হালকা হয়ে এসেছে। রানা ডিসট্যান্স অ্যাডজাস্ট করল বিনকিউলার লেন্সের। পরিষ্কার হলো আরও। দেখল একটা রাস্তা। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা রাস্তাটার খুব ক্ষতি করেনি, যেমন ক্ষতি করেনি সবুজকে। আরও একটু ওঠাল বিনকিউলার। রাস্তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে সিঙ্গলট্র্যাক ন্যারো-গেজ রেল-লাইন। ওখানেও ঘাস আর গুল্মলতা জন্মেছে। বোঝা যায় অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি ওটা। একটু নামল চোখ। আটকে গেল দৃষ্টি। এটাই ফারিয়া নদী। গভীর পাহাড়ী খাদ। রানার বিনকিউলার ঘুরে গেল।

অপূর্ব! লেকের গভীর নীল পানি দেখে এটাই মনে হলো রানার। নিস্তব্ধ পানি, স্রোতহীন। মাঝে মাঝে কাঁপছে থিরথির করে বাতাসে। আধ মাইল চওড়া, দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল। লেকের পূর্ব-মুখী বাহু চলে গেছে দূরে যতদূর দেখা যায়, হারিয়ে গেছে পাহাড়ের ভেতর। বাঁয়ে দক্ষিণ-মুখী বাহু হারিয়ে গেছে উঁচু দেয়ালের আড়ালে। দেয়াল ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে বাঁধের সুউচ্চ কংক্রিট দেয়ালে।

লেকটা সবাই দেখেছে খালি চোখেই। রানাও দেখল বিনকিউলার নামিয়ে।

মিশ্রী খান আবৃত্তি করল রুবাইয়াত থেকে দুর্বোধ্য দুটো লাইন। আতাসী রোমান্টিক হয়ে গিয়ে হাত তুলে দিল মার্শিয়ার কাঁধে।

'এ কী লেক, স্যার?' জিজ্ঞেস করল নাগিব।

রানা তাকাল সামিরার দিকে। প্রশ্ন করার আগেই পাকা গাইডের মত সামিরা বলল, 'ফারিয়া বাঁধের লেক। এ অঞ্চলের নতুন ইরিগেশন এবং হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট। এখনও কাজ শেষ হয়নি। এটা এখনও ইসরাইলের, মানে, আমাদেরই

দখলে রয়েছে। পূর্বদিকে আপার এন্ডের একটা মাত্র রুম, তাও আমাদের দখলে। গর্জের ভেতর নামার উপায় নেই। খাড়া পাহাড়। ওখানে যাবার একমাত্র পথ হচ্ছে একটা মই।'

ফারিয়ার পশ্চিম তীরে এক পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে বিনকিউলারে চোখ নিবদ্ধ করেছেন জেনারেল সাবরী ভারটিকাল খাড়ির গায়ের মইটার উপর। কতকগুলো ব্র্যাকেট গেঁথে দেয়া হয়েছে পাথরের সঙ্গে। নেমে গেছে গর্জের গভীরে।

জেনারেলের বিনকিউলার পুরো বাঁধটার উপর ঘুরছে। বাঁধটা চওড়ায় খুব কম, পাহাড়ী নদীর বাঁধ সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু খুব গভীর। দুই পাহাড় যুক্ত করেছে বাঁধটা। ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত বাঁধের উপর থেকে নিচে ছোট হয়ে এসেছে। বাঁধের বাম তীরে কন্ট্রোল স্টেশন। তার পাশে পাহাড়ের সঙ্গে কয়েকটা ঘর। গার্ড রুম, রেডিওরুম। দু'জন গার্ড বাঁধের উপর পায়চারি করছে।

বিনকিউলার নিচের দিকে নামালেন। পাইপের মুখ থেকে গলগল করে পানি বেরুচ্ছে। গর্জের নিচের স্রোত দেখা যায় না। দেখা যাচ্ছে শুধু একটা ঝুলন্ত ব্রিজ। বিনকিউলার থেকে চোখ নামিয়ে তাকালেন পাশের সৈয়দ মোস্তফার দিকে। বললেন, 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ঈস্টার্ন ফ্রন্ট।'

সৈয়দ মুস্তাফা বিনকিড়লার ঘুরিয়ে উত্তর দিকে দেখল। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু উত্তর গিরিপথ নীরব নয়। যে-কোন সময় আক্রমণ হতে পারে। ওরা ওখানে ট্যাঙ্ক জমা করছে।'

'ট্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, প্যাটন। দেড়শোর মত।'

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। বললেন, 'চলো, আরও একটু কাছ থেকে দেখা যাক।'

বিনকিউলার গুটিয়ে রেখে উপরের দিকে উঠতে লাগল রানা। সামিরাকে বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প?'

'হ্যাঁ। ওয়াইল্ডার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' সামিরা বলল।

'করবেনই।' রানা আবার ফিরে তাকাল বাঁধের দিকে। বলল, 'মেজর হামেদ যে খবর দিয়েছে সেটা যথেষ্ট…।'

'আপনি মেজরের খবর দেবেন ইসরাইলের হাতে?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রিয়াদ, 'এই কাজেই কি আমরা এখানে এসেছি?'

'এসেছি চারটে ব্যর্থ মিশনের ব্যর্থতার কারণ জানতে। এসেছি সাতজন, ফাঁদে পড়া সাতহাজার আলফাতাহকে রক্ষা করতে।' রানা এগিয়ে গেল দু'পা, 'আলফাতাহর হেডকোয়ার্টার জানে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে মিশনের নেতাদের।'

'জেনেও তারা চুপচাপ কেন?'

'উপায় নেই বলে। ওদের রাখা হয়েছে দুই ডিভিশন সৈন্যের মাঝখানের ব্লক-

হাউজে, পাহাড়ের মাথায়।' রানা তাকাল রিয়াদের চোখে, 'এনি কোশ্চেন?'

থতমত খেয়ে সার্জেন্ট রিয়াদ বলল, 'আমরা এখন কি করব?'

'যা করতে এসেছি।'

মিশ্রী খান আতাসীকে চোখ টিপল। রিয়াদ তাকাল কিশোর নাগিবের বিভ্রান্ত মুখে। মার্শিয়া তাকাল ফায়জার দিকে। ফায়জা দেখছে রানাকে। মুখটা শুকনো। ভাবলেশহীন।

কিছুদূর এগিয়ে গেছে সামিরা ও মনসুর।

'স্যার,' একটু ইতস্তত করল রিয়াদ। বলল, 'তারপর?'

'আজকের রাতের ভেতর কায়রো রওনা হব।'

'কায়রো!'

'হ্যাঁ, যদি বেঁচে থাকি।'

'কিভাবে?'

'যেভাবে এসেছি। প্লেনে।'

'স্যার, আপনার কোন কথার মানে বুঝি না। সব আলোচনা করলে হত না?'

থমকে তাকাল রানা। চোখটা ছোট হয়ে এল।

'আলোচনা?'

'আপনি সবই জানেন,' গড়গড় করে বলল রিয়াদ, এমন কি কে খুন করেছে অপারেটরকে, তাও। অথচ কিছুই আমরা জানি না।'

রানা একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, এটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নয়, আর তুমিও গ্যাটস্কেল নও যে, সব প্রশ্ন করার অধিকার তোমার থাকবে এবং তার উত্তর আমাকে দিতে হবে। এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে তোমাকে মনে রাখতে হবে, তোমার একজন নেতা আছে। নেতা যদি ভুলও করে তাই মেনে নেবে তুমি নির্দ্বিধায়।'

'নেতা যদি পাগলামি করে?' রিয়াদ কথাটা হঠাৎ বলেই বিস্ফারিত চোখে তাকাল রানার দিকে। তখনই মাথাটা বনবন করে ঘুরে গেল তার। পড়ে যেতে গেল ঘুরে। কিন্তু কলার ধরে ফেলল আতাসী খপ করে, তার বিশাল শরীরটায় ঝাঁকি দিল প্রচণ্ডভাবে।

'আতাসী!' রানা ডাকল। আতাসী তার আগেই রিয়াদের পেটে চেপে ধরেছে কারবাইন।

'স্যার,' আতাসী ফিরে তাকাল রানার দিকে, 'লীডারকে অপারেশনে অমান্য করার শাস্তি কি?'

সবাই দেখল আতাসীর চোখ-মুখের বন্য ক্ষিপ্ততা। রানা মাথা নাড়ল। আতাসী কারবাইন নামিয়ে নিল। এবার রিয়াদের ভয়-পাওয়া মুখের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, তোমার নেতা একজন বিদেশী এবং পাগল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আর্গুমেন্ট করবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ফ্যালফ্যাল করে রিয়াদ তাকাল রানার দিকে। দেখল কঠোর, দৃঢ় একটা মুখ। তার দৃষ্টি বুকের ভেতর বিঁধে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল রিয়াদ, 'আর ভুল হবে না,

মেজর।'

রানা আর দাড়াল না। এগিয়ে গেল সামিরার পাশে।

ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছন থেকে মার্শিয়া বলল, 'বিক্ষোভ দমনের জন্যে আমার কর্তার আছে কারবাইন, আর লীডারের আছে দুটো চোখ।' গলা নামিয়ে বলল, 'কিন্তু বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে লীডারের কিছুই নেই?'

রেগেমেগে ফায়জা দ্রুতগামিনী হলো। বলল, 'নিজের কর্তার কথাই ভাব।'

ভাবতে গিয়ে মার্শিয়া লাল হলো। আতাসীর দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসল।

ওদের রিসিভ করার জন্যে আধমাইল এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছে হাকাম লরি নিয়ে। সবাই লরিতে উঠে পড়ল।

কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে বলল কর্নেল, 'সত্যি বলতে কি, মেজর রানা, আমি ভাবিনি আপনি ফিরবেন।'

'ফিরেছি।' রানা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল, 'এবং খবর নিয়েই। কিন্তু কর্নেল, আপনি একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দিয়েছেন আমাকে।'

'কি?'

'আপনি বলেছেন, আরবরা বেরুবার পথ খুঁজছে,' রানা চেয়ারে বসল, 'না, ওরা বেরুবার কথা ভাবছে না, ভাবছে ইসরাইলী আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত করবে। ওরা প্রস্তুত।'

'প্রস্তুত?' হাসল কর্নেল, 'মেজর রানা, আপনি বিপদে পড়ে সাময়িকভাবে আমাদের আশ্রয় নিয়ে সাহায্য করছেন। হ্যাঁ, মিথ্যে হয়তো বলেছি। আমাদের এমন অনেক সামরিক বিষয় আছে যা সবাইকে বলা যায় না। এটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। হ্যাঁ, খবর কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন?'

'মেজর হামেদ।' রানা হাসল, 'ধড়িবাজ লোক!'

চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দেশলাই জ্বালল কর্নেল। ধোঁয়া ছেড়ে আবার তাকাল রানার মুখের দিকে। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আক্রমণ, মানে ইসরাইলী আক্রমণ কোনদিক থেকে হবে বলে ওরা মনে করে?'

'ফারিয়া ব্রিজের দিক থেকে।'

একটা হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল কর্নেলের ঠোঁটে। হেলান দিয়ে বসল, 'ব্রিজের দিক থেকে?' আবার উচ্চারণ করল কথাটা।

'হুঁ!' রানার চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা প্রশ্ন। বলল, 'ওদের স্পাইং কারেক্ট?'

'কাঁটায় কাঁটায়।' উঠে দাঁড়াল কর্নেল, 'এটাই আমরা সন্দেহ করেছিলাম।'

'আপনার কথা আমি রেখেছি,' রানা বলল, 'এবার আমাদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। ইসরাইলে থাকতে পারলে ভাল, নয়তো আরব-বিরোধী কোন দেশে। আগে ওদের কাছে আমরা ছিলাম স্মাগলার। এখন হয়েছি বিদেশী চর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জেনে যাবে, আমরা অন্যান্য আরব ক্যাম্পগুলো পর্যবেক্ষণে

যাইনি, এসেছি ইসরাইলী ক্যাম্পে।'

হাসল কর্নেল ওয়াইল্ডার। বলল, 'আপনার বিপদের কথা আমি অনুমান করতে পারছি, মেজর। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। আপনার সেফটির ব্যবস্থা আগেই পাকা করে ফেলেছি আমরা। সেখান থেকে আরবদের সাধ্যও নেই যে আপনাদেরকে বের করে নিয়ে যায়। বিকেল পাঁচটায় একটা প্লেন আসবে, সেটা আপনাদের নিয়ে যাবে হাইফা এয়ার বেজে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আপনাকে আরও কাজে লাগাতে চায়।'

'স্মাগলিং?'

'স্মাগলিং অভ…' হাসল কর্নেল ওয়াইল্ডার, 'ইনফর্মেশন।' সোনায় বাঁধানো একটা দাঁত চকচক করে উঠল।

দুটো বিনকিউলারের চারটি চোখ উত্তরে ইসরাইলের এইট্থ্ রেজিমেন্টের ছাউনির উপর ঘুরছে। ওদিকের পাইন গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে সার দেয়া ট্যাঙ্ক। আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্ক।

দেখছেন জেনারেল সাবরী ও মেজর সৈয়দ মুস্তাফা।

'মেজর মুস্তাফা, আপনার অনুমান কত ট্যাঙ্ক আছে ওদের উত্তর পোস্টে?' জেনারেল প্রশ্ন করলেন।

'একশোর উপরে।'

চুপ করে রইলেন জেনারেল সাবরী।

'স্যার, আক্রমণ কি উত্তর থেকেই হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'আমি?' জেনারেল বিনকিউলার থেকে চোখ নামালেন, অন্যমনস্কভাবে কিছু একটা হিসাব করে বললেন, 'কি জিজ্ঞেস করছিলে, উত্তর থেকে আক্রমণ হবে কিনা?' একটু হাসলেন বিনকিউলার চোখে লাগাতে লাগাতে, 'তুমি ট্যাঙ্ক দেখে ঘাবড়ে গেছ, সৈয়দ!'

কর্নেল ওয়াইল্ডার রেডিও যোগাযোগ করল ইসরাইলী জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে।

'স্যার, ওয়াইল্ডার বলছি। মেজর রানা ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে। ওরা জানে, আক্রমণ হবে দক্ষিণ দিক থেকে ব্রিজ পার হয়ে।'

'গুড।' জেনারেল বলল, 'এখন পরিকল্পনামত কাজ করে যাও। এবং আমাকে জানাও।'

কর্নেল ওয়াইল্ডার নিজের অফিসে ফিরে এল। ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছে হাকাম ও আরেকজন। তাকে দেখে কর্নেল বলল, 'তোমাকে আজ কাজে লাগবে, সার্জেন্ট ফিশার। বসো।'

ক্লান্তিতে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে গেস্ট-রুমে। ফায়জা ও মার্শিয়া চোখে মুখে পানি দিল। চুলগুলো আঁচড়ে আবার ক্লিপ-বদ্ধ করল। রানা একটু হালকা হয়ে গা এলিয়ে

দিল বিছানায়। বলল, 'সবাই ঘুমিয়ে নাও...একঘণ্টা পাক্কা ঘুম।'

'একঘণ্টা?' আতাসী হতাশ হলো, 'একঘণ্টা দিবানিদ্রা একজন হানিমুনারের পোয়াবে না। মিসেস আতাসী, পোয়াবে?'

'একঘণ্টা ঘুমিয়ে আর সময় নষ্ট করবেন কেন?' বলল ফায়জা, 'এখানে এসে বরং প্রেমালাপ করুন, ঘুমটা ইসরাইলী প্লেনেই সেরে নেবেন।'

কথাটা সবাই ভাবছিল। ফায়জার কথার উত্তরে কেউ কিছু বলল না, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে দৃষ্টি ফেরাল রানার দিকে।

'এসেছিলাম এখানে কাজ করতে, যাচ্ছি হাইফা।' নাগিব বলল রিয়াদকে 'আচ্ছা প্যাঁচে পড়েছি!'

'জেনারেল নাগিব, মনে হয় নতুন কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছ?' আতাসী হেসে জিজ্ঞেস করল।

'না, স্যার,' নাগিব থতমত খেয়ে বলল।

আতাসী তাকাল ফায়জার দিকে। বলল, 'অভিমান করেছ, অলরাইট। কিন্তু মেজর মাসুদ রানার ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে হবে সেজন্যে?'

'বিশ্বাস হারিয়েছি!' চমকে উঠল যেন ফায়জা। তাকাল রানার দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে রানা। টলমল করে উঠল ফায়জার চোখ। মাথা নিচু করল, 'না, আতাসী। ওকে নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হিসেব আমি করতে পারি না।'

পাঁচ

'বস্, সামিরা আর মনসুর কোথায়?'

'হয়তো ঘুমুচ্ছে অন্য কোথাও।'

'ওদেরকে রেখেই পালাব?'

'যদি পালাতে পারি।' রানা সোজা কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরে নক না করেই ঢুকে পড়ল।

কর্নেল ওয়াইল্ডার ও হাকাম অবাক হয়ে তাকাল। ঘড়ি দেখল কর্নেল। হাকাম চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনাদের আসার কথা পাঁচটায়, এখন বাজে মোটে চারটে।'

'আমার বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে।' দরজা বন্ধ করল রানা, 'কিন্তু আপনারা ভুল করবেন না।'

ওরা দু'জনেই পাকা লোক। দুটো উদ্যত সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তলের মুখে ভুল করার মত বোকামি ওরা করল না। কিন্তু চোখ দুটোকে গোল বানাল।

'আমরা এখানে এসেছি আপনার চারজন বন্দীকে বের করে নিয়ে যেতে,' রানার মধ্যে কোন রকমের উত্তেজনা দেখা গেল না, 'মোটামুটি এখানেই ওরা আছে, আমাদের স্পাই এ খবরটা দিয়েছে। কিন্তু আপনারা ভাল ভাবেই জানেন, কোথায় আছে। আমাদের ওখানে নিয়ে চলুন।'

'আপনি পাগল হয়েছেন!' বিস্ময় প্রকাশ করল কর্নেল ওয়াইল্ডার।

আতাসী এগিয়ে গেল ওদের পিছনে। হোলস্টার থেকে দুটো পিস্তল বের করে খুলে রাখল ম্যাগাজিন। টেবিলের উপরে রাখা হাকামের কারবাইনটাও খালি করল।

'যদি আপনার হুকুম মানতে রাজি না হই?' বলল হাকাম।

আতাসী এগিয়ে গেল। হাতের পিস্তলের সাইলেন্সার দিল ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ভেতর ঢুকিয়ে। চাপ দিল। কোন কিছু বলার সুযোগ পেল না, অথবা সুযোগ নিতে সাহসী হলো না হাকাম।

রানা জানালার পাশে দাঁড়াল। আড়চোখে বাইরের দিকটা দেখল। জনা পনেরো আর্মির সশস্ত্র লোক বসে আছে ঘর থেকে ত্রিশ হাত দূরে। ওদিকের গেস্ট হাউজের দরজাটা সামান্য খোলা। ওখানে পজিশন নিয়ে বসে আছে মার্শিয়া ও ফায়জা। ঘোড়ার আস্তাবলে আছে মিশ্রী খান, রিয়াদ, নাগিব।

'আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যাবেন পশ্চিমে,' রানা বলল, 'কারও সঙ্গে কথা বলবেন না, ইঙ্গিত করবেন না, আমরা দশফিট পেছন থেকে আপনাকে অনুসরণ করব।'

'দশফিট পেছন থেকে অনুসরণ করবেন! কিন্তু আমার ক্যাম্পে আমার দিকে পিস্তল তুলবার আগেই গুলি খাবেন।'

'পিস্তল আমরা পকেটেই রাখব। কিন্তু আপনারা ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পথের ভিন্ন কোণ থেকে আমার সঙ্গীদের কারবাইন আপনাদের মাথা টার্গেট করবে। অতএব...' রানা পিস্তল নেড়ে বেরুবার ইঙ্গিত করল, 'সোজা আস্তাবলে।'

আতাসী দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

কর্নেল ওয়াইল্ডার আর হাকাম একমুহূর্ত ভাবল। তাকাল দুই সাইলেন্সারের দিকে, দেখল রানার মুখ। এবার রানার প্রতিটি কথায় কর্নেলের বিশ্বাস জন্মে গেল। পা বাড়াল দরজার দিকে।

ওরা দু'জন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নামতেই রানা পিস্তল পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। আতাসীও তাই করল। ইসরাইলী গার্ডরা কর্নেলকে স্যালুট দিল, কেউ দূর থেকেই গা ঢাকা দিল।

ওরা কিছুদূর আসতেই বেরিয়ে এল মার্শিয়া ও ফায়জা। নাগিব, রিয়াদ ও মিশ্রী খান আস্তাবলে অপেক্ষা করছিল। সবারই হাতের কারবাইনের মুখ জমির দিকে তাক করা কিন্তু আঙুল ট্রিগারে।

ন'টা ঘোড়া ন'জন আরোহী নিয়ে বের হলো।

ঘোড়াগুলো একনাগাড়ে হেঁটে চলল উপরের দিকে। দেড়ঘণ্টা পর লাগাম টানল কর্নেল। বলল, 'যদি আপনাদের ভুল পথ দেখাই?'

পিস্তল তুলল রানা। বলল, 'আমরা হচ্ছি সুইসাইড স্কোয়াড, কর্নেল। আরব ছাড়া আমাদের গতি নেই, মরা ছাড়া কোন পথ নেই। কিন্তু আপনি ইউরোপীয়, জন্ম আমেরিকায়। আরবদেশ আপনাদের ছাড়তে হলে যেতে পারবেন সেখানে। শুধু শুধু প্রাণটা দিতে আপনার কষ্টই হওয়া উচিত।'

কোন কথা না বলে কর্নেল দক্ষিণ দিকে তিন মিনিট এগোল। সামনে একটা

গ্রাম্য হাসপাতালের মত দেখতে বাড়ি। কিন্তু ভীষণ নির্জন মনে হয়।

ঘোড়া থেকে নামল সবাই।

রক্তবর্ণ আকাশ। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে।

রানা বাড়ির অন্ধকার জানালায় ছায়া দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল চোখ না সরিয়ে, 'ক'জন গার্ড আছে

'ছ'জন,' উত্তর দিল কর্নেল ওয়াইল্ডার।

এমন নির্জন অঞ্চলে চারজন নিরস্ত্র লোককে গার্ড দেবার জন্যে ছ'জনের বেশি দরকার হয় না।

'যদি, সাতজন হয়?' আতাসী এগিয়ে গেল, 'আপনি মারা পড়বেন।'

'ছয়জন,' বলল কর্নেল দ্রুত।

ওরা এগিয়ে গেল দরজার কাছে কর্নেলকে সামনে নিয়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন সার্জেন্ট।

'স্যার, আপনি!' অবাক হলো সাব-মেশিনগানধারী সার্জেন্ট, 'কোন রেডিও-মেসেজ তো পাইনি!'

কর্নেল তাকাল রানা এবং বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীদের দিকে। সবার হাত কারবাইনের ট্রিগারে। চোখ কর্নেলের উপর নিবদ্ধ। পশ্চিম আকাশের লাল পটভূমিতে সাতটি ভয়াবহ ছায়া। চোখ ফিরিয়ে নিল কর্নেল, বলল, 'রেডিও ডিজ্ অর্ডার হয়ে গিয়েছিল।'

কর্নেল রানাদের ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে। কিন্তু রানা নড়ল না। কর্নেল এবার নিজেই ভেতরে গেল। সবাই তাকে অনুসরণ করল।

সরু করিডর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল লাইন করে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কর্নেল। পরপর তিনটে দরজা অতিক্রম করে একটা ঘরে পৌঁছল। বেশ সাজানো-গোছানো বসার ঘর। ঘরের তিন দিকে তিনটি দরজা। একটা অন্ধকার সেলের দরজায় বড় রকমের তালা ঝুলছে। বুঝল এটাই। ঘরে আগে থেকেই দু'জন গার্ড অপেক্ষা করছিল। কর্নেল ওদের উদ্দেশে বলল, 'প্রিজনারদের বের করব।'

গার্ড পকেট থেকে বড় রকমের একটা চাবি বের করল। সার্জেন্ট এগিয়ে গেল গার্ডের কাছে। রানা ইশারা করল আতাসীকে। সবার হাতের কারবাইন একটু নড়ে উঠল।

আতাসী সার্জেন্টকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলে দিল একজন গার্ডের গায়ে। দু'জনই হুড়মুড় করে পড়ল চাবিধারী গার্ডের উপরে।

ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দেখল আতাসীর হাতে সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল। এবং একটি কারবাইনও এখন মাটির দিকে নামানো নেই।

সার্জেন্টের উদ্দেশে রানা বলল, 'আর তিনজন লোক কোথায়?'

ওরা উত্তর দিল না। রানা আবার করল প্রশ্নটা। সার্জেন্ট তাকাল কর্নেল ওয়াইল্ডারের দিকে। কর্নেলের মুখে কোন ভাষা নেই।

'ওর প্রশ্নের উত্তর দাও, সার্জেন্ট,' কর্নেল বলল, 'ওরা জাত খুনী!'

'ওরা ঘুমুচ্ছে···নাইট গার্ড!' সার্জেন্ট বলল, 'ওঘরে আছে।' আরেকটা বন্ধ

দরজা দেখাল।

আতাসী গার্ড দু'জনের হাত থেকে সাব-মেশিনগান দুটো নিয়ে নিল। ম্যাগাজিন খুলে নিয়ে ব্যাগে রাখল। ওদুটো মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে হুকুম দিল, 'দরজা খোলো।'

আবার সার্জেন্ট তাকাল কর্নেলের দিকে, এবং দরজা খুলল। আতাসী ভেতরে গেল সার্জেন্টের পিছন পিছন। বের হয়ে এল তিনজন শোবার পোশাক পরা গার্ড। দাঁড়াল দেয়ালের কাছে লাইন দিয়ে। রানা মেঝেতে পড়ে থাকা চাবিটা তুলে এগিয়ে দিল সার্জেন্টের হাতে, 'সেল খোলো।'

দরজা খুলে গেল হাট হয়ে। ভেতর থেকে বের হয়ে এল চারজন লোক। পোশাক দেখে চেনা যায় না এরা কারা। তবে আরব যে, এটা ঠিক। অনেকদিন বন্দী অবস্থায় থেকে সবাই বেশ বিভ্রান্ত।

'আপনারা?' রানাদের পরনে ইসরায়েলী পোশাক নেই অথচ হাতে কারবাইন দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল একজন।

'ফ্রেন্ডস্,' রানা বলল, 'আপনাদেরকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'কায়রো।'

'মানে…'

'প্রশ্নের উত্তর পরে দেব।' রানা তাকাল সার্জেন্টের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'আস্তাবল কোন্ দিকে?'

'ব্লক-হাউসের পিছনে।' বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে সার্জেন্ট।

রানা ইঙ্গিত করল রিয়াদ ও নাগিবের দিকে, 'আমাদের আরও দুটো ঘোড়া দরকার।'

ওরা বের হয়ে গেল।

সার্জেন্টসহ দু'জন গার্ডকে সেলের ভেতর ঢুকতে নির্দেশ দিল রানা। আতাসী হাকামের কোমর থেকে ছুরি তিনটে বের করে ঘরের কোণে ফেলে দিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাকাম। কিন্তু কিছু করল না।

ওদেরও সেলে ঢুকতে বলল রানা।

রানা নিজেও ভেতরে গিয়ে কর্নেলের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'কর্নেল, প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে গুলি করেই মারতাম। কিন্তু প্রয়োজন হবে না। সকালের আগে আপনার খোঁজ বোধহয় পড়বে না। কিন্তু তার আগেই…' রানা আতাসীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল।

সচেতন হয়ে উঠল কর্নেল।

'আপনার সঙ্গে আমি শঠতা করেছি, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, আরবদের ধারণা, আপনারা আক্রমণ করবেন দক্ষিণ দিক থেকে কিন্তু আসলে আরবরা জানে, আক্রমণ হবে উত্তরের গিরিপথ ধরে। আমরা জানি, একশো ট্যাঙ্ক আপনারা জমা করেছেন উত্তর গিরিপথে। কিন্তু…'

'কিন্তু?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কর্নেল। কণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

'আপনি একটু বেশিরকমের উৎসাহী হয়ে পড়ছেন কি, কর্নেল?' রানা হাসল,

'না, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। কারণ রাত দুটোর আগে আপনি বেরুতে পারবেন না এখান থেকে। এবং রাত দুটোয় একসঙ্গে সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের সাত স্কোয়াড্রন মিগ এসে বম্বিং করবে উত্তরাংশে, গিরিপথে। এক স্কোয়াড্রন মালবাহী প্লেন নামবে উত্তরের উঁচু সমতলে গোলাবারুদ নিয়ে, খাবার নিয়ে।'

কর্নেল ওয়াইল্ডারের দৃষ্টি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগে রানাই বলল, 'সকালের দিকে আরব সৈন্যরাই আপনাকে মুক্ত করবে।' দরজা টেনে দিল রানা। পিস্তলটা তাক করল ঘরের কোণে রাখা ছোট্ট ট্র্যানস্‌মিটারের উপর। গুলি করল পরপর তিনটে। আর কাজে আসবে না ওটা।

তালা বন্ধ করে রানা চাবিটা খুলে নিল না। বেরিয়ে এল বাইরে। সবাই উঠে পড়ল ঘোড়ায়। ঘোড়ায় বসেই ম্যাপ খুলে হিসেব করে এগিয়ে চলল রানা। সন্ধ্যার আলোয় সবকিছু রহস্যময়। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আতাসী ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়তে রানা হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'ফরওয়ার্ড!' ছুটিয়ে দিল ঘোড়া নিচের অলিভ গাছের সারির দিকে।

সবাই ইতস্তত করে লাগাম আলগা করে দিল। মার্শিয়া শুধু থমকে দাঁড়িয়ে থাকল। আতাসী চোখ টিপল, 'এগিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে তুমি থাকলে আধঘণ্টা পর রওনা দিয়েও তোমাদের ধরে ফেলব। আমি বেদুইন, এটা মনে আছে নিশ্চয়ই?'

মার্শিয়া কোন কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আতাসী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। এবং উল্টো দিকে ছুটে চলল, একটু অন্যপথে। অলিভ গাছের একটা সারির ভেতর ঢুকে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। বের করল একটা ছুরি। ঘোড়াটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে নিঃশব্দ চিতার মত এগিয়ে গেল একটু উঁচু জায়গায়। বের করল বিনকিউলার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ব্লক-হাউসের দরজায় তিনটে ছায়া দেখা গেল। মানুষের ছায়া। ওদের দু'জন হচ্ছে মনসুর ও সামিরা। আতাসী এর বেশি কিছু দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না। ছুটে এসে ঘোড়ায় উঠল এক লাফে। ঘোড়া ছুটল দুরন্ত বেগে।

সার্জেন্ট ফিশার পকেট থেকে বের করল বড় একটা চাবি। কিন্তু চাবি তালায় লাগাতে গিয়ে দেখল ওখানে আগে থেকেই লাগানো রয়েছে আরেকটা চাবি। অবাক হয়েই মনে মনে হাসল।

দরজা খুলে যেতেই উঠে দাঁড়াল কর্নেল ওয়াইল্ডার। বলল, 'গুড, সার্জেন্ট ফিশার। এবার তোমার প্রোমোশনটা না হলেই নয়। রেডিও?'

'বাইরে আছে। সামিরা আর মনসুরকেও বেঁধে রেখেছি।'

'গুড, গুড!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্নেল, 'ওদের কথা পরে ভাবব। এখন রেডিওটা নিয়ে এসো। আর তিনজন ঘোড়া নিয়ে ওদের ফলো করো। দেখো, ওরা ঠিক ঠিক মেজর হামেদের ক্যাম্পে পৌঁছে কিনা।'

তিনজন সার্জেন্ট বেরিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে। কর্নেল রেডিও যোগাযোগ করল জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে।

'জেনারেল?'

'কর্নেল ওয়াইল্ডার?' জেনারেলের কণ্ঠে উত্তেজনা, 'বলো দেখি আমার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আরবদের ওপর কি রকম কাজ করল?'

'স্যার, আপনি সাইকোলজির অধ্যাপক হতে পারতেন,' কর্নেল বলল, 'সব ঘটেছে আপনারা পরিকল্পনা মত। ভয় ছিল, ওরা গুলি করলেও করতে পারে।'

'কিন্তু করেনি,' জেনারেল ওটেনবার্গ বলল, 'তুমি বেঁচে আছ তাতেই অনুমান করছি। করবে না, এরকম একটা অনুমান অবশ্যি আগেই করেছিলাম। কারণ ওরা ওদের লোক পেয়েই খুশি হয়ে যাবে।'

'ওরা চলে গেছে। ওদের বিশ্বাস, আমাদের আক্রমণ হবে উত্তর গিরিপথ থেকে। এ বিশ্বাসটুকু স্থাপনের জন্যেই তো এত পরিকল্পনা।' একটু থামল কর্নেল ওয়াইল্ডার, 'কিন্তু, স্যার, আরেকটি কথা, আজ রাত দুটোয় আরব বিমান হামলা করবে উত্তর গিরিপথে।'

'ততক্ষণে আমাদের আর্মির পুরো একটা ডিভিশন ফারিয়া ব্রিজ পার হয়ে আরবদের আটকে ফেলবে। আজ রাতেই ব্রিজ পার হতে চাই। সেজন্যেই ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলুক উত্তর দিকে, এটাই আমি চাই। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং, কর্নেল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'ও হ্যাঁ, ট্রেইটর সম্পর্কে কি ভাবছ?'

'ওদেরকে আমার ওপর ছেড়ে দিন, স্যার।'

'ওকে, ওকে!'

সামিরাকে নিয়ে হাকাম ফেলল সেলের ভেতর। দরজা বন্ধ করে তালা-চাবি হাতে নিতেই সার্জেন্ট ফিশার দ্বিতীয় চাবিটা হাকামের হাতে দিল।

হাকাম অবাক হয়ে তাকাল। সার্জেন্ট ফিশার উত্তর দিল, 'মেজর রানা চাবি নিয়ে যায়নি।'

'কি!' চমকে উঠল কর্নেল ওয়াইল্ডার। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মেজর রানা জানত, তুমি ফিরে আসবে? ইটস্ এ ট্র্যাপ, ফিশার! হাকাম, গেট সামিরা!'

'সামিরা ও মনসুর ওদের হাতে পড়েছে,' রানা ঘোড়া থেকে নেমে মেজর হামেদের ঘরে ঢুকে এ কথাটাই প্রথম বলল, 'আমি এখানে দশ মিনিট অপেক্ষা করব। ওরা ফিরে আমাদের এখানে পৌঁছবার কথা রিপোর্ট করতে করতেই আমাদের ওখানে পৌঁছুতে হবে!'

'সামিরাকে উদ্ধার করতে!' মার্শিয়ার কানে কানে বলল ফায়জা।

'ইয়েস, মাই জেলাস সুইট।' কথাটা রানার কানে যেতেই না তাকিয়ে উত্তর দিল সিগারেট ধরাতে ধরাতে, 'ওরা সন্দেহ করেছিল, এবার শিওর হবে যে, সামিরাই আমাদের বলেছে চারজন বন্দীকে কোথায় রাখা হয়েছে।'

'সামিরা?' কয়েকটা কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ হলো।

'সামিরা আরবদের এক নম্বরের এজেন্ট,' রানা বলল। 'আমরা যে নকল দল-

ত্যাগকারী আরব তা প্রথম থেকেই জানত ইসরায়েলীরা। সামিরাই ওদেরকে বলেছিল। এবার ওরা জানবে সামিরাও নকল।'

'আমরা যে নকল তা ওরা জানত?' মার্শিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি যে বললেন সামিরা আরব এজেন্ট?'

'জেনারেল আরাবীর কথা মতই সামিরা ওদেরকে জানিয়েছিল। শুধু আমাদের কথা নয় আগের চারটে মিশনের খবর আগে থেকে ও-ই দিয়েছিল।'

'কেন?' প্রশ্ন করল রিয়াদ, 'বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে?'

'না। বোকা বানাতে। সে সব আগের কথা। ইসরায়েলের আক্রমণ পরিকল্পনায় অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে ওদের কাছে পাওয়া নকল খবরে,' রানা বলল, 'আমাদের সম্পর্কে সামিরা খবর দিয়েছিল যে, আমরা এসেছি বন্দী এজেন্টদের উদ্ধার করতে। সামিরাই আগের এজেন্টদের সংগৃহীত খবরের কথা ওদেরকে বলে রেখেছিল। খবরটা হচ্ছে: ইসরায়েল উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবে আরবদের। এই খবরটুকুই ওরা বিশ্বাস করাতে চায় জেনারেল সাবরীকে। সেজন্যেই ওরা ঘটনাগুলোকে সাজিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে আমাদের পালাতে। আমাদের পালাতে সুযোগ দিতে গিয়েই ওরা শিওর হয় যে, সামিরা আসলে আমাদের লোক, সন্দেহ করেছিল গতরাতেই। আতাসী আর মিশ্রী খান দু'জন অনুসরণকারীকে হত্যা করলেও, হাকাম যে আমাদের অনুসরণ করেছিল তা অনুমান করতে পারিনি। হাকাম রেডিও রূমে কোড উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে অপারেটরকে খুন করে।'

'হাকাম!' উচ্চারণ করল রিয়াদ।

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'আজকেও ওরা আমাদের অনুসরণ করবে। দেখে খুশি হবে, আমরা আমাদের সংগৃহীত খবর যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। খবরটা হচ্ছে: ওরা উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবে।'

'কিন্তু ওদের তো আমরা বন্ধ করে রেখে এসেছি।'

'ওদের লোক বাইরে আত্মগোপন করে ছিল। আমি চাবি রেখে এসেছি তালার সঙ্গে,' রানা বলল।

'সামিরা ও মনসুর যে ওখানে আছে সেটা কিভাবে অনুমান করছেন?' এ প্রশ্নটা করল মেজর হামেদ।

'আতাসী দেখে এসেছে।'

'সামিরা তো স্পাই, মনসুর তবে কে। ওর সত্যিকারের ভাই না?' ফায়জার প্রশ্নে এবার রানা ফিরে তাকাল। একটু হাসল। বলল, 'মনসুর মনসুরই। ও নিজেই একটা ফ্রন্ট।'

ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'আমাদের জন্যে দড়ি দেবেন কিছু। আর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা খুলে বলবেন, দক্ষিণের পোস্ট পিছিয়ে নিতে। উত্তর দিকে এগোতে। আজ রাতেই।'

'আক্রমণ কি ওরা উত্তর দিক থেকেই করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মেজর হামেদ।

'সেরকমই মনে হয়, শ'খানেক প্যাটন ট্যাঙ্ক যখন ওখানে জমায়েত করা হয়েছে।'

'একশো?'

'একশো দশ,' রানা বলল। 'একশো দশটা কাঠের তৈরি ট্যাঙ্ক।' রানা হাসল, 'না, কাঠের ডামি দিয়ে এক ডিভিশন সৈন্যকে আক্রমণ ওরা করবে না। আক্রমণ হবে আজ রাতেই, ঠিক বারোটায়। দক্ষিণ দিকের ব্রিজ ওরা পার হতে শুরু করবে।'

'ব্রিজ ওরা বিনা-বাধায় পার হবে?'

'হ্যাঁ।'

'সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের সাত স্কোয়াডের কথা বলেছিলেন, ওটাও কি মিথ্যে কথা?'

'না, মিথ্যে নয়। তবে সংখ্যায় অনেক কম। কিন্তু জেনেশুনেই কাঠের ট্যাঙ্কগুলো নষ্ট করবে। প্রথমবারই শুধু পুরোপুরি সত্যি কথা ওদেরকে বলেছিলাম। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি মিথ্যে কথা বলেছি, দ্বিতীয়বার মিথ্যে কথাটাকেই সত্যি বলে ধরেছে। এটাকেও যদি সত্যি বলে ধরে তবে আজকের আক্রমণ-পরিকল্পনা কোনক্রমেই পরিত্যক্ত হবে না। আমি চাই, আজকেই ওরা ব্রিজ পার হোক।'

'ব্রিজ কিভাবে…'

'এখন কেবল সন্ধ্যা, মেজর হামেদ। ইস্পাতের তৈরি এই পাহাড়ী অঞ্চলের ব্রিজ আকাশ থেকে বম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কিভাবে সম্ভব, ভাবার এখনও সময় আছে। হ্যাঁ, সকাল ছ'টায় প্লেন আসছে তো?'

'আসছে।'

'আমাদের একটু দেরি হলে হতে পারে, অপেক্ষা করতে বলবেন,' রানা বেরিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়াতেই পিছন থেকে রিয়াদ ডাকল, 'মেজর।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। আসলে আমি বুঝিনি কিছুই।'

রানা হাসল। কাঁধে হাত রাখল রিয়াদের। বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে'পারছ, কেন সব কথা আগে খুলে বলিনি?'

'পারছি। দ্বিতীয়বার আর ভুল হবে না, স্যার।'

'যদি হয়?'

রিয়াদ চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'তখন আপনি নিজের হাতে শূট ক বেন আমাকে!' হাসল রিয়াদ।

রানাও হাসল পাশে দাঁড়ানো আতাসীর দিকে তাকিয়ে। বলল, 'আতাসী সে-সুযোগ আমাকে দেবে?'

সবাই হেসে উঠল। মার্শিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, 'খুনে!'

রানা তাকাল মেজর হামেদের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল, এই ভাবেই বলল, 'জেনারেল সাবরীকে বলবেন ঠিক একটা থেকে ফায়ারিং শুরু করতে।'

'একটা?' মেজর বলল, 'কোন্ দিকে? উত্তর, না দক্ষিণ?'

রানা আকাশে তাকিয়ে দেখল প্রায় গোলাকার চাঁদটা। বলল, 'চাঁদটাকে টার্গেট করে।'

'গুলি করো, মেরে ফেলো, একটা কথাও আর বেরুবে না,' কেঁদে ফেলল সামিরা, 'আমি ইচ্ছে করে কিছু বলিনি। ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল···বলিনি কিছু। তারপর রানা আমার ভাইয়ের গলায় ছুরি ধরে কথা বলতে বাধ্য করে। আমি তেমন কিছু বলিনি। শুধু এই ব্লক-হাউসের ঠিকানা দিয়েছিলাম। আমি না বললে খুনে রানা আমার ভাইকে মেরে ফেলত।' করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ল সামিরা।

'কি মিথ্যুক মেয়েরে, বাবা!' মিশ্রী খান বলল রানার কানে কানে।

রানা দরজার ফুটোয় চোখ রাখল। দেখল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সামিরা। কর্নেল ওয়াইল্ডার লাথি মারছে কোমরে।

হাকাম বলল, 'স্যার, ওকে আজকের রাতটা বরং আমার হাতেই ছেড়ে দিন।'

'তোমার হাতে?' খেপে উঠলেন কর্নেল, 'তুমি কে হে?'

'আমি···আনসার, সাহায্যকারী ক্যাপ্টেন।'

'সাহায্যকারী! না, বিশ্বাসঘাতক আরব?'

'আরবদের আমি ঘৃণা করি।'

'আমি করি না। আমি এ মাগীকে আগেই ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জেনারেলের পেয়ারের লোক বলে ছেড়ে দিয়েছি। গেট আউট! আমি একজন জার্মান কর্নেল। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক আরব। গেট আউট!' কর্নেল ঝুঁকে পড়ে টেনে তুলল সামিরাকে। মুখটা সোজা করে ধরতে চেষ্টা করল। বুকের কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল কর্নেল ওয়াইল্ডার। হাতে দাঁত বসিয়ে দিল সামিরা।

'স্যার, জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা···'

ছেড়ে দিল সামিরাকে। দ্রুত এগোল হাকামের দিকে। তার আগেই হাকাম সরে এল দরজার দিকে। রানা সরে দাঁড়াল পিস্তলটা সোজা করে ধরে।

দু'জন গার্ডকে আগেই পিস্তলের বাঁটের আঘাতে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

দরজা খুলেই হাকাম চমকে গেল ভূত দেখার মত। সরে গেল দুই পা। রানা দরজার মুখে দাঁড়াল, 'নড়বে না একটুও। এবার তোমাদের গুলি করতে বাধবে না, কর্নেল।'

'চাঁদে টার্গেট করতে হবে।' চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল, 'হুঁ, টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে বেশ মানানসই, একটু দূরে এই যা। কিন্তু আমাদের বিদেশী বন্ধু যখন চেয়েছে তখন গুলি করতেই হবে। কি বলেন, কর্নেল সৈয়দ মুস্তাফা?'

'কিন্তু, স্যার···'

'আপনি কর্নেল বেগকে জানান ব্রিজের কাছ থেকে উপরে সরে যেতে। এদিকে আপনি আর মেজর গুলি শুরু করবেন। ঠিক দুটোর দিকে পেছনে সরে কর্নেল বেগের সঙ্গে যোগ দেবেন,' জেনারেল সাবরী বললেন, 'রানার মিশন যদি ফেল করে তবে গুলি আকাশে না, ইসরায়েলের উদ্দেশেই ছুঁড়তে হবে।'

'রানা পারবে দুটো সশস্ত্র ডিভিশনের গতিরোধ করতে?'

'পারতে পারে, না-ও পারে,' জেনারেল বললেন, 'দশ পার্সেন্ট সাফল্যের বিপক্ষে নব্বই পার্সেন্ট ব্যর্থতারই সম্ভাবনা।'

'দশ পার্সেন্ট?'

'জিরোর চেয়ে দশ কি শুনতে ভাল নয়?'

কর্নেল ওয়াইল্ডার ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে সেলের ভেতরে ঢুকিয়ে ঘরের তালা মারতে গিয়ে দেখল চাবি নেই। রানা ওদের দিকে তাকাল। চাইল, 'চাবিটা?'

উত্তর দিল না কেউ।

আতাসীর কারবাইন সোজা হলো ওদের দিকে। রানা বলল, 'চাবি না গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে না।' রানা তাকাল কারবাইনের মুখের দিকে। ওরাও দেখল। এবং হাকামের হাত চলে গেল পকেটে। ছুঁড়ে দিল চাবিটা। সেলের শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওটা মিশ্রী খান তুলে নিল, 'ভাতিজা সব বোঝে, ওস্তাদ।'

তালার মধ্যে ঢুকাল মিশ্রী চাবি। বন্ধ করল তালা। রানার হাতে দিল চাবিটা। বাইরের ঘরটায় দেখল অন্য একটা ছোট ট্র্যানসিভার। আতাসী গুলি করল ওটার গায়ে।

বাইরে বেরিয়ে এসে উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। রানা তাকাল মনসুরের দিকে। ফায়জা এবার রানার পাশে এসে দাঁড়াল। রানা হাত তুলে ইশারা করল সামিরাকে। সামিরা এগিয়ে গেল দ্রুত। না অসুবিধে হবে না, ভাল ঘোড়সওয়ার। দ্রুত যেতে পারবে।

রানা বলল, 'সময় কম। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

নয়টা ঘোড়া দুরন্ত বেগে ছুটে চলল পাহাড়ী পথে। আতাসী চলছে অন্ধ মনসুরের পিছনে পিছনে।

কর্নেল বেগের রেজিমেন্ট পিছিয়ে গেল বেশ কিছুটা উত্তরে। এই পরিবর্তন তার পছন্দ নয়। কিন্তু জেনারেলের অর্ডার। অর্ডার, হ্যাঁ অর্ডার।

ছয়

'রানা।'

আজকের সকালের পর এই প্রথম ফায়জা ডাকল রানাকে। পুরো দলটা ঢাল বেয়ে নামছে। গতি অনেক কমে এসেছে। ঘোড়া খুব সাবধানে নামছে। রানা বলেনি কোন্‌দিকে যাচ্ছে তারা। কেউ জিজ্ঞেসও করেনি। অন্য ভাবনায় ডুবে ছিল ও, ফায়জার ডাকে চমকে ফিরে তাকাল। বলল, 'বলো।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'দশ মিনিট পর দেখবে।'

'ওস্তাদ,' মিশ্রী খানের কিছু একটা মনে পড়েছে, 'ওস্তাদ, আমরা তো বাধের সৌন্দর্য দেখতে যাচ্ছি না?'

'হ্যাঁ।'

'এটা জানে ওই কর্নেল ওয়াইল্ডার বা হাকাম?'

'জানা উচিত,' রানা বলল। 'ওরা ঘুঘু লোক।'

'তবে কেন গুলি করলেন না ওদের?'

'প্রয়োজন পড়লে করতাম।'

'তবে, ওস্তাদ, দুটো প্রশ্ন করছি,' মিশ্রী খান বলল, 'আপনি জানতেন সার্জেন্ট ফিশার কর্নেল ওয়াইল্ডারকে মুক্ত করবে। কিন্তু কিভাবে ও সেলের তালা খুলল?'

'আমি চাবিটা রেখে এসেছিলাম।'

'আপনি জানতেন ও আসবে, কিন্তু ও কি জানত, আপনি তালার সঙ্গে রেখে যাবেন চাবি?'

রানা লাগাম টেনে ধরল ঘোড়ার। কোন কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে করে বলল, 'ঠিকই ধরেছ, ক্যাপ্টেন। ওরা চাবির ডুপ্লিকেট করেছিল নিশ্চয়ই। ও চাবিটার কথা আমি ভাবিইনি।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ওরা বাইরে বেরিয়ে পড়বে।' লাগাম আলগা করে দিল। সামিরাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প কয় মাইল হবে?'

'এক মাইলের মত।'

রানার ঘোড়ার মুখ ঘুরল।

সাত মিনিট পর ওদের দেখা গেল ক্যাম্পের কাছাকাছি অলিভ গাছের জঙ্গলে। রানা হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। একশো গজ দূরে কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রিয়াদ।

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'আতাসী একাই কাজটা করতে পারবে।'

'একা! একজন লোক একটা শত্রু শিবিরে…' এবার বলল কিশোর নাগিব।

'জেনারেল নাগিব, আতাসী একজন প্রখ্যাত গেরিলা,' উত্তর দিল মিশ্রী খান।

'আমরাও,' সগর্বে বলল রিয়াদ, 'আমরাও ট্রেনিং পেয়েছি।'

'কিন্তু আতাসী হচ্ছে আতাসী,' মিশ্রী খান বলল। 'ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে একমাত্র চিতার। ক্ষিপ্র, চতুর, শক্তিশালী। এতক্ষণে রেডিওরুমের দামী আমেরিকান যন্ত্রপাতিগুলো শেষ হয়ে গেছে।'

'কোন্‌দিকে গেল লেফটেন্যান্ট?' রিয়াদ ফিরে দেখল আতাসীর ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে মার্শিয়া। আতাসী নেই।

বিস্ময়ে ভরে গেল ওদের চোখ।

এগিয়ে চলল ওরা। দু'মিনিট পর পিছনে পাতার মৃদু খসখস শব্দ শুনে রিয়াদ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আতাসী ছুটে আসছে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা?'

ছুটে এসে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে দুটো আঙুল তুলল। হাতে রক্তমাখা ছুরি। ঘোড়ার গতি একমুহূর্তের জন্যেও রোধ হলো না।

কর্নেল ওয়াইল্ডার রেডিও-রুমের বারান্দায় লাফিয়ে উঠল। দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে চিৎকার করে বলল, 'জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে লাইন দাও। টেল হিম টু স্টপ।'

থমকে দাঁড়াল কর্নেল। আর এক পা এগোতে পারল না। পিছনে দাঁড়ানো হাকামের হাত স্পর্শ করল কর্নেলের কাঁধ। দু'জনের চারটে চোখে অবিশ্বাস কেঁপে গেল। ফুটে উঠল ভয়। আতঙ্ক।

মৃদু আলোকিত রেডিও-রুমের মেঝেতে পড়ে আছে দুটো লাশ। অপারেটর ও গার্ড। ট্র্যানসিভার উল্টেপাল্টে পড়ে আছে পাশে। ফেসপ্লেট ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'না না না!' চিৎকার করে উঠল কর্নেল। দরজার কাঠে কপাল ঠুকল। হঠাৎ পাগলের মত বাইরে বেরিয়ে এল। তার পাশে এসে দাঁড়াল হাকাম।

একটু শান্ত হয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে কর্নেল বলল, 'আস্তাবলে যে ক'টা ঘোড়া আছে সে ক'জন লোক বাছাই করে রেডি হও। তিন মিনিট সময় দিলাম। নো রাইফেল নো মেশিনগান। শুধু মেশিন-পিস্তল নেবে। যুদ্ধ হবে সামনাসামনি। সবাইকে বলে দেবে আর বন্দী নয়। শুধু লাশ চাই, শুধু মৃতদেহ।'

পাঁচ মিনিট পর পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার বের হলো কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প থেকে। সবার আগে বিভ্রান্ত কর্নেল ওয়াইল্ডার। ছুটে চলল পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার।

'ক্যাম্পের ঘোড়াগুলোকেও নষ্ট করা উচিত ছিল। কর্নেল ঘোড়া নিয়ে হয় জেনারেল ওটেনবার্গের কাছে মেসেঞ্জার পাঠাবে, নয়তো আমাদের ফলো করবে,' রানা আপন মনেই বলল। 'আবার একটা ভুল করলাম, ফায়জা।'

'ভুল করেছেন, ওস্তাদ!' বিস্ময় ফুটে উঠল মিশ্রী খানের কণ্ঠে। তারপরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, আমরা একটা মানষের বুদ্ধিতেই চলছি।'

'মানে?'

'আপনি তাহলে রোবট নন।'

ওরা চাঁদের আলোয় দেখল রেল-লাইনের পাশে এসে পড়েছে। রেল-লাইন না, চোখ আটকে গেল লাইনে দাঁড়ানো একটা পুরানো লোকোমোটিভের ওপর।

'ওস্তাদ!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল মিশ্রী খান, 'এই ট্রলিটা ব্যবহার করতে পারি। লাইনটা চলে গেছে নদীর পাশ দিয়ে একেবারে বাঁধের কাছে। সকালে এই লাইনটাই দেখেছিলাম আমরা। অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে, বেশ আরামে। ঘোড়াগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।' মিশ্রী খানের কণ্ঠস্বরও কাহিল মনে হলো।

মিশ্রী খানের দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা সবাইকে অবাক করল, কিন্তু ট্রলিটার অবস্থা কাউকে আর উৎসাহিত করল না।

মিশ্রী খান কারবাইনটার বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে খসিয়ে ফেলল সামনের চাকায়

লাগানো ত্রিকোণ খিল। ওর দেখাদেখি অন্যরা বাকিগুলো খুলল, একইভাবে। কিন্তু নড়ল না ট্রলি। জং-ধরা লিভার তুলে দিল আতাসী এবং সবাই মিলে দিল ঠেলা।

সচল হলো লোকোমোটিভ। বিচিত্র শব্দ করে চলা শুরু করল। কারণ ওদিকটা ঢাল। রানা সবাইকে উঠতে হুকুম দিল। তুলে দিল ফায়জাকে। সবাই উঠে পড়লে রানাও লাফিয়ে উঠল ট্রলিতে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল। ভুল হয়ে গেছে।

দৌড়ে গেল ঘোড়ার কাছে। নামাল দড়ির রোল। আতাসী ব্রেক খুঁজে পেল না। এ লোকোমোটিভের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। রানা প্রাণপণে ছুটছে, কিন্তু লোকোমোটিভের গতি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমে। আতাসী লিভারের হ্যান্ডেলে পিঠ লাগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে পেছনের দিকে চাপ দিল। আর্তনাদ করে উঠল ট্রলির চাকা। দাঁতে দাঁত বসে গেল। চাকা থেমে গেল। লাইনের ওপর ঘষেঘষে কয়েক ইঞ্চি এগোল আগুনের ফুলকি তুলে। রানা লাফ দিয়ে উঠল। উঠেই বলল, 'চালাও।'

চলল ট্রলি। কিভাবে চলল কেউ বলতে পারবে না আতাসী ছাড়া। এক মিনিট রানা কোন কথা বলতে পারল না। প্রাণ ভরে দম নিচ্ছে। ফায়জা রানার হাতটা ধরল। রানা বলল, 'বারবার আজ ভুল করছি। প্রথমে ভুললাম চাবি, তারপর ঘোড়া, এখন দড়ি।'

'দড়িটা ভুলে ভালই হয়েছে।' মিশ্রী খান একটা বগা ধরাল।

'কেন?'

আতাসীকে দেখিয়ে বলল, 'ট্রলি থামানোর অদ্ভুত কায়দাটা আবিষ্কার করে ফেলল আমার ভাতিজা।'

'স্যার, আমরা আরও একটা কথা ভুলে গেছি,' রিয়াদ বলল। রানা ওর দিকে তাকাতেই পেছনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডার আর হাকাম।'

রানা দেখল ঢাল থেকে রানাদের ঘোড়াগুলোর কাছে লাইনের উপর উঠে এসেছে ওরা। ওরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার।

রিয়াদ কারবাইনের ব্যারেল রাখল পেছনের হেলান দেয়ার জায়গায়। বসল, 'স্যার, পারমিশন?'

রানা ফায়জার কোল থেকে কারবাইনটা তুলে নিয়ে মুহূর্তে পিছন ফিরে বসল, বলল, 'ফায়ার। সবাই মাথা নিচু করো।'

রানা ট্রিগার চেপে ধরল।

দুটো কারবাইন থেকে কড় কড় শব্দ তুলে একনাগাড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল নীলচে আগুন।

ওদিক থেকেও গুলি হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ গুলি ওরা করল না। ঘোড়ার পিঠে বসে টার্গেট করা সম্ভব নয়। আধ মিনিট পর আর দেখা গেল না কাউকে।

গুলি বন্ধ হতেই সবাই মাথা তুলল। মাথা তুলল মিশ্রী খান। একটু শিউরে উঠল যেন। বলল, 'ওস্তাদ, ট্রলি অন্তত ষাট মাইল বেগে ছুটছে।'

'হ্যাঁ, যদি কুড়ি মাইলকে তুমি ষাট মাইল বলো,' রানা বলল। 'এই কুড়ি মাইল আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ঘোড়া কোনদিন আমাদের ধরতে পারবে না।'

লোকোমোটিভের গতি কিছুটা কমে এল। কারণ এখন অনেকটা সমতলে চলছে। এখান থেকে ফারিয়া হ্রদের পানি দেখা যাচ্ছে। গাছ আর নেই। ডান পাশে অন্ধকারে চকচক করছে কালো পানি। আরও ধার ঘেঁষে এল রেল-লাইন। একেবারে পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে লাইন। হ্রদের একটা সরু বাহু বাঁ দিকে কিছুটা এগিয়ে মোড় নিয়েছে। রানা অনুমান করে নিয়ে ফিরে তাকাল আতাসীর দিকে। বলল, 'এখানে আমি একটু নামব। ব্রেক দাও।'

আতাসী চেপে ধরল লিভার। ট্রলি থামল আগের মতই।

রানা নামল। সঙ্গে মিশ্রী খান। দৌড়ে এগোল খাঁড়ির দিকে। কুড়ি হাতের মধ্যে এসে বসে পড়ল সাবধানে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। খাঁড়ির ধারে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল নিচে। নিচে বাঁ দিকে বাঁধটা। বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটাই বাঁধে যাওয়ার আসল পথ।

তার উপরে খাড়া পাহাড়ের মাথায় দু'জন গার্ডের ছায়া। ছায়া দুটোর চোখ এদিকে ফিরবে না।

চাঁদের আবছা আলোতে দেখা গেল বাঁধের উপর দু'জন সেন্ট্রি হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এলোমেলোভাবে ছুটাছুটি করছে অনেক লোক।

এগোতে পারেনি মিশ্রী খান। হাত পাঁচেক দূরে বসে এক এক ইঞ্চি করে এদিকে আসছে। রানা ওকে খেয়াল না করে আরও ঝুঁকল। দেখল খাঁড়ির গায়ে লাগানো ব্র্যাকেটগুলো। মই শুরু হয়েছে বাঁধের চূড়া থেকে, নেমে গেছে পানির লেভেলে। বেশ কিছুটা ওপাশে দেখল ঝুলন্ত সেতু। চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপর ফিরে চলল। রানাকে কথা বলতে না দেখে মিশ্রী খান অনুমান করল, বিষয়টা জটিল হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর দু'জন সেন্ট্রির ছায়া। রানা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। বের করল সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল। রানার দেখাদেখি মিশ্রী খানও। দু'জনই একসঙ্গে ট্রিগার টিপল। মৃদু আর্তনাদ করে দুটো ছায়া এদিকে গড়িয়ে পড়ল। আটকে গেল একটা পাথরের আড়ালে।

ফিরে এল দু'জন লোকোমোটিভে। আতাসীকে রানা বলল, 'আর মাইল দেড়েক গিয়ে থামবে।' তাকাল সামিরার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'নিচে পানির লেভেলে একটা ফোর্ড আছে হেঁটে মানুষ পার হবার জন্যে। এখানে নামার পথও নিশ্চয়ই আছে?'

'আগে ছিল পাহাড়ী ছাগলের জন্যে, এখন ভেঙে গেছে।'

'অপমান কোরো না আমাদের ছাগল বলে!' মিশ্রী খান প্রতিবাদ করল।

ওর কথায় কান দিল না রানা। সামিরাকে বলল, 'ঠিক জায়গাটায় এলে বলবে আতাসীকে।'

রেল-লাইনের পাশ থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বাঁধের দিকে। ওখানে কোন সুড়ঙ্গ-পথ আছে। ইস্পাতের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

বাঁধ থেকে পাঁচ মাইল দূরে, নিচে, ফারিয়া ব্রিজের কাছে জেনারেল ওটেনবার্গ তদারক করছে তার বাহিনী। পাশে রয়েছে দু'জন কর্নেল। প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক ঘিরে

কয়েকজন করে লোক কাজ করছে। লরি, ট্রাক জাতীয় সচল বস্তুগুলো প্রস্তুত হচ্ছে। লুকিয়ে থাকার সময় শেষ হয়েছে। সবার ভেতর একটা ব্যস্ততা।

জেনারেল ঘড়ি দেখল।

'বারোটা তিরিশ।' জেনারেল পাশের কর্নেল দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে মোটর ভেহিকেল ব্রিজ ক্রস করবে। এবং ছড়িয়ে পড়বে ফারিয়া নদীর উত্তর তীরে। ঠিক দুটোয় ক্রস করবে ট্যাঙ্কগুলো।'

'ওরা পিছু হটে গেল কেন, স্যার?' একজন কর্নেল বলল, 'কিছুতেই সারেন্ডার করবে না?'

'না,' জেনারেল বলল, 'আমি আগে ওপারে যেতে চাই। তারপর দেখব বারো ঘণ্টার মধ্যে সারেন্ডার করে কিনা।'

'এখানে!'

সামিরা বলে উঠল। আতাসী সঙ্গে সঙ্গে আসুরিক শক্তিতে চেপে ধরল লিভার-ব্রেকটা। আগুনের ফুলকি তুলে থেমে গেল ট্রলি। থামল ডানদিকের খাঁড়ির একটা খাদের মুখে।

রানা লাফ দিয়ে নামল। এবার সবার আগে দড়ির রোলটা তুলে নিয়ে রিয়াদের হাতে দিল। কিছু বলতে হলো না। বুঝে নিল সবাই, এখানেই নামতে হবে। সবাই লাফ দিয়ে নামল। মার্শিয়া বসে রইল। হয়তো ও চায়, আতাসী নামিয়ে দিক। কিন্তু আতাসী বলল, 'জাম্প!'

মার্শিয়া লাফ দিয়ে পড়ল মুখ লাল করে। সঙ্গে সঙ্গে আতাসী ব্রেকলিভার খুলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। ট্রলি ছুটে গেল ঢাল বেয়ে দ্রুত গতিতে।

সবার আগে এগিয়ে গেল রানা খাদটার দিকে। একজন লোক কোনমতে যেতে পারে। খাদটা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। অনুমান করা যায়, ব্রিজ বা বাঁধ যখন ছিল না তখন এটাই ছিল ফারিয়া পারাপারের একমাত্র পথ। অপব্যবহারে, পাথর ভেঙে পড়ে দুর্গম করে তুলেছে পথটা। ন'জন লোক অতি সাবধানে এগোল ঘুটঘুটে অন্ধকারে। পা ফসকে যেতে লাগল, কিন্তু পরস্পরকে ধরে ওরা এগোল মাউন্টেইনীয়ারদের মত।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঢালটা এখানেই শেষ। মিশ্রী খান রানার পিছন থেকে সামনে উঁকি দিয়েই তিন-পা পিছিয়ে এল। ওরা এসে পড়েছে খাদের ভেতর মুখে একটা মাঝামাঝি উচ্চতায়। নিচে ফারিয়ার চন্দ্রালোকিত স্রোত, উপরে খাড়া পাহাড়। ওপারেও তাই।

ঢালটা আরও এগিয়ে গেছে। রানা কয়েক পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল। ভেঙে গেছে পথটা। নিচে, পানিতে কয়েক হাত ব্যবধানে বসানো পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই।

মিশ্রী খান আঁকড়ে ধরেছে একটা পাথর, 'আমি নেই, ওস্তাদ!' ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'দ্বারোকার সেই পাহাড়ে উঠতেও···'

'উঠেছিলে?' ওকে থামিয়ে দিল রানা, 'আমার তো মনে হয়, আলতাফ ব্রোহী

আর আমি দড়ি বেঁধে তোমাকে টেনে তুলেছিলাম। তুমি স্রেফ চোখ বুজে ছিলে।'

'তাই নাকি?' মিশ্রী খান স্মৃতি-চিত্রণের চেষ্টা করল না, 'হবে হয়তো। অনেকদিনের কথা তো, ভুলে গেছি।'

'আর মনে করার চেষ্টা কোরো না,' রানা বলল। 'তোমাকে উঠতে হবে না। দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেব।'

'আমি না হয় নামলাম,' মিশ্রী খান সহানুভূতির সুরে বলল, 'মনসুর আর মেয়েদের কি হবে?'

'মনসুরকে আর তোমার মত চোখ বন্ধ করতে হবে না। ওকেও বেঁধে নামিয়ে দেব। ফায়জা আর মিসেস আতাসী আরব-গেরিলা ট্রেনিং পেয়েছে। সামিরা...,' বলে রানা একটু হাসল, 'আমরা ওকে সাহায্য করব। রিয়াদ, দড়ি দেখি?'

রানা সময় নষ্ট করতে চায় না।

নায়লন কর্ড নামিয়ে দিল পাথরের সঙ্গে নট লাগিয়ে। সবার আগে নামল আতাসী, তারপর মেয়েরা ও মনসুর। রিয়াদ রানাকে বলল, 'স্যার, আপনি নামুন। আমি সবার শেষে নামব। আমি একজন মাউন্টেইনীয়ার।'

মিশ্রী খান ওকে দড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'ভাতিজা, নেমে পড়ো, তোমরা নামলে আমি নামব। ওস্তাদ ছাড়া আমাকে নামাতে পারে এমন ভাইয়ের বেটা জন্মেনি পৃথিবীতে।'

মিশ্রী খান আট নম্বরে নামল, তার নিজস্ব কায়দায়, চোখ বুজে। সবশেষে নামল রানা খাঁড়ির তাকে। তাকে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল নিচটা দেখার জন্যে। কিন্তু উপরের খাঁড়িটা সামনের দিকে হেলে থাকাতে চাঁদের আলো পড়ছে না। গভীর ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সবকিছু।

'আতাসী,' রানা উপরের দড়িটা খসিয়ে নিচের আরেকটা পাথরে বাঁধল। পাশে দাঁড়ানো আতাসীকে বলল, 'সাবধানে নামবে।'

নেমে গেল দুঃসাহসী বেদুইন কোন চিন্তা না করেই। এটা একটা প্রায় খাড়া ঢাল। আতাসী ধীরে ধীরে নামছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। শব্দ হলো পতনের। পরপর কয়েকটা।

দু'পা এগিয়ে এসে মার্শিয়া রানার কনুই চেপে ধরল। রানা ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, বুদ্ধিমান আতাসী আলগা পাথরগুলো খসিয়ে দিচ্ছে। কারণ এরপর যারা নামবে তাদের পা লেগে ওগুলো ওর মাথাতেই পড়ার সম্ভাবনা।'

নিচে পৌঁছে গেছে আতাসী। রানা মার্শিয়াকে নামতে বলল। নিচে বড় একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আতাসী প্রত্যেককে ঠিক জায়গায় পা ফেলতে সাহায্য করল।

রানা পাথরের উপর দাঁড়িয়েই উপরের খাদের মুখে তাকাল। বলল, 'ওরা যদি এই মুহূর্তে এসে আমাদের দেখে?' সবাই উপরের দিকে তাকাল, উত্তর দিল না। নদীর স্রোতের মাঝে মাঝে বসানো পাথরের বিশাল চাঁইগুলো দেখিয়ে রানা বলল, 'এটা পার হতে হবে।'

'ওস্তাদ!' মিশ্রী খান চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, 'আমি সাঁতার জানি না।'

'সাঁতরে এই স্রোত পার হবে?' রানা বলল, 'রিয়াদ, গেট রেডি।'

'সাঁতার?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'তোমার কারবাইন নাগিবকে দাও।'

কোন কথা না বলে রিয়াদ হুকুম পালন করে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর কোমরে রানা নায়লন কর্ডের মাথাটা বেঁধে দিল। রিয়াদ লাফিয়ে পড়ল পরবর্তী গোলাকৃতি চাঁইটার উপর। পিছলে পড়ে যেতে গিয়ে কোনমতে ধরে ফেলল। কিন্তু তারপরের চাঁইতে লাফ দিতে গিয়ে ফসকে পড়ে গেল স্রোতের মুখে। আতাসী দড়ির এ মাথা ধরে টেনে পারে নিয়ে এল। উঠে দাঁড়াল রিয়াদ। কোন কথা না বলে আবার লাফিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ও। এরপর প্রতিটা লাফ দিল যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে। চলে গেল ওপারে। শুয়ে পড়ল পাথরের নুড়ির উপর। তিরিশ সেকেন্ড দম নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের দড়ি খুলে সোজাসুজি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা পাইন গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। রানা এবার দড়িটা টানটান করে একটা পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখল। কারবাইনটা দিল আতাসীর হাতে। অন্ধ মনসুরের পরেই গেল আতাসী। আতাসীর পেছনে মিশ্রী খান। সবাই পার হয়ে গেলে রানা তাকাল উপরের দিকে। এখনও শত্রুর কোন চিহ্ন নেই।

কোমরের সঙ্গে দড়ির মাথাটা বাঁধল। লাফিয়ে পড়ল পাথরের উপর। তার পরের পাথরটা বেশি গোলাকার এবং পিছল। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পা ফসকে রিয়াদের মত পড়ল গিয়ে স্রোতে। আর লাফিয়ে পার হতে হলো না। স্রোতের ঠেলায় এবং আতাসীর টানে ওপারের নুড়ির উপর গিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। ফায়জা দৌড়ে এসে টেনে তুলল। রানা ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসল। বলল, 'না, কিছু হয়নি।' তাকাল আতাসীর দিকে। বলল, 'আতাসী, সবাইকে নিয়ে তুমি বাঁধের দিকে যাও। ওখানে কোন এক জায়গায় অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।' ছেড়ে দিল ফায়জাকে। বলল, 'যাও।' তাকাল মিশ্রীর দিকে, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, ব্রজেন দাশ।'

আতাসী এবং অন্যরা উজানের দিকে গেল পিছল এবং ভেজা পাথরের উপর পা ফেলে পাশের খাড়া পাহাড় ঘেঁষে। মিশ্রী খান বগার প্যাকেট বের করল। রানা বলল, 'যে-কোনদিক থেকে আক্রমণ হতে পারে।'

সাঁ করে বগার প্যাকেট পকেটে চলে গেল। শক্ত করে ধরল মিশ্রী খান কারবাইনটা, 'কোন্‌দিক থেকে?'

ভাটার দিকে ইঙ্গিত করে রানা হাসল, 'ওদিক থেকে পুরো একটা বাহিনী আসতে পারে, বাঁধ-রক্ষক বাহিনী। যারা গর্জের মুখ পাহারা দিচ্ছে।'

'কর্নেল ওয়াইল্ডার দেরি করছে কেন?'

'ঘুরে আসতে একটু সময় লাগবেই।'

'ঘুরে আসবে? কোত্থেকে?'

রানা ম্যাপটা বের করল। পাথরের উপর মেলে ঢাকনা লাগানো পেন্সিল টর্চটা জ্বালল, 'আমরা নেমেছি এখানে।' রেল লাইনের একটা অংশে আঙুল রাখল রানা, 'ওরা আমাদের শেষ দেখেছে লোকোমোটিভে। আমরা এখানে নামলেও লোকোমোটিভ এখন সোজা চলে গেছে নিচে, তারপর বাঁক নিয়েছে পুবে। নদী

বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। পশ্চিমের এইখানে ফারিয়া ব্রিজ। ওরা তখন হয় এখানে ফিরে আসবে অথবা নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, এই এখানে গর্জের মুখে ঢুকে পড়বে ভেতরে। কিন্তু হেঁটে আসার চেয়ে ঘোড়ায় তাড়াতাড়ি এখানে ওই খাড়ির মুখে আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু দেড় মাইল নিচে নেমে আবার উপরে উঠে আসা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ওস্তাদ, হাতে যে সময় কম।'

'হ্যাঁ, সময় খুবই কম।' রানা ঘড়ি দেখল। আকাল উপরের দিকে, মুহূর্তে উঠে গেল কারবাইন। দেখল হেলমেট পরা একটা মাথা নিচে উঁকি দিচ্ছে, চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে হেলমেট। ফায়ার করল রানা। লোকটার হাত উঠে গেল শূন্যে। চিৎকার করলেও অত উঁচু থেকে স্রোতের শব্দ ছাপিয়ে কানে পৌঁছাল না কিছুই।

'ওস্তাদ, গুলি করলেন! ওরা না দেখে চলেও যেতে পারত।'

'হ্যাঁ, পারত। এবং চলে যেত সোজা ড্যামের ওপর। আমি চাই, ওরাও এখানে নামুক।'

'ওস্তাদ, আরেকজন।'

'লুকিয়ে পড়ো। ওরা আগে নামুক। ওদের নামতে দাও।'

রানা উঠে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

তিনমিনিট পর দেখা গেল দড়ি বেয়ে নামছে শত্রুপক্ষ। ওরা তাকের উপর দাঁড়াল না। একেবারে স্রোতের ধারে নেমে এল। কারবাইনটা পিঠে ঝুলিয়ে কোমর থেকে ওয়াটার প্রুফ কভারে মোড়া ডাবল অ্যাকশন ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা বের করল। একটা গুলিও নষ্ট করা চলবে না।

কিন্তু যে-মুহূর্তে প্রথম লোকটিকে টার্গেট করল চাঁদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক খণ্ড কালো মেঘ।

রানা চাঁদের মেঘ ঢাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে পিস্তল তুলে বসে রইল। দুই মিনিট পর সরে গেল মেঘ। দেখল, দু'জন নদীর মাঝামাঝি এসে গেছে। পরপর ফায়ার করল। দু'জনই হাঁটু ভেঙে পড়ল পানিতে। আরও দু'জন পার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। একজন পড়ল মিশ্রীর গুলিতে। মিশ্রী খান কারবাইনের উদার গুলি বর্ষণ করল। কেউ পড়ল না। কারণ ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে পাথরের আড়ালে। রানা অপেক্ষা করল মিশ্রীকে থামতে বলে। কিন্তু আবার ঢেকে গেল চাঁদের মুখ। বেশ বড় রকমের মেঘ।

'ক্যাপ্টেন, গেট আপ।'

উত্তরদিকে বাঁধের উদ্দেশে অন্ধকার হাতড়িয়ে এগোল রানা। রেডিয়াম ডায়েল ওমেগা ফ্লাইট-মাস্টার ঘড়িটা দেখল। বলল, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এখনও ফায়ারিং শুরু হচ্ছে না কেন!'

'কারা করবে?'

'তোমার সামনেই আলোচনা হয়েছিল, ক্যাপ্টেন,' রানা বলল। 'করবে আরবরা।'

রানার কথা শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো রাইফেল, লাইট-মেশিন-গান

একসঙ্গে গর্জে উঠল কোথাও।

হাসি ফুটে উঠল রানার চিন্তিত মুখে।

রানাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ফায়জা। বলল, 'ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে ভাবলাম, তোমারই বিপদ হয়েছে।...দেরি হলো কেন?'

'সবরকম কথা, গাল-গল্প, কান্না, প্রেমালাপ একঘণ্টার জন্যে ব্যান্ড।' রানা ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে আতাসীর দিকে তাকাল, 'ওরা দু'মিনিটে এসে পড়বে এখানে। চারজন গুলি খেয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় নেহাত কম নেই। তুমি একা ওদের ঠেকাতে পারবে?'

'মনে করুন ঠেকিয়ে দিয়েছি,' নির্বিকারভাবে বলল আতাসী।

'ঠেকিয়ে দিয়েছ?' রানা হাসল, 'দেন টেক ইয়োর ওয়াইফ উইথ ইউ। এর পরে একটা পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে বিয়ের দ্বিতীয় রাতটা যাপন করো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' এবার আতাসীর মুখে একটু হাসি দেখা গেল। মার্শিয়াকে কাছে টেনে নিল।

'নাগিব, রিয়াদ, সামিরা, মনসুর ও ফায়জা আমাদের সঙ্গে ব্রিজের কাছে যাবে। রিয়াদ ও ফায়জা থাকবে পরের পোস্টে। নাগিব, মনসুর ও সামিরাকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবে। আমার সঙ্গে থাকবে মিশ্রী খান।'

ওরা এগিয়ে চলল।

আতাসী ও মার্শিয়া কতকগুলো পাথরের আড়ালে বসল। কারবাইন রাখল পাথরের ফাঁকে। ভাল করে ওদিকটা দেখে আতাসী মার্শিয়ার কাঁধে হাত তুলে দিয়ে কাছে টেনে আনল। মসৃণ কাঁধে একটা কামড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বিয়ের এমন দ্বিতীয় রাত ক'জনের ভাগ্যে জোটে!'

'হায় আল্লাহ, এমন ভাগ্য যেন কারও না হয়!' মার্শিয়া রেগে-মেগেই বলল, 'এই আতাসী, হাত সরাও।'

আতাসীর হাত বাধা মানল না। মার্শিয়ার শার্টের দুটো বোতাম খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে। মার্শিয়া আরও সরে এল, মুখে প্রতিবাদ করল, 'আতাসী, কর্নেল ওয়াইল্ডার এসে পড়বে!'

'আমার হাত ব্যস্ত।' আতাসী বলল, 'কিন্তু চোখ ডিউটি করছে।'

'আতাসী, তুমি আমাকে ভালবাস?'

'কোন কথা না!' আতাসী বলল, 'আমরা ডিউটি করছি, হানিমুনের।'

সাত

দৈত্যের মত সামনে দাঁড়িয়ে ফারিয়া বাঁধ।

দু'দিকের অমসৃণ কালো পাথর খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে। নদীর স্রোত থেকে এক-দেড়শো ফিট। তারপর দু'দিকে কাত হয়ে আছে এবং আরও কিছুদূর

উঠে গিয়ে দু'দিকের পাহাড় হেলে পড়েছে সামনের দিকে। আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় কালো পাথরের ছায়া।

সামনে কংক্রিটের বাঁধ।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে গার্ড-হাউজ, রেডিও-রুম, কন্ট্রোল-রুম। দশ-বারোজন সেন্ট্রির ছায়া বাঁধের উপর। বাঁধের পুবদিকে কন্ট্রোল-রুমের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে পাথরের গায়ে বসানো সবুজ রং করা লোহার ব্র্যাকেট বাঁধের পাদদেশে। ল্যাডার। ওখানে ড্যাম-ওয়ালের নিচের দিকে পাইপের মুখ থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরোচ্ছে পানি।

রানার চোখ লেগে রইল ল্যাডারের গায়ে। সবুজ ল্যাডারগুলো এখান থেকে অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। রানা হিসেব করল, অন্তত তিনশো ধাপ রয়েছে ল্যাডারে। তিনশো ধাপ—একবার ওঠা বা নামা শুরু করলে সমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে। মাঝপথে কোন প্ল্যাটফর্ম নেই। নেই সামান্যতম আড়াল।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে ল্যাডারের নিম্ন প্রান্তের মাঝামাঝি দূরত্বে দুই পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত সেতু। বিশাল বাঁধ ও গর্জের দু'দিকের বিরাট উচ্চতার মধ্যে সেতুটা পলকা খেলনা বলে মনে হয়।

পিছনে ফায়ারিং-এর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাছে ঘেঁষে এল ফায়জা। ফিরে দাঁড়াল রানা। আতাসী-মার্শিয়া কর্নেল ওয়াইল্ডারের সঙ্গীদেরকে আটকে রাখছে। শব্দ চারদিক ভরে তুলেছে। দূর থেকে জেনারেল সাবরীর পুরো ডিভিশন যেন পাগলের মত ফায়ার করে চলেছে।

বিস্মিত কয়টি মুখ।

ফায়জা, রিয়াদ, নাগিব, মিশ্রী খান ও সামিরা ক্লান্ত। সবাই লক্ষ করল মনসুর কালো চশমা খুলে ফেলেছে। হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয়ে।

'চশমা খুলেছে, চোখে কাঁচ বিঁধতে পারে ভেঙে গিয়ে,' সামিরাই বলল, 'কিন্তু এটা ছাড়তে চায় না।' হাতের রবাবটা দেখাল।

মনসুরের চোখে নির্বিকার চাউনি। আরও আঁকড়ে ধরল রবাব। মৃদু হাসল রানা। এবং হাসিটা সঙ্গে সঙ্গেই মুছে ফেলে তাকাল অন্য সবার দিকে।

'তোমরা সবাই হয়তো জানো, এক ডিভিশন ফেদাইন এখানে আটকে পড়েছে তারিক উপত্যকায়। প্রশ্ন হবে, ফেদাইনরা সাধারণত গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নেই, তা সত্ত্বেও এক ডিভিশন সৈন্য একত্রিত হয়েছিল কেন? হয়েছিল তার কারণ দু'মাস আগে আরব-দেশগুলো একযোগে ইসরাইল আক্রমণ করবে বলে ঠিক করে। তাই পরিকল্পনা অনুসারে ফেদাইনরা যারা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অংশে কাজ করে যাচ্ছিল গোপনে, তারা একত্রিত হয় এখানে। এবং ফারিয়া নদীর তীর ধরে জর্ডন সীমান্তে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সত্যি সত্যি ইসরাইলী সীমান্ত থেকে জেনারেল ওটেনবার্গ দুই ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে এনে এদের পথ রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু জর্ডানের সঙ্গে লিবারেশন ফ্রন্টের বিরোধ দেখা দেয়ায় আক্রমণ হয় স্থগিত।' রানা একটু থেমে বলল, 'আর জেনারেল সাবরীর অধীনে সাত হাজার সৈন্যের একটা ডিভিশন এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে। হ্যাঁ, আমরা এসেছি এদের

মুক্ত করতে যাতে এরা আবার ছড়িয়ে পড়তে পারে আরও অভ্যন্তরে।'

'তুমি পাগল হয়েছ, রানা!' ফায়জা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'কি করে সাতজন লোক সাতহাজারকে উদ্ধার করব?'

'প্রশ্নটা আমরাও করেছিলাম জেনারেল আরাবীকে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানি না,' বলল মিশ্রী খান।

'এখন আমরা জানি,' রানা বলল। 'আজ রাতের ভেতর ইসরাইলী বাহিনীর পুরো দুই ডিভিশন সৈন্য দেড়শো ট্যাঙ্কসহ আক্রমণ করবে আরবদেরকে। ওদের বাধা দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ফারিয়া নদীর একমাত্র সেতুটা ধ্বংস করে দেয়া।'

'সেতু ধ্বংস করব, তবে এখানে এসেছি কেন?'

রানা তাকাল ঘড়ির দিকে। তারপর দেখল বাঁধটা। বলল, 'এখনও বাঁধটা তৈরি শেষ হয়নি। এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পুরো ইসরাইলকে আলোকিত করতে পারবে। এ সম্পর্কে লেখা পড়েছ?' রানা প্রশ্নটা করল ফায়জাকেই। মাথা ঝাঁকাল ফায়জা। পড়েছে। রানা বলল, 'এই বাঁধটা কত টন পানি আটকে রেখেছে জানো?'

'না,' ফায়জা বলল, 'খেয়াল নেই।'

'পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন টন,' রানা বলল। 'এ পানি ফারিয়া ব্রিজ কেন, আমাদের দেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজটাকেও খড়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'রানা!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ফায়জা।

বিস্ফারিত হলো সবার চোখ।

'স্যার, এটা কি পাগলামি না?' রিয়াদও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'পাগলামি?' রানা বলল, 'হয়তো। তবে পাগলামি একা আমার নয়। জেনারেল আরাবীও পাগল হয়েছেন সাতহাজার আরবের কথা ভেবে। যা হোক, বাঁধটা আমরা ভাঙব, উড়িয়ে দেব।'

'কিন্তু কি দিয়ে?' নাগিব বলল, 'আমাদের অস্ত্র বলতে তো আছে শুধু কয়েকটা হ্যান্ড-গ্রেনেড। কিন্তু বাঁধটা অন্তত পনেরো থেকে পঁচিশ ফিট সলিড কংক্রিটের তৈরি।'

'না, সাতাশ ফিট সলিড কংক্রিট।'

'তবে? কি করে উড়িয়ে দেবেন এ বাঁধ?' রিয়াদ জিজ্ঞেস করল।

'দুঃখিত, সার্জেন্ট, এখনও বলতে পারছি না,' রানা বলল। 'তৃতীয়বার তুমি আর্গুমেন্ট করছ, সার্জেন্ট রিয়াদ। সবকথা জানার জন্যে তোমরা এখানে আসোনি। এসেছ...' একটু থেমে রানা বলল, 'জীবন দিতে। তোমরা ফেদাইন। দেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেটাই তোমরা এখানে দান করবে।'

'আমরা?' মিশ্রী খান প্রশ্ন করল, 'আমরা তো আরব না, কিন্তু এসেছি কেন?'

'বাঁধ ভাঙতে,' রানা প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে গেল, 'মিশ্রী, তুমি রেডি?'

'কি করে বাঁধের ওপাশে যাবে?' ফায়জা চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল, 'এদিক থেকে তো বাঁধ ওড়াতে পারবে না?'

'হ্যাঁ, ওদিকেই যেতে হবে,' রানা উত্তর দিল। 'বাঁধ ডিঙাবো আমি আর মিশ্রী

খান।'

'আমি!' মিশ্রী খান রানার মুখ থেকে যেন শোক সংবাদ শুনতে পেল, 'আমি পার হব ওই বাঁধ?'

'ল্যাডার বেয়ে তিন ভাগের একভাগ উঠব। তারপর বাঁধের উপরে খাড়া উঠতে হবে পাহাড়ের গা বেয়ে চল্লিশ ফিটের মত। হ্যাঁ, চল্লিশ ফিট উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা তাক সৃষ্টি হয়েছে। তাক মানে ফাটলই বলা যেতে পারে। ওই ফাটলটা ধরে বাঁধের চল্লিশ ফিট উপর দিয়ে পঁচিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে ওপাশে গেলে অনায়াসে দেড়শো ফিট ওপাশে চলে যেতে পারব আমরা।'

রানা এবং মিশ্রী খান ব্যাগ খুলে বের করল রবারের কালো ফ্রগম্যানস্যুট। পাথরের আড়ালে গিয়ে পোশাক বদল করতে দু'মিনিট লাগল। ফিরে আসতে রিয়াদ প্রশ্ন করল, 'আপনি এ বাঁধ ওড়াতেই এখানে এসেছেন। মিশন লীডার উদ্ধার...।'

'অ্যাসাইনমেন্টের একটা আবরণ। জানিয়ে শুনিয়ে এ-বাঁধ উড়িয়ে কোন লাভ হত না। বরং দু'ডিভিশন সৈন্য নিরস্ত্র আরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেজন্যেই এর গোপনীয়তার ওপর জেনারেল আরাবী এত জোর দিয়েছিলেন।' রানা তাকাল ফায়জার দিকে। বলল, 'আমার বান্ধবী ফায়জাও কিছু জানে না।'

'আমরা কিছু জানি না। কিন্তু সঙ্গে এসেছি কেন?'

'শুধু প্রশ্ন করার জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়নি। জেনারেল আরাবী এ অ্যাসাইনমেন্টে তোমাদের পাঠিয়েছেন প্রয়োজন হবে বলেই,' রানা বলল। 'আমরা ওপরে উঠে গেলে তোমরা নিচ থেকে ফায়ারিং শুরু করবে, যাতে ওরা ওপরে তাকাতে অবসর না পায়।'

'ডাইভারশন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাঁধের নিচে একটুও আড়াল নেই।'

'তবু করতে হবে,' রানা গম্ভীরভাবে বলল। 'আগামী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যে আমার আর মিশ্রী খানের ওপর নির্ভর করছে সাতহাজার লোকের ভবিষ্যৎ। আমাদের যে-কোনভাবে রক্ষা করবে তোমরা। পারবে না, ফায়জা?'

'পারব, রানা!' ফায়জা উত্তর দিল।

রানা আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল। ব্যাগটা কাঁধে বেঁধে দিল ফায়জা। রানা একটু এগিয়ে গেলে ডাকল, 'রানা!' দৌড়ে গেল রানার কাছে। দু'হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে ঠোঁটে চুমু খেল। রানা একটু হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা পাক খেল। বলল, দেখা হবে।'

আবার এগিয়ে গেল। মিশ্রী খানও দৌড়ে অনুসরণ করল, বিড়বিড় করে তিনবার কলেমা শাহাদত পাঠ করল।

ওরা দু'জন ছায়ার মত ঝুলন্ত ব্রিজ পার হয়ে এগিয়ে গেল ল্যাডারের দিকে ড্যামের পাদদেশে।

'আমরা এখন কি করব?' প্রশ্ন করল নাগিব।

'কেন?' ফিরে দাঁড়াল ফায়জা, 'মেজর রানা যা বলেছেন। আমি আর সার্জেন্ট

রিয়াদ যাব ল্যাডারের নিচে। নাগিব থাকবে সামিরা ও মনসুরের সঙ্গে।'

ফায়জার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, অন্ধকার, পাহাড়ের ছায়া, চারদিকে গুলির আওয়াজ, সবকিছু মিলে বিভ্রান্ত করে দিল রিয়াদ ও নাগিবকে।

বুঝল, রানার কথা মতই চলতে হবে। নিজেদেরকে ওরা বিশ্বাস করতে পারল না।

'ফায়ার!' বলেই কারবাইনের ট্রিগার চেপে ধরল আতাসী। মার্শিয়াও তাকে অনুসরণ করল। পাথরের উপর থেকে ছায়াগুলো মুহূর্তে মিশে গেল অন্ধকার ছায়ায়। আবার কয়েক মিনিটের নীরবতা। কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল আতাসী। মার্শিয়া ওর হাত ধরে বাধা দিতে চেষ্টা করল, পারল না। দাঁড়িয়েই এবার ফায়ার করল বেদুইন।

এবার ওরা উত্তর দিল। বসে পড়ল আতাসী। ওরা উত্তর দিয়েছে মেশিন পিস্তলে। শব্দ লক্ষ্য করে তাক করল কারবাইন। মার্শিয়াকে বলল, 'এবার দু'একটাকে ফেলবই।'

'কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক।'

'হুঁ, গোটা পঁচিশের মধ্যে বস্ ফেলেছে চারটে, আমি ছ'টা, তুমি দুটো। অর্ধেক প্রায় খতম হয়ে যাওয়াতে বেশ চালাক হয়ে উঠেছে। এবার ওরা ফন্দি আঁটছে। কিন্তু মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ আতাসীর কাছে ফন্দিফিকির চলবে না। আমাদের হাতেই ওদের মৃত্যু। কি বলো, ডার্লিং?' বাঁ হাতে মার্শিয়ার গালটা টিপে দিল।

'হুঁ, বিয়ের দ্বিতীয় রাতের প্রেমালাপের মতই লাগছে অনেকটা।' মার্শিয়া কাঁধের হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়ে সামনে তাকিয়ে চমকে গিয়েই ফায়ার করল। বিকট আর্তনাদ শোনা গেল এবং পাথরের উপর পতন-ধ্বনি।

চার পাঁচটা মেশিন-পিস্তল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল পঁচিশ হাত দূরে। ওরা বেশ কাছে এগিয়ে এসেছে। আতাসী পাশের খাড়া পাহাড়ের ছায়া এবং মাঝে মাঝে পাথরের চাঁইগুলো দেখে বুঝল, এ জায়গাটা এখন নিরাপদ নয়। অন্ধকারে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। ওরাও মরণপণ করে এসেছে।

মার্শিয়ার হাতে চাপ দিয়ে ইশারা করল আতাসী। মার্শিয়া হামাগুড়ি দিয়ে ড্যামের দিকে এগিয়ে গেল। পাথরের ফাঁক দিয়ে আতাসী আবার দুটো ছায়ামূর্তি দেখে স্থির হাতে টার্গেট করল।

গুলি করল পরপর পাঁচটা। আরও একটা দেহ ছিটকে পড়ল পাথরের উপর। মেশিন-পিস্তলগুলো আক্রোশে ফেটে পড়ল। বৃষ্টির মত ছিটে আসতে লাগল গুলি। উত্তর দিল না আতাসী। গুলি হঠাৎ থেমে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে পড়ল মার্শিয়ার পাশে। ওরা আর গুলি করল না এলোপাতাড়ি। দু'পক্ষেই ভয়াবহ নীরবতা নেমে এল। দূরে মর্টার ফাটছে।

ড্যামের উপরকার সেন্ট্রি থমকে দাঁড়াল।

গুলি হচ্ছে ড্যামের নিচেই। অপেক্ষা করল। তিন মাইল দূরের আরব সেনারা

না, গুলি করছে কাছে। আধ মাইল, পোয়া মাইলের মধ্যে। ছুটে গেল ক্যাপ্টেন-ইন-চার্জের ঘরের দিকে। ক্যাপ্টেন তখন দরজা বন্ধ করে তার স্প্যানিশ বান্ধবীর বক্ষ-সৌন্দর্য উপভোগ করছে। সেন্ট্রি ইতস্তত করে দরজায় নক করল। ধমক খেয়েও নিরস্ত হলো না সেন্ট্রি। দু'মিনিট পর দরজা খুলে বেরুল ক্যাপ্টেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিরিক্ষি মেজাজে শুনল সেন্ট্রির কথা। খালি গা, খালি পায়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাঁধের উপরে রেলিং ধরে। শুনতে পেল মেশিন-পিস্তলের আওয়াজ। টাইট করে লাগাল প্যান্টের বেল্টটা। বলল, 'ইনফর্ম আর্মি হেড কোয়ার্টার। নো, ইনফর্ম জেনারেল ওটেনবার্গ।'

ক্যাপ্টেন দৌড়ে গেল ঘরে, সেন্ট্রি গেল রেডিও-রুমে। টেনে তুলল কর্পোরালকে। কর্পোরাল যোগাযোগ করল জেনারেল ওটেনবার্গের অফিসের সঙ্গে। গুলির কথা বলল। ক্যাপ্টেন ঘরে শার্টটা না পেয়ে শুধু হ্যাটটা মাথায় দিয়ে এসেছে। কর্পোরাল জেনারেল ওটেমবার্গের মেসেজটা নিচ্ছে। লিখে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। ক্যাপ্টেন পড়ল। জেনারেল বলেছেন : চিন্তার কিছু নেই। ইসরাইলী বাহিনী আক্রমণ করবে আরবদের তারিক উপত্যকায়। আরবরা ভীত হয়ে গুলি ছুঁড়ছে। আরও গুলি-গোলা শুরু হবে ঠিক দেড়টায়। সিরিয়ান প্লেন ঢুকবে ইসরাইলে বিনা বাধায়। বম্বিং করবে এইটথ্ রেজিমেন্টের উপর তারিক গিরিপথে। আসলে ওখানে শ'দেড়েক কাঠের তৈরি প্যাটন ট্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই।

ক্যাপ্টেন তাকাল সেন্ট্রির দিকে। বলল, 'বেশি মাথা খাটাবার চেষ্টা করবে না! এরপর সকালের আগে আর আমাকে ডিসটার্ব করবে না।'

ক্যাপ্টেন তার ঘরের দরজা বন্ধ করল। বিছানায় আধ-শোয়া নগ্ন স্প্যানীয় যুবতী কামুক হাসি হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল। ক্যাপ্টেন কাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। যুবতী খিলখিল করে হেসে হ্যাটটা খুলে ফেলে দিল ঘরের কোণে।

ফায়জা আর রিয়াদ ঝুলন্ত ব্রিজ পার হয়ে ওপারে চলে গেল। নাগিব পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। পাশে বসে রয়েছে সামিরা ও মনসুর।

প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে ভাটির দিকে।

নাগিব বিশ্বাস করে আতাসী আর মার্শিয়া অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। কিন্তু মাত্র দু'জন কিভাবে আটকে রাখবে ওদের? তাকিয়ে দেখল রিয়াদ ও ফায়জ কে। সামিরাকে বলল, 'এখানেই থাকবেন।'

এগোল আতাসীকে সাহায্য করতে কয়েক পা। ওরা একেবারে কাছে চলে এসেছে। সাবধানে এগোল। কিন্তু পিছন ফিরে চমকে গেল। সামিরা মনসুরের হাত ধরে দৌড়ে পার হচ্ছে ঝুলন্ত সেতু। চিৎকার করে ডাক দিতে গিয়ে থমকে গেল। ওদের বাধা দেবে, না আতাসীকে সাহায্য করতে এগোবে ভেবে পেল না। একমিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইল। নাগিব বুঝতে পারল না কি করবে সে।

সামিরা ও মনসুরকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রিয়াদ, 'এখানে কেন!'

'তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

রিয়াদ রেগে গেল, 'আপনি আপনার কাজ করেছেন। আপনি কে, আমরা এখন জেনেছি। এ কাজ আপনার না। কোন সাহায্য আপনি করতে পারবেন না।'

'পারি,' সামিরা বলল। 'আমি কারবাইন ফায়ার করতে পারি

'কিন্তু,' ফায়জা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভাইকে কে দেখবে?

'ও জানে, আমরা সবাই মারা যাব আজ রাতে। ওই আমাকে বলেছে, আজকের রাতের পর আমাদের আর কোন সকাল নেই। মৃত্যুভয়ে এভাবে ছুটতে ছুটতে ও ক্লান্ত।' সামিরা বলল, 'ও এখন প্রস্তুত মৃত্যুর জন্যে।'

হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল চারদিক। চাঁদের মুখ থেকে সরে গেছে মেঘের আবরণ। একসঙ্গে চারজন লোক তাকাল উপরের দিকে।

তিনভাগের দু'ভাগ উঠে গেছে ওরা। রানা আর মিশ্রী খান। চারজনেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে। কালো পোশাকও ওদের আড়াল করতে পারছে না। আঁকড়ে ধরে মিশে যেতে চাইছে পাথরের সঙ্গে।

রানা নড়ছে না, তার নিচে মিশ্রী খানও স্থির। ও শুধু চোখ বন্ধ করল। রানার চোখ বাঁধের কার্নিসে। দু'জন সেন্ট্রি নিচের দিকটা দেখছে। এখান থেকে সেন্ট্রি দু'জনের দূরত্ব ষাট ফিটের বেশি নয়। রানার ডান হাতটা ফ্রগম্যান-স্যুটের সামনে জিপারে চলে গেল। টেনে নামিয়ে দিল জিপার। হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। স্পর্শ করল ওয়ালথারের বাঁটটা। না, ওরা এদিকটা দেখছে না। দেখছে মধ্যম দূরত্বে মিস্টার ও মিসেস্'আতাসীর লঙ্কাকাণ্ড। ওরা চোখটা সরিয়ে বাঁধের নিচে নিয়ে এলেই দেখবে ওদের চারজনকে। তারপরই চোখ উঠে আসবে ল্যাডার বেয়ে এখানে। তারপরই···সব শেষ! ওয়ালথারটা বের করে ফেলল রানা।

নিচে অবাক হয়ে গেল ফায়জা। একটু কেঁপে গেল। মনসুর চোখে দেখে না, কিন্তু উপরে তাকিয়েছে কেন! এখন আবার চোখ নিচু করে ফেলেছে। কিন্তু ফায়জা জানে, যখন উপরে তাকিয়েছিল তখন মনসুর সচেতন ছিল না। অথবা অন্ধ লোকদের অনুভব শক্তি এতটা প্রখরই হয়?

মুহূর্তের বিস্ময়। আবার চোখ স্থির হলো সেন্ট্রির উপর। রিয়াদ কারবাইন তুলে ধরেছে পাথরে হেলান দিয়ে। ফায়জাও তাকে অনুসরণ করল। ওরা দু'জনই জানে, ঊর্ধ্বমুখী কারবাইনে এতদূর ব্যবধানে কিছু করা যাবে না। কিন্তু চমকে দেয়া যাবে।

রানা মেঘের দিকে তাকাল। আরও এক মিনিট। ত্রিশ সেকেন্ড··· ঢেকে দিল বিরাট একখণ্ড মেঘ চাঁদের মুখ। ওয়ালথার রেখে দিল যথাস্থানে। বেয়ে উঠতে লাগল। জিগজ্যাগ ল্যাডারের শেষ মাথার ছোট লোহার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। পাশে সিঁড়ি উঠে গেছে কন্ট্রোল রুমের দরজায়। দরজাটা বন্ধ। এবার উঠতে হবে খাড়া পাহাড় বেয়ে। কোমরে ঝুলানো পেরেক ও হাতুড়ি ব্যবহার করা চলবে না। নিকটবর্তী সেন্ট্রির দূরত্ব চল্লিশ ফিটের বেশি হবে না। আরব ক্যাম্পের গুলির শব্দ আরও বেড়ে গেছে, সেন্ট্রিদের কান ওদিকেই নিবদ্ধ। তবু হাতুড়ি ঠোকার তীক্ষ্ণ শব্দ কানে ঠিক পৌঁছাবে। রানা একটা পাথর ধরে শরীরটাকে আলতোভাবে উপরে ওঠাল। ছোট ছোট পাথরের বাড়তি অংশ আর ফোকরগুলো একমাত্র অবলম্বন। মিশ্রী খান চোখ তুলে দেখল রানাকে। খুব ধীরে ধীরে একহাত করে বাড়ছে রানা।

তাকাল নিচে, দেখল সেন্ট্রির হাতের সাব-মেশিন গান। চোখ বন্ধ করল মিশ্রী খান। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

আতাসীকে দেখতে পেল নাগিব। হামাগুড়ি দিয়ে পাশে গিয়ে পড়তেই আতাসীর হাত ছিটকে এল। সরে গেল নাগিব। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'স্যার…'

নাগিব দেখল আতাসীর পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে মার্শিয়া। আতাসী নিজের কারবাইনটা ফেলে দিয়ে তুলে নিল মার্শিয়ারটা। এদিকে না তাকিয়েই বলল, 'ওকে নিয়ে যাও ওদিকে।'

আতাসী বাঁ হাতে কারবাইন ধরে কোমর থেকে খসিয়ে নিল স্টিক গ্রেনেড। মার্শিয়ার কোমর থেকেও নিল। লাফ দিয়ে পড়ল পরের পাথরের আড়ালে। এক দফা গুলি হলো। নাগিব মার্শিয়াকে চিত করে ফেলল। শার্ট ভিজে গেছে রক্তে। বুকের ডান দিকে লেগেছে গুলি। কিন্তু বেঁচে আছে। নাগিব অপেক্ষা করল আরও কয়েকটা মুহূর্ত। দেখল লেফটেন্যান্ট আতাসী আরও এগিয়ে যাচ্ছে। এবার নাগিব ফায়ার করল দুটো, অন্ধকারে, অকারণে। ওরা এদিকেই গুলি শুরু করল। মাথা নিচু করে রইল নাগিব। আতাসী এই সুযোগে আরও এগিয়ে গেল। নাগিব শুনল মার্শিয়া বিড়বিড় করছে, 'আতাসী, আতাসী…'

ফাটল প্রথম গ্রেনেড বিশ হাত দূরে।

নাগিব তুলে নিল মার্শিয়াকে। পড়িমরি করে নিয়ে চলল বাঁধের দিকে। সামনে একটা বাঁক। বাঁকের ওপাশে যেতে পারলেই…

দ্বিতীয় গ্রেনেড ফাটল।

চঞ্চল হয়ে উঠল সেন্ট্রি-দলটি। ওদের চোখ গর্জের ওপাশে নিবদ্ধ। রানা উপরের ফাটলের ফাঁকে উঠে বসেছে। এবার পিটন বের করল, কিন্তু হাতুড়ি লাগল না। একটা ছোট ফাটলে বসিয়ে দিল ওটা। কোমরের হুক থেকে খুলল দড়ি। নামিয়ে দিল নিচে। মিশ্রী খান মাউন্টেইনীয়ার নয়, কিন্তু দিব্যি উঠে আসছে দড়ি বেয়ে। বেশ দ্রুত। এমন সময় শোনা গেল গুমগুম শব্দ। হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। আসছে। মিগ না, কতকগুলো পুরানো বম্বার। বাধা দেয়নি বর্ডারে।

মিশ্রী খান উঠে আসতেই রানা দড়ি গুটিয়ে পঁচিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে এগিয়ে চলল। ওরা যখন ঠিক ব্রিজের উপর পৌঁছাল তখন উত্তর গিরিপথে শুরু হলো বম্বিং। রানা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল জেনারেল ওটেনবার্গের মুখে বিজয়ীর হাসিটা।

দক্ষিণ ফারিয়া ব্রিজের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জেনারেল ওটেনবার্গ। আকাশটা দেখতে দেখতে পাশে দাঁড়ানো কর্নেলের উদ্দেশে বলল, 'সেমিটিক ব্রেন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, কর্নেল গেল্ডার?' দূর থেকে বম্বিং-এর আলোর ঝলকানি আর শব্দ ভেসে এল।

'জেনারেলের এরিয়ান ব্রেনের কাছে ছেলেমানুষ।'

মৃদু হাসল জেনারেল, 'ওদের বোঝা উচিত ছিল কেন একটিও অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান গর্জে উঠল না, কেন একটা মিরেজও পিছু নিল না!'

'সেমিটিক ব্রেনের কাছে এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না, স্যার।' উত্তর দিল কর্নেল গেন্ডোর।

নীরবে মাথা নিচু করে ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারে নদীর উত্তর তীরে। আরব বাহিনী এদিকে আরও উপরে সরে যাচ্ছে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে জেনারেল বলল, 'হোল্ড দেম। এখনই আবার চাঁদ বেরিয়ে পড়বে মেঘের আড়াল থেকে।' ঘড়ি দেখল। বলল, 'এখন আর দরকার নেই। ট্যাঙ্ক এঞ্জিন স্টার্ট করবে ঠিক কুড়ি মিনিট পরে।'

'এবং সকালের মধ্যে আরব কুত্তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,' কর্নেল বলল।

'দেশ-প্রেম দিয়ে দেশরক্ষা হয় না। হয় শক্তি দিয়ে,' বলল জেনারেল।

'আর এরিয়ান ব্রেন দিয়ে।'

'ওরা আর ব্রিজের এদিকে আসছে না,' বলল কর্নেল বেগ।

'চাঁদের আলো দেখা দেবে দু'মিনিট পর,' জেনারেল সাবরী বললেন, 'সেজন্যে আসা স্থগিত রেখেছে।' ঘড়ি দেখলেন জেনারেল, 'ঠিক দুটোর মধ্যে যদি ট্যাঙ্ক ব্রিজ পার না হয় তুমি আক্রমণ করবে। যাতে ওদের ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়।'

'ওরা আসবেই। রাতের মধ্যেই ওরা আমাদেরকে ক্র্যাশ করবে।'

'হ্যাঁ, জুয়ার দান চালছি দু'দল।' জেনারেল বললেন, 'আমরা ওদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছি, সাতহাজার লোক জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছে। আজকে রাতেই স্থির হয়ে যাবে কারা বেঁচে থাকবে। নিরস্ত্র সাতহাজার আরব, না ইসরাইলের দুটো পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন।'

'যদি আমরাই বেঁচে থাকি?'

'বেচে থাকব।' জেনারেলের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়, 'এবং প্রতিটা আরব রাতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে পুরো নেবুলাস অঞ্চলে। শুরু করবে গেরিলা যুদ্ধ।'

সারা আকাশটা কেন যে আজ মেঘে ভরে থাকছে না! রানা ভাবল, কেন বাংলাদেশের বর্ষাকাল আজ এখানে চলে আসছে না।

আরও চল্লিশ ফিট। চল্লিশ ফিট যেতে পারলে গিয়ে পৌছাবে বাঁধের ওপাশে, হ্রদের কালো পানির উপরে।

তাকাল হ্রদের দিকে। দূরে হ্রদের পানি চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে ক্রমে এদিকে। রানা মুখ খারাপ করল। ঘড়ি দেখল। এবং এগোতে লাগল। চাঁদের আলোকে ভয় করলে চলবে না। সময় কম।

মিশ্রী খান কাঁপতে কাঁপতে দিব্যি রানাকে অনুসরণ করছে।

ল্যাডারের নিচে দাঁড়িয়েছে রানা, দেখতে পাচ্ছে না রিয়াদ। ল্যাডারের প্রথম তাকে পা রাখল। চাঁদের আলোয় ভরে গেল চারদিক। রিয়াদ পিস্তলটা কোমরে

গুঁজে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর কারবাইন এখন সামিরার হাতে। সামিরা ও ফায়জা বসেছে ঝুলন্ত সেতুর নিচে। ফায়জার সন্দেহ, কর্নেল ওয়াইল্ডারের লোকেরা যদি সংখ্যায় খুব বেশি হয়ে থাকে, যদি আতাসী হেরে যায় তাহলে ওরা রেডিও-রুমে পৌঁছতে চেষ্টা করবেই। কিন্তু ওরা ব্রিজ পার হতে পারবে না। ফায়জার আঙুল ট্রিগারে। হঠাৎ দেখল একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি উঠে এল ঝুলন্ত সেতুতে চাঁদের আলোর কথা না ভেবেই।

ফায়জা দেখল, নাগিবের কাঁধে মার্শিয়া। কেঁপে গেল বুক। উঠে দাঁড়াল। আতাসী? চমকে উঠল। আতাসী কোথায়!

না, মার্শিয়া মারা যায়নি। ফায়জা দ্রুত-হাতে শার্টের নিচের দিক থেকে খানিকটা ছিঁড়ে ডান বুকে বুলেট-বিদ্ধ ক্ষতে চেপে দিল। পানি এনে মাথায় ঢালল। শুইয়ে দিল একটা পাথরের আড়ালে।

'ফায়জা!' সামিরা চেপে ধরল ফায়জার হাত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল ফায়জা। দেখল, রিয়াদ পৌঁছে গেছে ল্যাডারের শেষ প্রান্তে।

রিয়াদ তাকাল উপরের দিকে। রানাকে দেখল না। গার্ড-হাউজে আটকে গেল দৃষ্টি। তারপর দৃষ্টিটা বাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে গেল। দু'জন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকের ফায়ারিং, বম্বিং ওদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। সবই পূর্বপরিকল্পিত, জেনারেল ওটেনবার্গ বলেছে, ভয়ের কিছু নেই। ওরা দেখছে নিচের দিকে। যে-কোন মুহূর্তে দেখে ফেলবে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় রিয়াদকে।

কিন্তু গার্ডরা আবার পায়চারি শুরু করেছে। গর্জে এখন গোলাগুলি হচ্ছে না। রিয়াদ আরও কয়েক ধাপ উঠল। দেখল, গার্ড দু'জন থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখছে উপরের দিকে। রিয়াদ দেখল ওদের চোখ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। হ্যাঁ, মেজর রানা আর মিশ্রী খান এখনও ফাটল ধরে এগোচ্ছে। ওরা দেখে ফেলেছে মেজরকে। ওদের হাতের সাব-মেশিনগান উঠে গেছে।

কোমর থেকে পিস্তল খসিয়ে ফেলল রিয়াদ।

দু'জন গার্ডই তাক করেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে।

পিস্তল-ধরা হাতটা সোজা করে ধরল, বন্ধ করল একটা চোখ, ট্রিগারে চাপ দিল রিয়াদ। একজনের হাত থেকে পড়ে গেল সাব-মেশিনগান, সঙ্গে সঙ্গে পড়ল দেহটা ঘুরে গিয়ে কার্নিসের পাশে। ঘুরে ধরতে গেল দ্বিতীয়জন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গড়িয়ে গেল আহত দেহটা বাঁধের গা বেয়ে কারেন্টের মুখে। দ্বিতীয় সেন্ট্রি দেখল বাঁধের পাদদেশে মানুষের ছায়া, ল্যাডারে রিয়াদকে। গুলি করল রিয়াদ একমুহূর্ত নষ্ট না করে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। সরে গেছে সেন্ট্রি। সাব-মেশিনগান ফেলে পিস্তল বের করেছে সে। আবার গুলি করল রিয়াদ, লাগল না। সেন্ট্রির হাতের অস্ত্রটা গর্জে উঠল এবার। আর্তনাদ করে উঠল রিয়াদ, জ্বলে গেল কোমরের কাছটা। খসে পড়ল পিস্তল। খসে যেতে চাইল বাঁ হাতটা ল্যাডার থেকে, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। ব্যথায় কুঁকড়ে তাকাল উপর দিকে। আকাশ ভরা এক বিশাল চাঁদ। দ্বিতীয় গুলির অপেক্ষা করল। তাকাল সেন্ট্রির দিকে। সেন্ট্রির হাতের পিস্তল এবার তার মাথা তাক করছে। চোখ বন্ধ করতে গিয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঢলে পড়ল সেন্ট্রি। বিস্ময়ে ব্যথা ভুলে

গেল রিয়াদ। বুঝল, হাজার শব্দের ভেতর গুলিটা ছুটে এসেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে উপর থেকে। গুলি করেছে মেজর রানা। এবার প্রাণপণ আঁকড়ে ধরল ল্যাডার।

রিয়াদের পিস্তলটা নিচে পড়তেই অন্ধ মনসুর তুলে নিয়ে উপরে তাকাল। উঠতে শুরু করল ল্যাডার বেয়ে। রিয়াদও দেখল, উঠে আসছে মনসুর, অন্ধ মনসুর নিখুঁতভাবে উঠে আসছে ল্যাডারের তাকগুলো ধরে ধরে।

গুলি করে রানা আর অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল ফাটল ধরে। কয়েক ফুট পরেই দেখল আকাশ। মেঘ এগিয়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের মুখ। মিশ্রী খান তাকাল রানার দিকে। রানা তাকাল নিচের দিকে। মিশ্রী খান অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

নিচে ফারিয়া বাঁধের হ্রদ। কালো অথৈ পানি।

'ঝাঁপ দিতে হবে, স্যার?' ভয়ে 'ওস্তাদ' কথাটা ভুলে গেল।

রানা আরেকটা পিটন আটকালো দুই পাথরের মাঝখানে। ঝুলিয়ে দিল দড়িটা। একটু স্বস্তি বোধ করল যেন মিশ্রী খান। বলল, 'ওস্তাদ, বড় নার্ভাস ফিল করছি। একটা বগা খাব?'

'না, সময় কম। নেমে পড়ো।'

দুটো গ্রেনেড ফাটাবার পর ওপক্ষের আর কোন সাড়াশব্দ পেল না আতাসী। বাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখল ল্যাডারের সঙ্গে ঝুলন্ত দুটো দেহ। কারা অনুমান করতে পারল না। মেজর না, এটা ঠিক। এতক্ষণে মেজরের আরও অনেকটা এগিয়ে যাবার কথা। পিছনে হঠতে লাগল পাথরের আড়ালে আড়ালে। হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে। দৌড়ে পার হলো ব্রিজটা।

ভাবল, মার্শিয়া কোথায়?

ফায়জা ছায়ামূর্তি দেখেই চিনল, আতাসী। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। ব্রিজ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামল আতাসী। ফায়জা দেখল আতাসীর মুখটা, গাম্ভীর্য ও ক্ষিপ্ততা সেখানে জমা হয়ে আছে। ফায়জা দেখল মার্শিয়াকে। আতাসী পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বসল না। জিজ্ঞেস করল, 'বেঁচে আছে?'

'আছে।'

এবার বলল আতাসী। পাল্‌স্‌টা পরীক্ষা করে নিচু হয়ে চুমু খেলো মার্শিয়ার কপালে। তারপর উঠে দাঁড়াল। উপরের দিকে দেখল। তাকাল কিশোর নাগিবের দিকে। বলল, 'ব্রিজ আমি দেখছি। তোমরা ওপরে উঠে যাও। ওদেরকে সাহায্য করো।'

'মার্শিয়া?' ফায়জা দেখাল মার্শিয়াকে।

'আমি বেঁচে থাকলে মার্শিয়াকে নিয়েই তোমাদের কাছে যাব।'

কেউ কোন কথা না বলে ল্যাডারের দিকে এগিয়ে গেল।

'মারা গেছে,' কর্নেল ওয়াইল্ডারের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল হাকাম। সবার দিকে

ফিরে পিস্তল তুলে ইঙ্গিত করল, 'চলো।'

হাকামের পিছনে দু'জন লোক অনুসরণ করল। ওরা এগোচ্ছে ভয়ে ভয়ে। কারণ ওরা জানে, আতাসী লাফিয়ে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে। শুধু হাকাম দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে। নেকড়ের প্রতিহিংসা ওর মনে। 'আতাসীকে আমার চাই-ই' মনে মনে দু'বার উচ্চারণ করল ও।

ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল হাকাম। কেউ কোথাও নেই। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। পানির শব্দ আর বম্বিং সবকিছু ঢেকে দিয়েছে। চোখ আটকে গেল ল্যাডারে। দেখল উপরে দুটি ছায়া, নিচের দিকে তিনজন। সঙ্গীদের মেশিন-পিস্তল উঠে গেল। হাকাম হাত তুলে ওদেরকে নিরস্ত্র করল। সে জানে, এতদূর থেকে ওদের কিছু করা যাবে না। বরং সচেতন হয়ে উঠবে ওরা। আর গোলাগুলির শব্দ যে বাঁধের উপরকার কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেরকম কেউ নেই। হঠাৎ ভয় ধরে গেল হাকামের। ওরা বাঁধ উড়িয়ে দেবে নাকি!

'জেনারেলকে খবর দিতে হবে।' হাকাম স্বগতোক্তি করল, 'জেনারেলকে এক্ষুণি খবর দেয়া দরকার। খবর দিতে হবে, পুরো বাহিনী যেন উঁচু জমিতে সরিয়ে নেন তিনি। নদীর তীর থেকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে নেন।'

'স্যার!'

হাকাম দৌড়ে এগোল, নিচু হয়ে বলল, 'রেডিও-রূম। বাঁধের উপরকার রেডিও-রূমে যেতে হবে, যেমন করে হোক!' মাটি আঁকড়ে এগোতে লাগল ওরা।

মিশ্রী খানের পানি-ভীতি থাকলেও সাঁতারে বিরাগ দেখা গেল না। রানার আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ মিশ্রী খান পানিতে ডিগবাজি খেয়ে সরে এল রানার কাছে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা তার।'

'ও,' রানা বলল, 'এখানে অ্যান্টি-টর্পেডো নেট দেয়া রয়েছে। এরা অতি সাবধানী জাত।' রানা আবার ঘড়ি দেখল। বলল, 'সময় একমিনিট পার হয়ে গেল।'

'বম্বারের?'

'হ্যাঁ।'

এমন সময় তিনটে প্লেন এগিয়ে এল উত্তরদিক থেকে। বেশ নিচু দিয়ে। পার হয়ে গেল ওদের। তারপরই দেখল, ফারিয়ার উত্তর অংশে আরব এলাকার উপরে কতকগুলো প্যারাস্যুটে ভরে গেল। অদ্ভুত মনে হলো মিশ্রীর কাছে। লাল, নীল, হলদে বিচিত্র বর্ণের প্যারাস্যুট। রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ভুল করেছে স্পট ঠিক করতে?'

'পাইলট ইকবাল বেগ ভুল করবে না,' রানা বলল। 'ওগুলোতে নামছে খাবার। কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার চোখ ডাইভার্ট করা।'

আরও একটা প্লেন এগিয়ে আসছে, অনেক নিচু দিয়ে এবং খুব ধীর গতিতে।

বাঁধের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল প্লেনের নিচে মেলে গেছে বিরাট

একটা কালো প্যারাস্যুট। এবং মুহূর্তে প্লেন উত্তরে টার্ন নিল; উপরে উঠে গেল পাহাড় বাঁচিয়ে।

'ইকবাল বেগ!' রানা বলল। এবং প্যারাস্যুট লক্ষ্য করে সাঁতার শুরু করল।

এখানে গুলি চালানো বোকামি, আতাসী ভাবল। অথচ হাকাম আর ওর ছয়জন লোক উঠে এসেছে ঝুলন্ত সেতুর উপরে। ওরা শুয়ে শুয়ে এগোচ্ছে। আতাসী ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট, কারণ উঁচুতে বসে আছে ও। গুলি করে প্রত্যেকটাকে শেষ করে দেয়া যায়। কিন্তু আতাসীর উদ্দেশ্য আলাদা। চাড় দিল সামনের বিশাল পাথরটায়। ইচ্ছে করলে এটাকে আলগা করা যায়। শক্তি দরকার। পাশে রাখল কারবাইন। পেছনে হেলান দিল। দু'পা বসাল বড় চাঁইটার উপর। এটাকে গড়িয়ে দিতে পারলে হালকা সেতুটা ছিঁড়ে যাবে।

চাপ দিল পায়ে। একটু নড়ল। আলগা হলো না। আবার চাপ দিল। এমনি করে দোলাতে লাগল গোলাকার পাথরটা। দুলছে, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দোলা। আতাসী কাত হয়ে দেখল হাকাম প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে। আরও শক্তি চাই। দাঁতে দাঁত চাপল। দোলটা বেড়ে উঠেছে আরও। এদিকে আতাসীর পা প্রায় চেপে যাচ্ছে পাথরের সঙ্গে। এবার আতাসী সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে দিল। গড়িয়ে গেল পাথরটা, শূন্যে পাক খেয়ে গিয়ে পড়ল সেতুর মাঝামাঝি জায়গায়। পতন, কয়েকটা আর্তনাদ, আর ছেঁড়ার শব্দ, বম্বিং ও গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এল। আতাসী লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে এল মার্শিয়ার কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল মার্শিয়ার জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ মেলে দেখল। আবার চোখ বুজে ফেলল। ওকে তুলে নিল বুকে আতাসী। ছুটে গেল ল্যাডারের দিকে। ঘড়ি দেখল। না, সময় নেই।

হাকাম দেখল আতাসীকে ছুটে যেতে। ব্রিজটা ছিঁড়ে গেছে। সবাই ছিটকে পড়ে গেছে। কিন্তু ব্রিজের হালকা কাঠের শিক ধরে পূর্ব প্রান্তে ঝুলছে হাকাম ও তার এক সঙ্গী। আস্তে আস্তে নামতে লাগল দু'জন নিচে। নিচে পা দিয়েই কোমর থেকে হাতে নিল হাকাম ছুরিটা।

আট

অন্তত গোটা বারো প্যারাস্যুটের সঙ্গে বাঁধা তিনটে সিলিন্ডার পানিতে ভাসছে। রানা ও মিশ্রী খান ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে ফেলল নায়লন কর্ড। জুড়ে দিল সিলিন্ডার তিনটে তারের সঙ্গে আগে-পিছে করে। অগ্রবর্তী সিলিন্ডারের মাথার কাছের বল্টু ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'এটা তোমার রিকুইজিশনে ছিল না, কিন্তু জেনারেল আরাবী পাঠিয়েছেন, কারণ দেড়টন টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়।' প্রথম সিলিন্ডারটার পিছন দিয়ে মৃদু শব্দ বেরোল। চলতে শুরু করল সামনের দিকে। রানা বলল, 'কমপ্রেস্‌ড্‌ এয়ার। প্রতি ইঞ্চি জায়গায় পাঁচ হাজার পাউন্ড বাতাসের চাপ।'

ওরা সিলিন্ডারের সঙ্গে সাঁতরে চলল। মিশ্রী খান পেছনের সিলিন্ডার দুটো পরীক্ষা করে দেখল অন্ধকারে হাতিয়ে।

'না, ডুপ্লিকেট না,' রানা বলল। 'তুমি যে-দুটো রেখে এসেছিলে সে-দুটোই। দেড়টন অ্যামাটলে উড়বে বাঁধটা?'

'দ্যাখেন ওস্তাদ, অপমান করবে না!' মিশ্রী খান বলল। 'জেনারেল আরাবী বলেছিলেন, উইদাউট ফেল উড়াতে হবে বাঁধ। তাই এই হিসাব দিয়েছিলাম। নইলে ইচ্ছে ছিল পরীক্ষামূলক কিছু করার।'

'পরীক্ষামূলক?'

'দেড়টন অ্যামাটল দিয়ে বাঁধ উড়ানোর জন্যে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট লাগে না। দশ বছরের ছেলেই পারে।'

'দশ বছরের ছেলে?... দেড়টন অ্যামাটল?'

আতাসী দ্রুত উঠছে মার্শিয়াকে নিয়ে। মার্শিয়া দুর্বল হাতে ধরে রেখেছে আতাসীর কণ্ঠ। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, ওরা ঠিকই বলে, তুমি একটা ভারবাহী পশু!'

'এরপর বলবে, বউ-বাহী বানর।'

'আতাসী!' মার্শিয়া হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। আতাসী থমকে গেল। মার্শিয়া দেখাল নিচের দিক। আতাসী দেখল বিশ ফিট নিচে দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ল্যাডারের দিকে। দ্বিধান্বিত হয়ে গেল আতাসী। উপরে তাকিয়ে দেখল, ওরা শেষপ্রান্তে উঠে গেছে। গুলি করা যাবে না। কাঁধে মার্শিয়া। সময় দুটো বাজতে এক মিনিট।

আর এক মিনিট।

'আমাকে এখানে রেখে যাও,' মার্শিয়া বলল। 'আমি ধরে থাকতে পারব একহাতে।'

'কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ পারি,' মার্শিয়া বলল। 'ভেবো না, আতাসী। আমার জন্যে এতগুলো লোক মরতে পারে না। সাত হাজার আরব!'

মার্শিয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ব্র্যাকেটে। বাঁ হাতে ধরিয়ে দিল উপরের ব্র্যাকেট। তিন ব্র্যাকেট ডিঙিয়ে নামল। পনেরো ফিট উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল একজনের উপর। দ্বিতীয়জনকে জাপটে ধরল।

ছিটকে পড়ল হাকামের হাত থেকে ছুরিটা। আতাসী জাপটে ধরে পাথরের উপর পড়েছে আরেকজনকে নিয়ে। তার চুল একহাতে এবং অন্যহাতে থুতনি চেপে ধরে প্রচণ্ড বেগে ঘাড়টা মটকে দিল। কটাস করে শব্দ হলো একটা। দ্বিতীয় কোন শব্দ করতে পারল না লোকটা। দুরন্ত বেগে শূন্যে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আতাসী সার্কাসের ট্র্যাপিজ-খেলোয়াড়ের মত। তার এই অভূতপূর্ব ক্ষিপ্রতায় ভয় পেয়ে গেল হাকাম। দ্বিতীয় ছুরি হাতে রুখে দাঁড়াল। হাকাম বুঝতে পেরেছে, এটাই তার জীবনের শেষ ছুরি-খেলা।

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দু'জন। একজনের হাতে ছুরি, দ্বিতীয়জনের শূন্য হাত।

কিন্তু হাকামই আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে ছুরি হাতে।

সময় কম। আতাসী পাশে সরল, পাঁয়তারা কষার মত। হাকামও ঘুরল একইভাবে। আতাসী আরও সরল। আবার সার্কাসী কায়দায় কাত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাকাম দেখল আতাসীর হাতে তারই পড়ে যাওয়া ছুরিটা। দু'পা পিছনে সরে গেল আতাসী। ছুরিটার গোড়া ভারী। ব্লেডটা পাতলা ও তীক্ষ্ণ। আতাসী হাতের পাতায় ছুরিটা ধরে সামনের দিকে তাকাল। দেখল হাকামকে। ঠেলে দিল আতাসী ছুরিটা সামনের দিকে। চমকে উঠতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল হাকাম। কিন্তু স্বর বেরোল না। ছুরিটা ঢুকে গেছে গলায় অ্যাডামস অ্যাপেলের ঠিক উপর দিয়ে।

হাকাম গলা চেপে ধরল হাতে। ধরল ছুরির বাঁট। বের করতে পারল না। আতাসী দেখল না হাকামের পতন। ছুটে গেল ল্যাডারের কাছে। শূন্যে কোনমতে ঝুলছে মার্শিয়া। কিন্তু উপরে উঠতে গিয়ে দেখল বাঁ হাতটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে মচকে গিয়ে।

কোনমতে উঠে এল মার্শিয়ার কাছে।

'দুটো,' ঘড়ি দেখে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল জেনারেল ওটেনবার্গ কম্যান্ডকারে দাঁড়িয়ে। হাতটা উপরে তোলাই ছিল, নেমে এল বাতাস কেটে মুহূর্তে।

কয়েকটা বাঁশী বেজে উঠল তীক্ষ্ণসুরে। গড়গড় করে উঠল দৈত্যের মত প্যাটন-ট্যাঙ্কগুলো। অগ্রসর হলো জেনারেল ওটেনবার্গের ফার্স্ট আর্মারড ডিভিশন।

'দুটো বেজে এক মিনিট,' রানা বলল। 'আমরা শিডিউল এক্সিড্ করেছি। তাড়াতাড়ি করো।'

মিশ্রী খান ছুরিটা বের করে এগিয়ে গেল টর্পেডো-নেটের কাছে। নেটের উপর দিয়ে যাওয়া তারটা হাতের মুঠোয় ধরে ছুরি চালাবার কথা চিন্তা করে আবার ডিগবাজি খেয়ে রানার কাছে এসে পড়ল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রানা।

'ওস্তাদ, ওটা কাপড় শুকানোর তার না। কভার দেয়া পাওয়ার কেবল! কম্‌সেকম দশ হাজার ভোল্টের কারেন্ট পাস করছে!' শিউরে উঠল মিশ্রী খান, 'ইলেকট্রিক চেয়ারেও এত ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় না, ওস্তাদ...'

'অতএব,' রানা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ডিঙিয়েই নিতে হবে এগুলো।'

তারটার উপর দিয়ে মাত্র একফুট পানি। এয়ারকমপ্রেসড্ সিলিন্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে পার করল টেনে-হিঁচড়ে। এবার অ্যামাটল সিলিন্ডারের নাকটা তুলে দিয়ে নিচ থেকে উঁচু করে ধরার চেষ্টা করল রানা, মিশ্রী খান পিছন থেকে ঠেলা দিল।

'দুটো বেজে দুই মিনিট,' বলল গার্ড-ক্যাপ্টেন রতিক্লান্ত প্রেমিকার প্রশ্নের উত্তরে। দু'জনে গার্ড-হাউজ থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রাতটা দেখছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বাঁধের উপর। প্রেমিকার সংক্ষিপ্ত পোশাকের কথা ভেবেই হয়তো

গার্ডের কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের। অন্ধকারে খুঁজে দেখল, কেউ নেই। মনে করল, রাতে আজ কার কার ডিউটিতে থাকার কথা বাঁধের উপর।

ডাকল, 'ফ্র্যাঙ্ক?' কোন উত্তর নেই। ডাকল আবার। এবার গলা কেঁপে গেল। চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন, 'ফ্র্যাঙ্ক!' দৌড়ে গেল গার্ড-হাউজের দিকে। রেডিও-রুমের গার্ড বের হয়ে এল। সঙ্গে কর্পোরাল। ক্যাপ্টেন বলল, 'সার্চলাইট জ্বেলে দাও।'

জ্বলে উঠল সাচলাহট।

চিৎকার শুনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রানা আর মিশ্রী খান। আলো জ্বলতে দেখে সচল হলো। একটা সিলিন্ডার এখনও পার করা বাকি। লাইট জ্বলতে দেখে টেনে নামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সামনের সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে তৃতীয় সিলিন্ডারের মুখ নয় ইঞ্চির মত বের হয়ে রইল পানি থেকে। ছয় ফুট আলোর স্পটটা এগিয়ে আসছে। দু'জন ডুব দিল পানিতে। আঁকড়ে ধরে রইল টর্পেডো নেট। পানির ভেতর থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রানা। সার্চলাইট এগিয়ে আসছে। টর্পেডো নেট বরাবর এপাশ থেকে ওপাশে এগিয়ে যাচ্ছে। নয় ইঞ্চি বের হয়ে থাকা মুখটা স্পর্শ করে গেল সার্চলাইট। কিন্তু কালো পানির সঙ্গে ওটাকে ওরা চিনতে পারল না। সরে গেল সার্চলাইট।

রানা উঠল। পা দিয়ে মিশ্রী খানকে উঠতে ইশারা করে শেষ সিলিন্ডারটা পার করল। ছেড়ে দিল কমপ্রেসড্ সিলিন্ডারের ভাল্ভ। দ্রুত এগিয়ে গেল বাঁধের দেয়ালের দিকে।

ঘড়ি দেখে রানা বলল, 'আমরা তিনমিনিট লেট করে ফেলেছি।'

বাঁধের কাছে পৌঁছতে চারদিক ভরে গেল চাঁদের আলোয়। মিশ্রী খান রানার দিকে তাকাল। রানা বলল, 'আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাবে, তোমার কাজের বেশ সুবিধা হবে।'

'হুঁ,' মিশ্রী খান রানার রসিকতা পছন্দ করল না। বলল, 'ওদের একটা গুলিও মিস্ হবে না।'

প্রাণপণে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে আতাসী। ঘড়ি দেখল। দুটো চার।

সার্চলাইটটা এদিকে এসে পড়ল ল্যাডারের উপরে। থেমে গেল। 'ধরা পড়ে গেল ওরা,' বলল আতাসী। মার্শিয়া মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল। আতাসী তুলতে দিল না। বলল, 'চুপচাপ পড়ে থাকো।'

সার্চলাইট থেমে গেছে মই-এর মাথায়।

নড়ল না ফায়জা, নাগিব, সামিরা আর মনসুর। নড়ল না আহত রিয়াদ। ওরা উঠে বসেছিল গার্ড-হাউজের পাশের প্ল্যাটফর্মে। সার্চলাইটের আলো ঝলসে দিল ওদের চোখ।

'কয়েকটা স্টিক ডিনামাইট ব্যাগে করে এনে ড্যামটা উড়িয়ে দেবেন

ভেবেছিলেন বুঝি?'

প্রশ্নটা হলো গার্ড-হাউজের ছাত থেকে। ওরা তাকাল। কিন্তু সার্চলাইটের আলোর নিচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

'আমাদেরকে যারা পাঠিয়েছে তারা বলেনি, এটা এত বড়,' বলল আহত রিয়াদ ক্লান্ত কণ্ঠে।

'তোমরা কারা?'

'আল-ফাতাহ্ '

'ডিনামাইট কোথায়?'

'ব্রিজ ভেঙে নিচে পড়ে গেছে,' উত্তর দিল ফায়জা।

'ও, মেয়েমানুষও আছে দেখছি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'হাতে যা এনেছ, ওখানে রেখেই উঠে এসো।'

ওরা উঠে দাঁড়াল। সবাই সব রেখে দিল। কিন্তু মনসুর রবাব নিতে ভুলল না। রিয়াদ ভর দিল নাগিবের কাঁধে। দরজা খুলে গেল গার্ড-হাউজের। উঠে এল ওরা। একটা করিডরের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল খোলা বারান্দা মত জায়গায়। এখান থেকে বাঁধে যাবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে।

চাঁদের আলোয় প্লাবিত বাঁধ। ওদেরকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন রাইফেলধারী গার্ড। সবাই ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

বিনকিউলারে চোখ রেখে এক মাইল দূরের ফারিয়া ব্রিজটা দেখছেন জেনারেল সাবরী পাঁচ মিনিট ধরে। প্যাটন ট্যাঙ্কগুলো উত্তর দিকে উঠে আসছে পিলপিল করে। পাশে দাঁড়িয়ে কর্নেল বেগ আর মেজর আদেল। ওরা জেনারেলের মুখের অনুচ্চারিত ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে। বিনকিউলার নামালেন জেনারেল। সাতদিনের না-কাটা দাড়ি। চোখের নিচে কালি বিনিদ্র রাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'ওরা প্রায় পার হয়ে এল, সকালের দিকে আক্রমণ চালাবে,' জেনারেল সাবরী নির্বিকারভাবে বললেন। 'প্রস্তুত হও। আমরা আক্রমণ শুরু করব ঠিক দশ মিনিট পর।'

'আক্রমণ করব?' কর্নেল বেগ বলল, 'কিন্তু, স্যার, পনেরো মিনিটে দু'হাজার আরবকে প্রাণ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, দিতে হবে।' জেনারেল তাকালেন বাঁধের দিকে, বললেন, 'অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে জুয়ায় নেমেছিলাম। আমরা হেরে গেছি, কর্নেল।'

দুটো ছয়।

'ফিক্স করেছ?' রানা জিজ্ঞেস করল ব্যগ্রতার সঙ্গে।

মিশ্রী খান হাতের তারটা ঢিল দিয়ে বলল, 'কয় মিনিট?'

রানা মুহূর্তে হিসেব করে নিয়ে বলল, 'তিন মিনিট।'

'তিন!' মিশ্রী খান হিসেব করে শিউরে উঠল। বলল, 'তিন মিনিটে আমরা ওপরে উঠতে পারব তো?'

কথাটা বলেই মিশ্রী খানের কান খাড়া হয়ে গেল। রানার উত্তর শোনার জন্যে না। উপরে, ঠিক মাথার কাছে, কার্নিসে লোক। হাত চলে গেল হাইড্রোস্ট্যাটিক ফিউজে। রানা বের করল বুকের জিপার খুলে ওয়াটারপ্রুফ মোড়ক থেকে ওয়ালথার পি. পি. কে.। একটা মাথা বেরিয়ে এল কার্নিসে। চিৎকার করতে গেল সেন্ট্রি। তার আগেই মাথায় বিদ্ধ হলো ওয়ালথারের গুলি। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু পড়ল না। আটকে গেল দেহটা ওপরে কিছুর সঙ্গে।

'হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

দু'জনই ডুব দিল পানিতে। ডুব-সাঁতারে এগোল ফাটল থেকে ঝুলিয়ে দেয়া দড়ির দিকে। খুব ধীরে ধীরে মাথা বের করল পানি থেকে। দেখল, দু'জন সেন্ট্রি কার্নিস থেকে তুলছে লাশটা।

একটা টর্চ জ্বলে উঠল। চারদিক ঘুরে থেমে গেল সিলিন্ডারের উপর। চিৎকার করে উঠল সেন্ট্রি ভয়ার্ত কণ্ঠে। ছুটে এল আরেকজন। এবার টর্চটা সে-ই জ্বালল। রানা বের করল ওয়ালথার। কিন্তু অকেজো হয়ে গেছে পানিতে। তাড়াহুড়োয় মোড়কে রাখা হয়নি।

'ডিনামাইট, ডিনামাইট।' বলে পাগলের মত চেঁচিয়ে দৌড়াতে লাগল সেন্ট্রি।

'কয় মিনিটে ফিক্স করেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলতে পারব না,' মিশ্রী খান বলল, 'তাড়াতাড়িতে খেয়াল করিনি। তবে এক থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওটা ফাটবেই।'

'পাঁচ মিনিট অনেক বেশি সময়!'

গার্ড-ক্যাপ্টেন ছুটল রেডিও-রুমের দিকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'কর্পোরাল, জেনারেল ওটেনবার্গ··· জেনারেলকে বলো উঁচু অঞ্চলে সরে যেতে। বলো, বাঁধে ডিনামাইট ফিট করা হয়েছে!'

রেডিও-রুম থেকে পনেরো হাত দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক হাল ছেড়ে দিল। সবার দাঁড়ানোর মধ্যে পরাজয়ের ভাব। ফায়জা মৃদু শব্দে পাশের দিকে তাকাল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, মনসুরের রবাবের পেছনটা আলগা হয়ে গেছে। ভেতরে হাত দিয়ে আরেকটা হুকে চাপ দিতেই মনসুরের হাতে বের হয়ে এল একটা পিস্তল। ·৩৮ ক্যালিবারের ল্যুগার।

'ওদের শেষ সারপ্রাইজটা দিয়ে দি!' মনসুর পরিষ্কার কণ্ঠে বলল। এবং গুলি করল রাইফেলধারীকে। দেখল না ফলাফল। দৌড়ে গেল রেডিও-রুমের দিকে, গুলি করল গার্ডকে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এদিকে নাগিব ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েকজন গার্ডের উপর। কিন্তু তার আগেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে একজন গার্ড পিস্তলের।

ট্র্যানসিভারের সামনে বসেছে ক্যাপ্টেন। বলছে, 'জেনারেল, জেনারেল··· স্যার, আমি ড্যাম গার্ড-ক্যাপ্টেন বলছি···'

গুলি ক্যাপ্টেনকে না, বিদ্ধ করল ট্র্যানসিভারের নব। পরপর তিনটি গুলি করল

মনসুর।

একজন গার্ড রাইফেল টার্গেট করল মনসুরকে। আহত রিয়াদ এক পায়ে ভর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে গেল গার্ডকে নিয়ে মাটিতে। ছিটকে গিয়ে দু'জনই পড়ল সিঁড়ি ক'টা ডিঙিয়ে বাঁধের উপর।

রিয়াদের বুকের উপর উঠে বসল গার্ড। দু'হাতে সজোরে টিপে ধরল রিয়াদের কণ্ঠনালী।

মনসুরের হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তল। রেডিও-রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল। পিস্তল হাতে বের হয়ে এল গার্ড-ক্যাপ্টেন। পিস্তল তুলল মনসুরের মাথা তাক করে। কিন্তু আলগা হয়ে গেল হাত গার্ড-হাউজের ছাদের দিকে তাকিয়ে। খসে পড়ল পিস্তল মাটিতে।

'সবাই সারেন্ডার করো!' ছাদের উপরকার অন্ধকার থেকে রানা বলল, 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

দু'জন গার্ড রাইফেল নামিয়ে রাখল। কর্পোরাল রেডিও-রুম থেকে বের হয়ে এল। ক্যাপ্টেনের বেড-রুম থেকে বের হয়ে এল স্প্যানিশ মেয়েটা। হাতে পিস্তল। কিন্তু সে-ও চিৎকার করে উঠল। পড়ে গেল মাটিতে। রক্তাক্ত নাগিব গুলি করেই লুটিয়ে পড়ল আবার।

রানা ছাদ থেকে নেমে অন্ধকার বাঁধের দিকে তাকাল। সবাইকে দেখে বলল, 'বাইরের দিকে যাও। এখনই বাঁধ উড়ে যাবে। আতাসী ল্যাডারে আটকে আছে, এক মিনিটের ভেতর ওকে না তুললে বাঁধের প্রথম ধাক্কায়ই উড়ে যাবে।'

'রানা!' চিৎকার করে উঠল ভয়ার্ত ফায়জা। রানা ল্যাডার বেয়ে নেমে গেল নিচে। মিস্ত্রী খান বাঁধের দিকে এগিয়ে তুলে আনল রিয়াদের লাশটা।

আতাসী দেখল নেমে আসছে রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'মেজর, আপনি চলে যান। বাঁধ এখনই ভাঙবে!'

উত্তর দিল না রানা। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, আমাকে ফেলে দিয়ে উঠে যাও। নইলে তিনজনেরই মরতে হবে!'

'না!' আতাসী বলল, 'মার্শিয়া যেখানে মরবে আতাসীর মৃত্যুও সেখানে, এ তো জানা কথা!' চেঁচিয়ে বলল, 'মেজর, আপনি উঠে যান।'

রানা নেমে এসেছে। হাত বাড়িয়ে ধরল মার্শিয়ার কলারের পেছনটা। কিছুটা টেনে তুলল। মার্শিয়া রানার হাত আঁকড়ে ধরল। রানা ওকে পিঠে তুলে নিয়ে বলল, 'শক্ত করে ধরে থাকো।'

রানা উপরে উঠতে লাগল। আতাসীও আস্তে আস্তে প্রাণপণ শক্তিতে ওকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করল। রানা থমকে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল। দু'মিনিট হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে বলল, 'আতাসী, হারি আপ!'

উঠতে লাগল রানা।

নয়

মাটিতে কম্পনটা অনুভব করল সবাই। শব্দ তেমন হলো না। অনেক নিচে বসানো হয়েছে অ্যামাটল। কেঁপে গেল সবকিছু। রানা তাকাল বাঁধটার দিকে। দেখল নিচে আতাসীকে। উঠে গেল দশটা ব্র্যাকেট। কাঁধ থেকে মনসুর তুলে নিল মার্শিয়াকে।

বাঁধের দিকটা দেখল।

দু'পাশে ফাটল দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে বাঁধটা পানির ধাক্কায়। আতাসী এসে গেল। রানা ওকে টেনে তুলল লোহার প্ল্যাটফর্মে।

রাক্ষসের মত বাঁধটাকে মুখে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি গর্জের সংকীর্ণ পথে। হুঙ্কার তুলে ছুটে চলল আড়াইশো ফিট উঁচু হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করতে করতে।

ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়েছে জেনারেল ওটেনবার্গের কমান্ড-কার। চমকে তাকাল পাশে বসা কর্নেলের দিকে। বলল, 'অনুভব করছ কিছু?'

'ভূমিকম্প হচ্ছে?'

'না!' কার থেকে লাফিয়ে নামল জেনারেল ওটেনবার্গ, 'ওরা বাঁধ ভেঙে দিয়েছে!'

'বাঁধ!' বলেই বামে ফারিয়ার পূর্বদিকে চোখ ফেরাল। অন্ধকার। কিন্তু একটা গর্জন এদিকেই ছুটে আসছে।

কর্নেল দেখল জেনারেল ওটেনবার্গ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে।

'আমরা সবাই মরব, স্যার?'

'হ্যাঁ।' ওটেনবার্গ বলল, 'পুরো দুই ডিভিশন।'

কর্নেল কোন কথা না বলে আবার তাকাল পিছন দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'সবাই পালাও, পালাও।'

পালাচ্ছিল ওরা। কিন্তু পারল না। পানির রাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্জের সংকীর্ণ পথ থেকে বেরিয়ে নিচের ভূমিতে—ব্রিজের উপর। ভেসে গেল ব্রিজ। ভেসে গেল প্যাটন ট্যাঙ্ক, সেই সঙ্গে দুই ডিভিশন সৈন্য।

'আল্লাহ্!' কর্নেল বেগ বলল, 'কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!'

চোখে হাত দিলেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'প্রার্থনা করো, কর্নেল, জীবনে আর যেন এমন মৃত্যু দেখতে না হয়।'

মেজর আদেল বলল, 'কিছু লোক উত্তরে উঠে এসেছিল, আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'না, প্রয়োজন নেই,' জেনারেল বললেন, 'তুমি তোমার বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে দাও পালিয়ে যেতে। ছড়িয়ে পড়তে বলো পুরো ইসরাইলে। আজ রাতের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে হবে। আজ ভোরে ওদের এয়ার-অ্যাটাক হবেই।'

'আপনি কি করবেন?
'আমি?' জেনারেল বললেন, 'ফিরে যাব কায়রো।
'আজ রাতেই?'
'হ্যাঁ,' সাবরী বললেন, 'নইলে আর সম্ভব হবে না।
'মেজর রানার সঙ্গে যাবেন?'
'হ্যাঁ।'
'মেজর রানাকে আমাদের কংগ্র্যাচুলেশন জানিয়ে দেবেন, স্যার।
'দেব।'
'প্লেন ক'টায় আসবে?'
'ছ'টায়।'

সবাই দাঁড়াল রিয়াদ ও নাগিবের প্রাণহীন দেহের পাশে। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না।

রানা বলল, 'চলো, আমাদের এখন হাঁটতে হবে চার মাইল পথ।'

'চার মাইল!' উচ্চারণ করল মিশ্রী খান। দেখল নাগিবকে। বলল, 'ও ছিল আমাদের মধ্যে সবচে' ছোট।'

'সেজন্যেই বেঁচে থাকার কায়দাটা আয়ত্তে আনতে পারেনি,' বলল আতাসী।

'ওরা জীবন দিতেই এসেছিল,' বলল মনসুর। অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে আতাসী। মনসুর হাত তুলে দিল সামিরার কাঁধে। পায়ে গুলি লেগেছে।

মার্শিয়াকে কাঁধে নিল রানা। মিশ্রী খানের কাঁধে ভর দিল আতাসী। ওরা বাইরে বেরিয়ে এল গার্ড-হাউজ থেকে সুড়ঙ্গপথে। প্রান্তের দরজাটা গুলি করে খুলল।

গার্ড-হাউজের একটা ঘরে বন্দী হয়ে রইল পনেরো জন গার্ড।

'প্লেন আসবে ক'টায়?'

'ছ'টায়।'